৪৩ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৯

তাবলীগ : রাত্রি জাগরণ

তানযীম : জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনের সুফল

তাজদীদে মিল্লাত : ইসলামী শিষ্টাচার

সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক আব্দুল লতীফ

ভ্রমণস্মৃতি : পূবের সুইজারল্যাণ্ড সোয়াতে...

সমকালীন মনীষী : আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

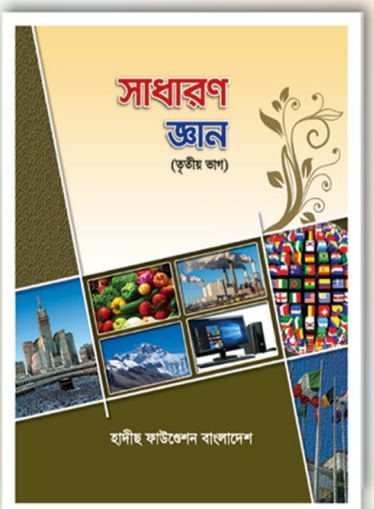

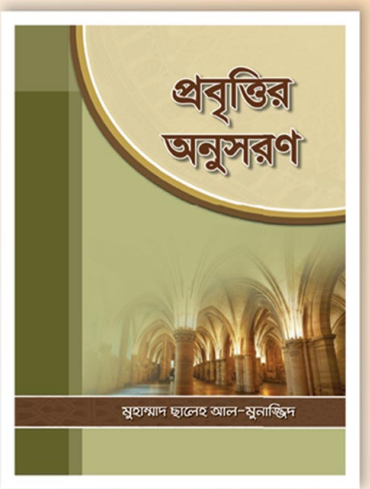

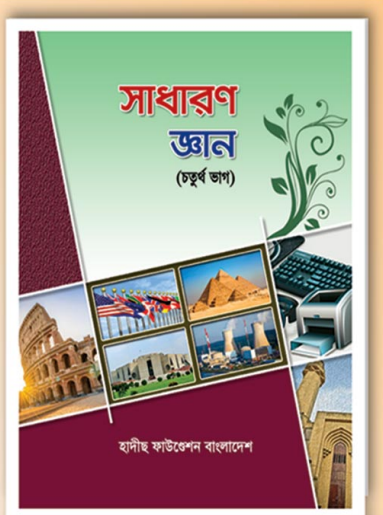

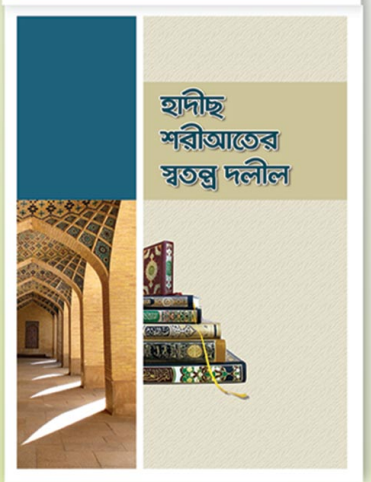

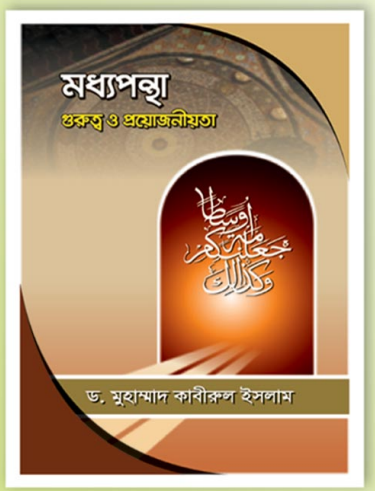

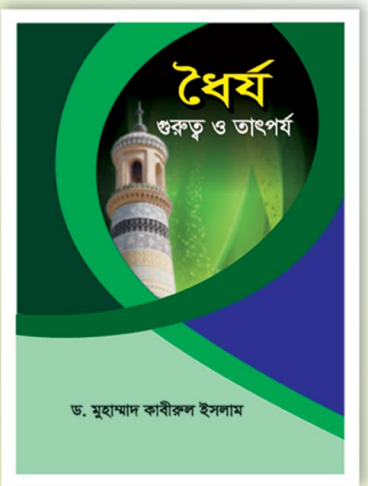

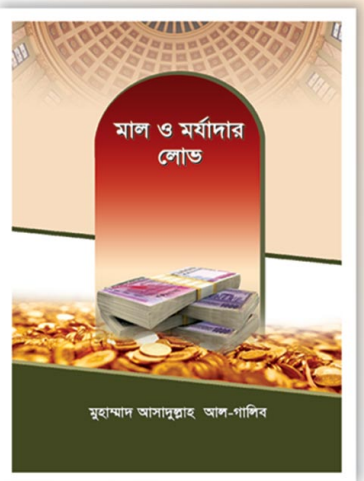

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)
একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

www.tawheederdak.com

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৪৩ তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৯

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

⇨ **সম্পাদকীয়**
চিন্তার মানহাজ ২

⇨ **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা**
আত্মমর্যাদাবোধ ৪

⇨ **আক্বীদা**
মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি ঈমান (৫ম কিস্তি) ৬
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

⇨ **তাবলীগ**
ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ (৫ম কিস্তি) ১০
আবুল কালাম

⇨ **তানযীম**
জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের সুফল ১৪
লিলবর আল-বারাদী

⇨ **তারবিয়াত**
দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা (৫ম কিস্তি) ১৯
আব্দুর রহীম

⇨ **ইসলামী আদব বা শিষ্ঠাচার (২য় কিস্তি)** ২৩
ফয়ছাল মাহমূদ

⇨ **সাক্ষাৎকার** ২৭
অধ্যাপক আব্দুল লতীফ

⇨ **ধর্ম ও সমাজ**
কাদিয়ানীদে ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস (৩য় কিস্তি) ৩০
মুখতারুল ইসলাম

⇨ **তারুণ্যের ভাবনা**
রাত্রি জাগরণ ৩৪
রায়হানুল ইসলাম

⇨ **সমকালীন মনীষী**
শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ ৩৯
ড. নূরুল ইসলাম

⇨ **চিন্তাধারা**
কুধারণা ৪২
দিলাওয়ার হোসাইন

⇨ **ভ্রমণস্মৃতি**
পূবের সুইজারল্যাণ্ড সোয়াতে ৪৬
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

⇨ **পরশ পাথর**
ইন্দোনেশীয় খৃষ্টান নারী ইরিনা হানদোনোর ইসলামগ্রহণ ৪৯

⇨ **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৫০

⇨ **সংগঠন সংবাদ** ৫২

⇨ **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫

⇨ **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

সম্পাদকীয়

চিন্তার মানহাজ

তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে কোন বিষয়ে জানা বা সঠিক জ্ঞান অর্জন খুব একটা আয়াসসাধ্য কর্ম নয়। মানুষের মেধা ও ইচ্ছাশক্তির সাথে যদি একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা থাকে, তবে সে যে কোন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে কেবল জ্ঞানার্জনই কি যথেষ্ট? নাকি তাতে আরো বিশেষ কোন পন্থা অবলম্বন করা যরূরী!

বর্তমান যুগে আমরা এমন অনেক যুবক ভাইকে দেখি যারা জ্ঞানার্জন করছে বটে, কিন্তু বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা নিয়ে তারা জ্ঞানার্জন করছে না। অথবা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে প্রকৃতার্থে তারা কোন সমস্যার সমাধান খুঁজছে না। বরং যেটা তারা পড়ছে বা জানছে তা নিছক বিনোদনের জন্য কিংবা অন্যের সাথে বিতর্ক করার জন্য। আবার এমন কিছু বিষয় নিয়ে তারা জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত, যা কিনা বাস্তব জীবনের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। অন্যদিকে ভুল পথে জ্ঞানার্জনের ফলে উল্টো তারা পথভ্রষ্টও হচ্ছে। যার জ্বলন্ত উদাহরণ হ'ল জিহাদের নামে জঙ্গীবাদ। হয়তবা এসব তরুণদের মধ্যে আবেগ আছে, ভাল কিছু করার প্রেরণা আছে, কিন্তু জ্ঞানচর্চায় কোন সুশৃংখল ও নিয়মতান্ত্রিক কোন পদ্ধতি তারা অবলম্বন করতে চায় না। দু'একজন বক্তা কিংবা দু'একটি আবেগপূর্ণ লেখনীকে সম্বল করে তারা তাদের চিন্তাধারা গড়ে তোলে। সেখানে না থাকে কোন বিশ্লেষণী শক্তি, আর না থাকে কোন ভারসাম্যতা। ফলে তাদের জ্ঞান তাদেরকে প্রায়শঃই ভুল পথে পরিচালিত করে। এজন্য জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে জ্ঞানকে সঠিক পথে পরিচালনা যরূরী এবং এর জন্য আবশ্যক হ'ল সঠিক চিন্তাধারা। নতুবা জ্ঞানার্জন সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট হওয়ার ঘোর সম্ভবনা থেকে যায়।

সুতরাং জ্ঞানকে যদি সঠিক পথে পরিচালনা করতে হয়, তবে অবশ্যই আমাদেরকে চিন্তার সঠিক গতিপথ নির্ধারণ করতে হবে। বিশ্লেষণী শক্তি অর্জন করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকতে হবে এবং ফলাফল নিয়ে ভাবতে হবে। সৃজনশীলতা থাকতে হবে। সর্বোপরি সারলীকরণ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আর সেটা অর্জন করতে গেলে কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক। যেমন-

(১) কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী জ্ঞানকে যাচাই করে নেয়া : এটাই হ'ল জ্ঞানার্জনের মূল সূত্র। দ্বীনের কোন বিষয়ে সঠিক বিষয়টি জানা ও বোঝার জন্য কুরআন ও হাদীছকে যুগপৎভাবে সামনে রাখতে হবে। সেই সাথে ছাহাবীরা কিভাবে সেটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং কিভাবে বুঝেছেন তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে *(নিসা ৫৯, ১১৫; আশ-শূরা ৫২)*। অর্থাৎ সালাফদের মানহাজকে সামনে রাখতে হবে। এটাই হ'ল শরী'আত গবেষণার মূলনীতি। একজন গবেষক যত বড় জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হন না কেন, গবেষণাকালে তিনি যদি এই মূলনীতি মাথায় না রাখেন এবং সেই সাথে নিরপেক্ষতা ও নির্মোহ অবস্থান বজায় রাখতে না পারেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি ভুল করবেন। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, মানুষ কোন বিষয়ের সমাধান পূর্ব থেকেই

নিজের মনের মধ্যে এঁকে নেন কিংবা নিজস্ব পরিমণ্ডল ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব থেকে একটা ধারণা বা সিদ্ধান্ত তৈরী করে নেন। অতঃপর তার স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীছের দলীল খোঁজেন। এটা নিরেট স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থদুষ্টতা। এতে কোন ব্যক্তি জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও গবেষণা পদ্ধতিতে ভুল থাকায় তিনি স্বভাবতই ভুল পথে পরিচালিত হন *(জাছিয়াহ ২৩)*।

(২) নির্ভরযোগ্য আলেমদের মতামত নেয়া : কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের জ্ঞানকে সর্বেসর্বা মনে করলেই বিপদ। কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেছে তা বোধগম্য হওয়ার পরও পুনরায় নিশ্চিত হওয়ার জন্য অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ও তাক্বওয়াশীল আলেমদের সাথে পরামর্শ প্রয়োজন *(ইউসুফ ৭৬; নাহল ৪৩-৪৪)*। বিষয়টি যত বেশী জটিল ও বিতর্কপূর্ণ হবে, তত বেশী আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজন। পরিশেষে যেটি কুরআন ও হাদীছের সর্বাধিক অনুকূলে ধারণা হবে সেটিকেই অনুসরণ করতে হবে, যদিও তা নিজের চিন্তাধারার বিপরীত হয় *(যুমার ১৮)*।

(৩) চিন্তায় সামগ্রিকতা থাকা : চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের একটি বড় ত্রুটি হ'ল সমস্যার মূলে না গিয়ে শাখা-প্রশাখা নিয়ে পড়ে থাকা। এতে সমস্যার সমাধান তো হয়ই না, বরং নিত্য-নতুন সমস্যার ডালপালা গজিয়ে উঠতে থাকে। সুতরাং ফলপ্রসূ চিন্তাধারা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সর্বদা মূল সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া। একমুখী বা একদেশদর্শী চিন্তা না করে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করা। যেমন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে যখন আমরা পরস্পর বিপরীত কোন অবস্থার মুখোমুখি হই, তখন যে কোন একটি প্রান্তিকের উপর নির্ভর না করে বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করা উচিৎ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, আমরা সাধারণতঃ নিজ নিজ অবস্থান থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি এবং আপন স্বার্থ দ্বারা তাড়িত হই। এমনকি অনেকে কুরআন ও হাদীছকে পর্যন্ত নিজের স্বার্থে এবং নিজের মতকে প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করে। আর এভাবেই ইখতিলাফ বা মতভেদের সৃষ্টি হয়। যদি স্বীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে মুসলিম উম্মাহ্র সামগ্রিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি থাকত, যদি সাময়িক আবেগের উর্ধ্বে মুসলিম উম্মাহ্র স্বায়ী কল্যাণের চেতনা তাদের মাঝে জাগ্রত থাকত, সর্বোপরি কুরআন বা হাদীছ তথা দ্বীনের মূল উদ্দেশ্যে যদি তাদেরকে ভাবিত করত, তবে নিঃসন্দেহে তাদের চিন্তাধারা এভাবে ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে বলি হ'ত না। প্রয়োজনে নিজের ক্ষতি বা পরাজয় স্বীকার করে হলেও তারা উম্মাহ্র বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিত।

(৪) সমাধানমূলক চিন্তা করা : কোন বিষয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে কিংবা আবেগতাড়িত হয়ে জ্ঞানার্জন করা বর্তমান যুগে দ্বীনদার যুবকদের পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ। সাময়িক কোন প্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে ভাসাভাসা জ্ঞানার্জন করেই তারা বিরাট কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। এদের মধ্যে যারা জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থার সাথে জড়িত, তাদের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তারা কী উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করছে এবং এর ফলাফলই বা কী- সে সম্পর্কে তাদের ধারণা খুবই অগভীর। কোন প্রকার বিচক্ষণতা ও সমাধানমূলক চিন্তাধারা তাদের মধ্যে কাজ করে না।

অনুরূপভাবে একশ্রেণীর যুবক ছুটছে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের পিছনে। রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এমন কিছু বিষয় যেমন গাযওয়াতুল হিন্দ, ইমাম মাহদী, দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ ইত্যাদি তাদের চূড়ান্ত আকর্ষণের বিষয়। অথচ একজন ঈমানদারের জন্য এসব বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট। কবে নাগাদ এগুলো বাস্তবে রূপ লাভ করবে তা নির্ণয় করা আমাদের দায়িত্ব নয়। এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল কথায় কথায় অলীক কল্পনা আর ষড়যন্ত্রতত্ত্ব খুঁজে বেড়ানো, যার কোন বাস্তবতা নেই। এদের মাঝেও কোন সমাধানমূলক চিন্তাধারা দেখা যায় না। কেবল সমস্যা খুঁজেই তারা জীবনপাত করে দেয়। সুতরাং পথভ্রষ্টতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য উদ্দেশ্যহীন জ্ঞানার্জন থেকে বেঁচে থাকা অতীব যরূরী। সেই সাথে প্রয়োজন ধ্বংসাত্মক ও সমাধানহীন চিন্তাধারা থেকে ফিরে আসা।

(৫) চিন্তার ভারসাম্য বজায় রাখা।

দলীল ও বিশ্লেষণী শক্তির ব্যবহারে নিজের চিন্তাকে যেমন শানিত করতে হবে, তেমনি ভিন্ন চিন্তার জন্যও একটি স্পেস বা সুযোগ রাখতে হবে। এছাড়া কোন কথা বা কাজ করার সময় কেন সেটি করলাম, সে বিষয়ে নিজের কাছে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে। ডিসিশন মেকিং থাকতে হবে। এতে চিন্তার ক্ষেত্রে একটি শৃংখলা ও ভারসাম্য তৈরী হবে। কোন হঠকারিতা সেখানে স্থান পাবে না। সেই সাথে আত্মপরতা তথা নিজের মতই চূড়ান্ত ভাবার প্রবণতা থাকবে না ইনশাআল্লাহ। এ প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যায়, যেটি ইমাম শাফেঈর মন্তব্য হিসাবে প্রবাদতুল্য হয়েছে- قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول المخالف خطأ يحتمل الصواب 'আমার কথাটি সঠিক তবে তা ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে এবং বিপক্ষের কথাটি ভুল তবে তা সঠিক হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে'। এভাবে ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারা বজায় রাখলে পারস্পারিক মতভেদগুলো অনেক ক্ষেত্রেই দূর করা সম্ভব।

পরিশেষে বলব, একটি সভ্য ও সুশীল সমাজ যেমন গড়ে উঠে জ্ঞানচর্চার উপর, তেমনি জ্ঞানের সঠিক চর্চা ও প্রয়োগ নির্ভর করে সুস্থ, স্বাভাবিক ও গঠনমূলক চিন্তাধারার উপর। সেজন্য চিন্তার মানহাজ সম্পর্কে জানা অতীব যরূরী। বিশেষত আধুনিক সমাজে যখন নানামুখী জ্ঞানচর্চার সুযোগ অবারিত হয়েছে, নানামুখী দল ও মতের সয়লাবে প্লাবিত হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র, তখন নিজের জ্ঞানচর্চাকে সঠিক পথে রাখার জন্য চিন্তার শৃংখলা ও ইস্তিকামাত ধরে রাখা অপরিহার্য। নতুবা যে কোন সময়ে বাতিলের খপ্পরে পড়ে নিজের আক্বীদা ও আমল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

আত্মমর্যাদাবোধ

আল-কুরআনুল কারীম :

١. يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ-

(১) 'তারা বলে, আমরা যদি মদীনায় ফিরতে পারি, তাহ'লে নিশ্চয়ই সম্মানিতরা নিকৃষ্টদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে। অথচ সম্মান তো কেবল আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের জন্য কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না' *(মুনাফিকুন ৬৩/৮)*।

٢. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ-

(২) 'যে ব্যক্তি সম্মান চায়, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্র জন্যই রয়েছে সকল সম্মান। তাঁর দিকেই অধিরোহন করে পবিত্র বাক্য। আর সৎকর্ম তাকে উচ্চ করে। পক্ষান্তরে যারা মন্দকর্মের চক্রান্ত করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে' *(ফাতির ৩৫/১০)*।

٣. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا-

(৩) 'যারা মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে? অথচ যাবতীয় সম্মান কেবল আল্লাহ্র জন্য' *(নিসা ৩/১৩৯)*।

٤. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ-

(৪) 'আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার মর্যাদার অহংকার তাকে পাপে স্ফীত করে তোলে। অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর নিশ্চিতভাবেই সেটা নিকৃষ্টতম ঠিকানা' *(বাক্বারাহ ২/২০৬)*।

٥. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ-

(৫) 'বস্তুতঃ তারা যেসব কথা বলে, সে সব থেকে তোমার প্রতিপালক মহা পবিত্র, যিনি সকল সম্মানের মালিক' *(ছফফাত ৩৭/১৮০)*।

হাদীছে নববী :

٦. عَنْ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلاً. قَالَتْ فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ. فَقُلْتُ وَمَا لِى لاَ يَغَارُ مِثْلِى عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ مَعِىَ شَيْطَانٌ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّى أَعَانَنِى عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ.

(৬) নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নিকট থেকে বের হলেন। তিনি বলেন, এতে আমার মনে কিছুটা ঈর্ষা জাগল। অতঃপর তিনি এসে আমার অবস্থা দেখে বললেন, হে আয়েশা! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি ঈর্ষা পোষণ করছ? উত্তরে আমি বললাম, আমার মত মহিলা আপনার মত স্বামীর প্রতি কেন ঈর্ষা করবে না? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার শয়তান কি তোমার নিকট এসে উপস্থিত হয়েছে? তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথেও কি শয়তান রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। অতঃপর আমি বললাম, প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি শয়তান রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও কি রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও। তবে আল্লাহ তা'আলা তার মুকাবিলায় আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এখন তার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।[১]

٧. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ-

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করেন এবং মুমিনগণও স্বীয় আত্মমর্যাদা প্রকাশ করে। আল্লাহ্র আত্মমর্যাদায় আঘাত আসে যখন মুমিন আল্লাহ কর্তৃক হারাম কর্মে অগ্রসর হয়।[২]

(৮) মুগীরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) বলেছেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন পরপুরুষকে দেখি তবে আমি তাকে তরবারীর ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব। তার এ উক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে

১. *মুসলিম হা/২৮১৫; মিশকাত হা/৩৩২৩।*
২. *বুখারী হা/৫২২৩; মুসলিম হা/২৭৬১।*

পৌঁছল। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি সা'দ এর আত্মমর্যাদাবোধে আশ্চর্য হচ্ছ? আমি ওর থেকে অধিক আত্মসম্মানী। আর আল্লাহ আমার থেকেও অধিক আত্মসম্মানের অধিকারী। আল্লাহ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হবার কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনীয় (যাবতীয়) অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। অক্ষমতা প্রকাশকে আল্লাহ্র চেয়ে অধিক পসন্দ করেন এমন কেউই নেই। আর এজন্য তিনি ভীতি প্রর্শনকারী ও সুসংবাদদাতাদেরকে পাঠিয়েছেন। আত্মপ্রশংসা আল্লাহ্র চেয়ে অধিক কারো কাছে প্রিয় নয়। তাই তিনি জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। ওবাইদুল্লাহ ইবন আমর বর্ণনা করে আব্দুল মালেক থেকে, আর তিনি বলেন, আল্লাহ্র চেয়ে অধিক মর্যাদাশীল সত্ত্বা আর কেউ নেই।[৩]

৯. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ... فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا. ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِىَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِىَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا-

(৯) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন রাসূল (ছাঃ) লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন। ... এরপর তিনি বলেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমুহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করবে। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে এবং ছালাত আদায় করবে ও ছাদাক্বা প্রদান করবে।

এরপর তিনি আরো বললেন, হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্র কোন বান্দা যিনা করলে কিংবা কোন নারী যিনা করলে, আল্লাহ্র চাইতে বেশী অপসন্দকারী কেউ নেই। হে উম্মাতে মুহাম্মদী! আল্লাহ্র কসম, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তা হলে তোমরা অবশ্যই কম হাঁসতে ও বেশি কাঁদতে। ।[৪]

১০. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِى فِى الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ-

(১০) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম। দেখলাম, আমি জান্নাতে অবস্থিত। হঠাৎ দেখলাম এক মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে ওযূ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার? তারা উত্তরে বললেন, উমরের। তখন তাঁর (উমরের) আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার স্মরণ হল। আমি পেছনের দিকে ফিরে চলে আসলাম। এ কথা শুনে উমর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সম্মুখে কি আমার মর্যাদাবোধ থাকতে পারে?[৫]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, আত্মমর্যাদাবোধ হলো প্রতিযোগিতামূলক কাজে মনের আবেগ ও ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যমে নিজের বৈশিষ্ট্য তথা আত্মমর্যাদাকে ফুটিয়ে তোলা। বিশেষ করে দু'জন স্ত্রীর মাঝে বিষয়টি বেশী পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ এটি আদম সন্তানের নিজস্ব অধিকার আদায়ের সৃষ্টিগত প্রক্রিয়া'।[৬]

২. জনৈক মনীষী বলেন, যার গাইরাত তথা আত্মমর্যাদাবোধ নেই তার কোন সম্মান নেই।[৭]

৩. ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, গাইরাত বা আত্মমর্যাদাবোধ হলো মানবীয় গুণের পূর্ণাঙ্গতার প্রতীক।[৮]

৪. কাফাবী (রহঃ) বলেন, আত্মমর্যাদা হ'ল অন্যের বৈধ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা, যা ব্যক্তির মধ্যে অসন্তোষের উদ্রেক করে।[৯]

৫. ইবনু হাযাম (রহঃ) বলেন, আত্মমর্যাদা সমুন্নত হলে ভালবাসা সমুন্নত হয়।[১০]

সারবস্তু :

১. গাইরাত বা আত্মমর্যাদা দ্বারা আত্মসম্মানবোধ সংরক্ষণ এবং অন্যায়-অপকর্ম থেকে নিজেকে হেফাযত করা যায়।

২. গাইরাত একজন ব্যক্তির প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সমুন্নতকারী।

৩. গাইরাতের ফলে সমাজে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয় এবং অশালীন অপসংস্কৃতি দূরীভূত হয়।

৪. গাইরাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নির্দশনাবলী এবং হুদুদ বা সীমারেখার প্রতি সম্মানবোধকে অক্ষুণ্ন রাখা যায়।

৫. সুন্দও ও সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে গাইরাত তথা আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ একান্ত যরূরী নিয়ামক। এতদ্ব্যতীত আর্দশিক সমাজ এবং অসভ্য সমাজের মাঝে মূলত কোন পার্থক্য সূচিত হয় না।

---

৩. বুখারী হা/৭৪১৬; মিশকাত হা/৩৩০৯।
৪. বুখারী হা/১০৪৪; মিশকাত হা/১৪৮৩।
৫. বুখারী হা/৩২৪২; ইবনু মাজাহ হা/১০৭।
৬. ফাৎহুল বারী ৯/৩২০ পৃ.।
৭. মুহাযারাতুল উদাবা ২/২৫৫ পৃ.।
৮. শারহু নববী আলা ছহীহ মুসলিম ৪/১২৫ পৃ.।
৯. আল-কুল্লিয়াত ৬৭১ পৃ.।
১০. মুদাউয়াতুন নুফুস ১/৫৫ পৃ.।

www.tawheederdak.com

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি ঈমান

- আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৫ম কিস্তি)

البعث (পুনরুত্থান) :

পুনরুত্থান একটি অবশ্যম্ভাবী ও আক্বীদাগত বিষয়। জীবন লাভের পর যে মৃত্যুবরণ করেছে তার পুনরুত্থান ঘটবেই। ইবনু হাযার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'البعث হ'ল মৃত্যুর পরের জীবন, যা কবর থেকে বের হওয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হবে'।[১] মৃত্যুর পর বারযাখী তথা কবরের জীবন শেষে রূহ-শরীরের সংযোগে পূর্ব অবয়বে উত্থিত হওয়া। সেই দিন জীব-জন্তুর বিচার ফায়ছালার পর তারা মাটিতে পরিণত হবে। তারপর মানবকুলের হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। আর এতে বিশ্বাস রাখা ঈমানের একটি শাখা, যা প্রত্যেক মুমিনের জন্য যরূরী। পবিত্র কুরআনে কয়েকটি শব্দে পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন-

(১) المعاد (উৎপত্তি স্থল) :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ 'নিশ্চয়ই যিনি তোমার উপর কুরআনকে (অর্থাৎ তার প্রচার ও অনুসরণকে) ফরয করেছেন। তিনি অবশ্যই তোমাকে তোমার উৎপত্তিস্থলে ফিরিয়ে আনবেন' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৫)*।

(২) النُّشُورُ (পুনরুত্থান) :

মহান আল্লাহ বলেন, وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ 'আল্লাহই বায়ু প্রবাহিত করেন। অতঃপর তা মেঘমালা সঞ্চার করে। অতঃপর আমরা তাকে মৃত ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর তদ্বারা ঐ ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পরে জীবিত করি। এভাবেই হবে (তোমাদের) পুনরুত্থান' *(ফাতির ৩৫/৯)*।

(৩) الْخُرُوجُ (উত্থান ঘটা বা বহির্গত হওয়া) :

মহান আল্লাহ বলেন, وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ 'আর আমি পানি দ্বারা মৃত শহর সঞ্জীবিত করি। এভাবেই উত্থান ঘটবে' *(ক্বফ ৫০/১১)*।

পুনরুত্থানের পূর্বে সকল কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে শুধুমাত্র আল্লাহ অবশিষ্ট থাকবেন *(রহমান ৫৫/২৭)*। তারপর সবকিছুরই পুনর্জন্ম ঘটবে। নিম্নে সেগুলোর বর্ণনা করা হলো।

জীবের জীবন লাভ :

দুনিয়ার প্রতিটি জীব যারা বসবাস করেছিল তারা পুনরায় জীবন লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ- ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ- 'আর যখন তোমরা বলেছিলে হে মূসা! আমরা কখনোই তোমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করব না, যতক্ষণ না আল্লাহকে আমরা প্রকাশ্যে দেখতে পাব। তখন বজ্র তোমাদের পাকড়াও করল, যা তোমরা প্রত্যক্ষ করেছিলে'। 'অতঃপর আমরা তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম তোমাদের মৃত্যুর পর। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' *(বাক্বারাহ ২/৫৫-৫৬)*।

আসমানের পুনর্সৃষ্টি :

মহান আল্লাহ বলেন, أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ 'যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের মত মানুষকে সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ (অবশ্যই সক্ষম)। তিনি মহা স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ' *(ইয়াসীন ৩৬/৮১)*।

মৃত পৃথিবীর পুনর্জন্ম :

মহান আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 'তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী হিসাবে বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন ঐ বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালাকে বহন করে আনে, তখন আমরা তাকে কোন নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে হাঁকিয়ে নেই। অতঃপর ওটা থেকে বারি বর্ষণ করি। অতঃপর তার মাধ্যমে সকল প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি। এভাবেই আমরা (ক্বিয়ামতের দিন) মৃতদের জীবিত করব। এ থেকে সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে' *(আ'রাফ ৭/৫৭)*।

পুনরুত্থান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) থেকেও বেশ কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الإِيمَانُ قَالَ الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ

১. *ফাৎহুল বারী ১১/৩৯৩ পৃ.।*

www.tawheederdak.com

وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ– একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনসমক্ষে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'ঈমান কি?' তিনি বললেন, 'ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (ক্বিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।[২]

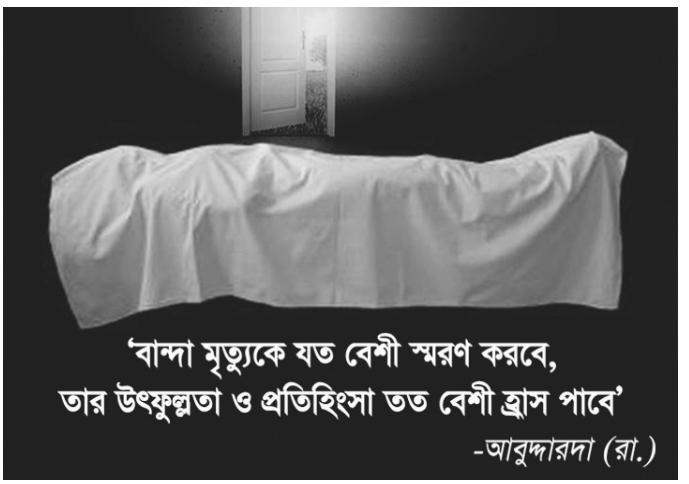

অপর হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهم قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا– আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরাফাতে অবস্থানরত থাকাকালীন হঠাৎ তার উটনী থেকে পড়ে যায়। এতে তার ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেছেন, তাঁর ঘাড় মটকিয়ে দিল (এতে সে মারা যায়)। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু'কাপড়ে তাঁকে কাফন দাও। তাঁকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তাঁর মাথা ঢাকবে না। কেননা, ক্বিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উত্থিত হবে'।[৩]

ইস্রাফীল (আঃ) যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন তখন সকলেই কবর হতে দ্রুত বের হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ 'আর যখন শিঙ্গায় ফুঁকে দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে উঠে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে আসবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৫১)*।

আর পুনরুত্থান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَىْءٌ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهْوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'এরপর আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। এতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে, যেমনি বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হয়। তখন মেরুদণ্ডের হাড় ছাড়া মানুষের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পচে গলে শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন ঐ হাড়-খণ্ড থেকেই পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করা হবে'।[৪]

পূর্বাকৃতিতে প্রত্যাবর্তন :

মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ 'তুমি বলে দাও, ঐগুলিকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে সুবিজ্ঞ' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৯)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 'তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ, বস্তুতঃ আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই, তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(রূম ৩০/২৭)*।

পুনরুত্থানে অস্বীকারকারীদের পরিণাম :

পুনরুত্থানে অস্বীকার করা কুফুরী। যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে কাফের। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 'যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল তাদের এই কথা যে, যখন আমরা মরে মাটি হয়ে যাব, তখনও কি ফের নতুনভাবে সৃষ্ট হব? ওরা ওদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে। আর ওদেরই গলদেশে থাকবে লোহার বেড়ী। ওরা হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(রা'দ ১৩/৫)*।

মূলতঃ মক্কার কাফেররা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত।[৫] সাথে সাথে গ্রীক ও হিন্দুস্তানীরাও একই মত পোষণ করত।[৬]

---

২. বুখারী হা/৫০।
৩. বুখারী হা/১২৬৫।
৪. বুখারী হা/৪৯৩৫।
৫. আল-মিলাল ওয়ান নাহাল ২/২৪০ পৃ.।

তাদের বিশ্বাসকে রদ করে মহান আল্লাহ বলেন, زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ‘কাফিররা ধারণা করেছিল যে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। বল, ‘হ্যাঁ, আমার রবের শপথ, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে, অতঃপর তোমরা যা আমল করেছিলে তা অবশ্যই তোমাদের জানানো হবে। আর এটি আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ’ *(তাগাবুন ৬৪/৭)*।

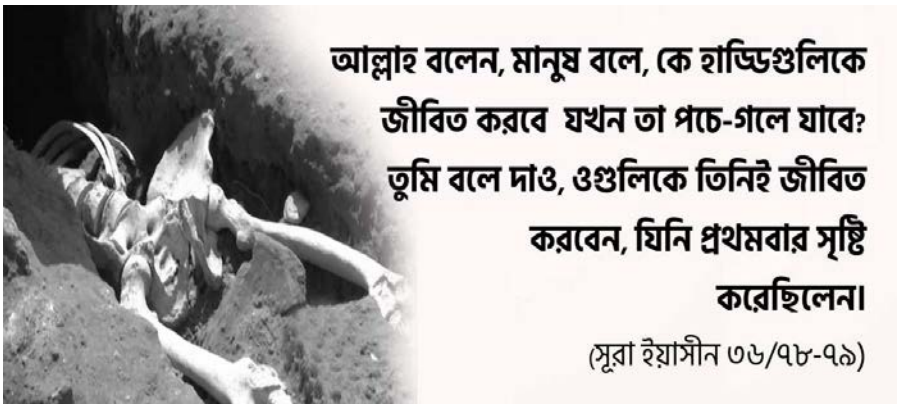

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ- قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ- الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ- أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ- إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ-فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ- ‘আর সে আমাদের সম্পর্কে নানাবিধ উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি বিষয়ে ভুলে যায়। সে বলে, হাড্ডিগুলিকে যে জীবিত করবে যখন তা পচে-গলে যাবে? ‘তুমি বলে দাও, ঐগুলিকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে সুবিজ্ঞ’। ‘যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন। অতঃপর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালিয়ে থাক’। ‘যখন তিনি কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে কেবল বলে দেন, হও। অতঃপর তা হয়ে যায়’। ‘অতএব (সকল প্রকার শরীক হ’তে) মহা পবিত্র তিনি, যার হাতে রয়েছে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(ইয়াসীন ৩৬/৭৮-৮৩)*।

৬. *আল জাওয়াবুছ ছহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ ৬/১১পৃ.।*

الحشر। (হাশর) :

হাশর আরবী শব্দ যার অর্থ হলো সমাবেশ, ভীড়’।[৭] আর এটা ক্বিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে’।[৮] পারিভাষিক অর্থ হ’ল, ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির একটি সমাবেশস্থলে একত্রিত হওয়াকে হাশর বলে।

হাশর সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র বলেন, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ‘আমরা তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন সমবেত করব মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির করে। তাদের ঠিকানা হ’ল জাহান্নাম। যখনই তা স্তিমিত হবে, তখনই আমরা তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দেব’ *(বনী ইস্রাঈল ১৭/৯৭)*।

হাশর সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, عَنِ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ- আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘মানুষকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তো পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। তিনি বললেন, এইরূপ ইচ্ছা করার চাইতেও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা’।[৯]

অপর হাদীছে বলা হয়েছে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) أَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ- ‘ইবন আব্বাস

৭. *ড. ফজলুর রহমান, আল-মু‘জামুল ওয়াফী (ঢাকা : ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৭), ৩৩৯ পৃ.।*
৮. *আল-মুফরাদাত ১২০ পৃ.।*
৯. *বুখারী হা/৬৫২৭।*

www.tawheederdak.com

(রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, উপদেশ সম্বলিত ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্র সামনে খালি পা এবং নগ্নদেহ অবস্থায় উপস্থিত হবে। যেমন প্রথম দিন শুরু করেছিলাম, তেমনি তার পুনরাবৃত্তি করবো। এটা আমার একটা ওয়াদা, তা পালন করা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আমি তা পালন করবই। সাবধান, ক্বিয়ামতের দিন সবার মাঝে সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আঃ)-কে পোশাক পরানো হবে'।[১০]

হাশরের ময়দান :

মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 'যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং পরিবর্তিত হবে আকাশমণ্ডলী। আর মানুষ মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ– সাহল ইবন সাঈদ (রা) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে এমন স্বচ্ছ শুভ্র সমতল যমীনের উপর একত্রিত করা হবে যেমন সাদা গমের রুটি স্বচ্ছ-শুভ্র হয়ে থাকে। সাহল বা অন্য কেউ বলেছেন, তার মাঝে কারও কোন কিছুর চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে না'।[১১]

হাশরের ময়দানে সৃষ্টিজীবের অবস্থা :

(১) কাফেরদের অবস্থা :

হাশরের ময়দানে কাফেররা তাদের মুখের উপর ভর করে উপস্থিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا 'আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সেই-ই সুপথ প্রাপ্ত হয়। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তাদের জন্য তাঁকে ব্যতীত কাউকে বন্ধু হিসাবে পাবে না। আমরা তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন সমবেত করব মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির করে। তাদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। যখনই তা স্তিমিত হবে, তখনই আমরা তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দেব' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/৯৭)*। আর সেদিন মন্দ পিপাসার্ত লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا 'আর পাপীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেব' *(মারিয়াম ১৯/৮৬)*।

(২) অহংকারী ব্যক্তির অবস্থা :

অহংকারী ব্যক্তিরা হাশরের ময়দানে উপস্থিত হ'লে অপমান-লাঞ্ছনা তাদেরকে ঘিরে রাখবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِى صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِى جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْخَبَالِ. 'ক্বিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে মানুষের আকৃতিতে পিপীলিকার ন্যায় একত্রিত করা হবে। সব দিক থেকে লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে। জাহান্নামের 'বূলাস' নামীয় বন্দীখানায় তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কঠিন অগ্নি তাদের গ্রাস নিবে। জাহান্নামীদের পূতিগন্ধময় পূঁজ-রক্ত ইত্যাদি তাদের পান করানো হবে'।[১২]

(৩) মুত্তাকী ব্যক্তিদের অবস্থা :

মুত্তাকীরা সেই দিন সম্মানের সাথে জান্নাতের মেহমানরূপে উপস্থিত হবেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا 'সেদিন আমরা আল্লাহভীরুদেরকে দয়াময়ের নিকট মেহমানরূপে সমবেত করব' *(মারিয়াম ১৯/৮৫)*।

(৪) পশু-পাখি, চতুষ্পদ জন্তুর উপস্থিতি :

এবিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ 'যেদিন বন্যপশুদের একত্রিত করা হবে' *(তাকভীর ৮১/৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ 'পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণী এবং দু'ডানায় ভর করে আকাশে সন্তরণশীল সকল পাখি তোমাদেরই মত একেকটি সম্প্রদায়। (তাদের হেদায়াতের বিষয়ে) কোন কিছুই আমরা এই কিতাবে বলতে ছাড়িনি। অতঃপর তাদের সকলকে তাদের প্রতিপালকের কাছে সমবেত করা হবে' *(আন'আম ৬/৩৮)*।

(ক্রমশঃ)

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও সভাপতি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া শাখা]

১০. *মুসলিম হা/২৮৬০ (৫৮)।*
১১. *বুখারী হা/৬৫২১।*
১২. *তিরমিযী হা/২৪৯২।*

ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ

-আবুল কালাম

(৫ম কিস্তি)

দান-ছাদাক্বার ফযীলত :

আল্লাহ্কে সন্তুষ্টি করার অন্যতম একটি বড় মাধ্যম ছাদাক্বা করা। গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয়ভাবে দান-ছাদাক্বা করা যায়। তবে গোপনে দানের নেকী বেশী। দানের মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি দূরীভুত হয়। গোপনে দানের মাধ্যমে আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করা যায়। নিম্নে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দান ছাদাক্বার গুরুত্ব ও ফযীলত উল্লেখ করা হল।

কুরআনের আলোকে :

পবিত্র কুরআনে অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ দানের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ– ‘তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ইমান আনো, আর তিনি তোমাদেরকে যে বস্তুর উত্তরাধিকারী করেছেন তাকে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে আর ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে বিরাট প্রতিফল’ *(হাদীদ ৫৭/৭)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ‘হে মু‘মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা হতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার মনস্থ কর না ,যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহন কর না, এবং তোমরা জেনে রেখ আল্লাহ মহান সম্পদশালী, প্রশংসিত’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ‘হে মুমিনগন! অধিকাংশ (ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের) আলিম ও ধর্মযাজক মানুষের ধন–সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষন করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কওে না, তুমি তাদের যন্ত্রনাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ দাও’ *(তওবা ৯/৩৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى– وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى– فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى– وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى– وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى–فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى– وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى– ‘অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য) দান করে এবং (আল্লাহকে) ভয় করে। আর উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে। আমি তার জন্য চলার পথ সুগম করে দিব। আর যে ব্যক্তি কৃপনতা করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পুর্ণ মনে করে। আর উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে। আমি তার জন্য কঠিন পথে চলা সুগম করে দেব। আর তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন সে অধঃপতিত হবে’ *(লাইল ৯২/৫-১১)*।

দানের প্রতিদান সাতগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়ে থাকে। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ– ‘যারা আল্লাহর পথে তার সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করে সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য আরও বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ’ *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*।

দানের মাধ্যমে সৎ কর্মশীল বান্দা হওয়া যায়। মানুষ মরণের সময় দান করার জন্য আল্লাহ্র নিকট সময় চাইবে। কিন্তু তখন আর সুযোগ থাকবে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন মৃত্যু আসার পূর্বেই দান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ– ‘আর আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূবে। কেননা সে তখন বলবে, হে আমার রব! যদি আপনি আমাকে আরো কিছুকাল পর্যন্ত অবকাশ দিতেন, তাহলে আমি দান ছাদাক্বা করতাম। আর সৎ লোকদের অন্ত র্ভূক্ত হতাম’ *(মুনাফিকুন ৬৩/১০)*।

দানকারী ব্যক্তি যদি দানগ্রহীতাকে খোটা দিয়ে কষ্ট না দেয় তাহলে তার দানের প্রতিদান আল্লাহ্র নিকট নির্ধারিত আছে। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ- قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ- 'যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে নিজেদের দানের কথা মনে করিয়ে দেয় না আর দানগ্রহীতাকে কষ্ট দেয় না, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট নির্ধারিত আছে। তাদের কোন ভয় নেই, মর্মপীড়াও নেই' *(বাক্বারাহ ২/২৬২)*।

আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করাকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন যাতে কোন দিন লোকসান হবে না। অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ তারই পথে খরচ করলে আখেরাতে তিনি পূর্ণ প্রতিফলন দিবেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ-

'যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে আর আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রত্যাশা করে যাতে কখনো লোকসান হবে না' *(ফাতির ৩৫/২৯)*।

দানের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয় এবং পরকালে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ- 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তাও উত্তম আর যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং তা অভাবগ্রস্থদেরকে দান কর, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। অধিকন্তু তিনি তোমাদের গুনাহসমূহের কিছু অংশ ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা করছ আল্লাহ তার খবর রাখেন। তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসা তোমাদের দায়িত্ব নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তা তোমাদের জন্যই এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করে থাক এবং যা কিছু তোমার মাল হতে ব্যয় করবে, তোমাদেরকে তার প্রতিফল পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭১-২৭২)*।

দান-ছাদাক্বাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাগানের সাথে তুলনা করেছেন। উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বাগানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলে যেমন দ্বিগুণ ফল ধরে তেমনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও ঈমানের দৃঢ়তা সাধনের জন্য দান করলে দ্বিগুণ প্রতিফল পাওয়া যায়। যেমন- وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ- 'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও নিজেদের মনে (ঈমানের) দৃঢ়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন ব্যয় করে থাকে তাদের তুলনা সেই বাগানের ন্যায় যা উচ্চভূমিতে অবস্থিত। তাতে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে দ্বিগুণ ফল ধরে, যদি তাতে বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে শিশির বিন্দুই যথেষ্ট। তোমরা যা কিছুই কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা' *(বাক্বারাহ ২/২৬৫)*।

অপরদিকে আল্লাহ ঐ দান-ছাদাক্বাকারীর প্রতি হুঁশিয়ারী দিয়েছেন, যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-ছাদাক্বা করে। যদি দানের কথা বলে দানগ্রহীতাকে খোঁটা দেয়া হয় তবে সে দান ব্যর্থ। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ- 'হে ইমানদারগণ! দানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা নিজেদের দান খয়রাতকে সে ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করে দিও না, যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে, অথচ সে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়। তার তুলনা সেই মসৃণ পাথরের মত যাতে সামান্য কিছু মাটি আছে। তারপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিস্কার করে ফেলে। তারা স্বীয় কৃতকার্যের ফল কিছুই পাবে না, আল্লাহ কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারা-২/২৬৪)*।

হাদীছের আলোকে :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দান-ছাদাক্বা করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি নিজের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা রাখা পছন্দ করতেন না। এমনকি যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা তার কাছে থাকত তবে নিজের

প্রয়োজনীয় অংশ বাদে তা তিনদিনের মধ্যে দান ছাদাক্বা করাকে তিনি ভালো মনে করতেন।

দাতার জন্য ফেরেশতারা দো'আ করেন কল্যাণের। আর কৃপণের জন্য ফেরেশতারা দো'আ করে অকল্যাণের। দানের মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। জান্নাত লাভে সফলকাম হওয়া যায়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ نُودِىَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عَلَى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ . وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ হতে কোন জিনিসের জোড়া (দু-গুণ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তার পথে ছাদাক্বা করবে জান্নাতের সবগুলো দরজা দিয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। আর জান্নাতের অনেক (আটটি) দরজা আছে। যে ব্যক্তি ছালাত আদায়কারী হবে, তাকে বাবুছ ছালাত হ'তে ডাকা হবে। যে আল্লাহ্ও পথে জিহাদ করবে তাকে ডাকা হবে বাবুল জিহাদ হতে। দান-ছাদাক্বাকারীকে ডাকা হবে বাবুছ ছাদাক্বাহ দিয়ে। যে ব্যক্তি ছিয়ামপালনকারী হবে, তাকে বাবুর রাইয়ান দিয়ে ডাকা হবে। একথা শুনে আবু হুরায়রা (রাঃ) জানতে চাইলেন যে ব্যক্তিকে এসব দরজার কোন একটি দরজা দিয়ে ডাকা হবে, তাকে অন্য কোন দরজা দিয়ে ডাকার প্রয়োজন হবে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হ্যাঁ। আর আমি আশা করি তুমি তাদেরই একজন হবে।[১]

সম্পদশালী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হবে, যদি না সে দান-ছাদাক্বা করে। চতুপার্শে যেসব অভাবী লোক আছে তাদেরকে দান-ছাদাক্বা করার মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা লাভ করা যায়। দানের মাধ্যমে সফলকাম হওয়া যায়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ- هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ- قُلْتُ مَا شَأْنِى أَيُرَى فِىَّ شَىْءٌ مَا شَأْنِى فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهْوَ يَقُولُ ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ ، وَتَغَشَّانِى مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً ، إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট গেলাম। এসময় তিনি কাবার ছায়ায় বসে ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, কাবার রবের কসম! এসব লোক ক্ষতিগ্রস্ত! আমি আরয করলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, এসব লোক কারা? তিনি বললেন, যাদের ধন-সম্পদ বেশী তারা। তবে তারা এর মধ্যে গণ্য নয়, যারা এরূপ করে, এরূপ করে, এরূপ করে। অর্থাৎ নিজের আগে-পিছে, ডানে বামে, নিজের মাল খরচ করে। এমন লোকের সংখ্যা কম।[২]

আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে যদি আমরা আল্লাহর রাস্তায় বেশী ব্যয় করি, আল্লাহ তার বিনিময় আমাদের দান করবেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ 'হে আদম সন্তান! ধন-সম্পদ দান কর, তোমাকেও দান করা হবে।[৩]

আল্লাহ্র রাস্তায় সম্পদ খরচ করা বরকতময় কাজ। ইখলাছের সাথে ছাদাক্বাকারীদের উপর আল্লাহ্র রহমত হবে, বরকতের বারিধারায় তিনি সিক্ত হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِى سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ-تَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِى حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِى حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلاَنٌ. لِلاِسْمِ الَّذِى سَمِعَ فِى السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِى عَنِ اسْمِى فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ صَوْتًا فِى السَّحَابِ الَّذِى هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ لاِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّى أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِى ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ 'এক ব্যক্তি বিরান মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় মেঘমালার মধ্যে সে একটি আওয়াজ শুনতে পেল। কেউ মেঘমালাকে বলছে, অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ কর। মেঘমালাটি সেদিকে সরে গিয়ে একটি কংকরময় ভূমিতে পানি বর্ষণ করতে লাগল। তখন দেখা গেল, ওখানকার নালাগুলোর একটি সব পানি নিজের মধ্যে পুরে নিচ্ছে। তারপর এ ব্যক্তি ওই পানির

১. *বুখারী হা/১৮৯৭; তিরমিযী/৩৬৭৪; মিশকাত হা/১৮৯৭।*

২. *বুখারী হা/৬৬৩৮; মুসলিম হা/৯৯০; তিরমিযী হা/৬১৭; মিশকাত হা/১৮৬৮।*

৩. *বুখারী হা/৫৩৫২, মুসলিম হা/৯৯৩, মিশকাত হা/১৮৬২।*

পেছনে চলতে থাকল যেন সে দেখতে পায় এসব পানি যার বাগানে গিয়ে পৌঁছে, সে ব্যক্তি কে? হঠাৎ করে সে এক লোককে দেখতে পেল, যে নিজের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে সেচ দিয়ে (বাগানে) পানি দিচ্ছে। সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা। তোমার নাম কি? সে ব্যক্তি বলল আমার নাম অমুক। এ ব্যক্তি ঐ নামই বলল, যে নাম মেঘমালা থেকে শুনেছিল। তারপর বাগানের লোকটি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমাকে নাম জিজ্ঞেস করছ কেন? সে বলল, এজন্য জিজ্ঞেস করছি যে, এ পানি যে মেঘমালার, সেই মেঘমালা থেকে আমি একটা আওয়াজ শুনেছি। কেউ বলছিল, অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ কর। আর সেটি তোমার নাম। এ বাগান দিয়ে তুমি কি করেছ (যার দরুণ তুমি এত বড় মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছ)? বাগানওয়ালা বলল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছ, তাই আমি বলছি। এ বাগানে যা উৎপাদিত হয় আমি তার প্রতি লক্ষ্য রাখি। তারপর তা হতে এক-তৃতীয়াংশ আল্লাহর পথে খরচ করি, এক-তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার খাই, অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ এ বাগানে লাগাই।[৪]

সুস্থ সবল অবস্থায় যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদের প্রতি প্রবল লোভকে সংবরণ করে, দান ছাদাক্বা কওে, সেটাই আল্লাহর নিকটে সর্বোত্তম দান হিসাবে গণ্য হবে। রোগাক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় দান করার চাইতে সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় দানের গুরুত্ব বেশী। এ মর্মে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কোন দান মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ– ‘তুমি যখন সুস্থ-সবল থাক এবং সম্পদের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে, দারিদ্রের ভয় কর, ধন-সম্পদের মালিক হতে চাও। আর প্রান ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় দান করার অপেক্ষা করবে না। কারণ তখন তুমি বলতে থাকবে, এ মাল অমুকের, এ মাল অমুকের এবং এ মাল অমুকের। ততক্ষণে মালের মালিক অমুক হয়ে গেছে।[৫] দান করলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বহুগুণ প্রতিদান দেন। তবে শর্ত হচ্ছে হালাল উপার্জন হ’তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ – وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ – وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ – ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ– ‘যে ব্যক্তি বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ থেকে একটি খেজুর সমান ছাদাক্বাহ করবে এবং আল্লাহ তা‘আলা বৈধ ব্যতীত কোন কিছু কবুল করেন না। তাই বৈধ সম্পদ থেকে ছাদাক্বা করলে আল্লাহ তা‘আলা তা ডান হাতে কবুল করেন। অতঃপর এ ছাদাক্বা দানকারীর জন্য এভাবে লালন-পালন করেন যেভাবে তোমরা ঘোড়ার বাছুর লালন-পালন করে থাক। এমনকি এ ছাদাক্বা অথবা এর নেকি একসময় পাহাড়ের মতো হয়ে যায়।[৬]

কৃপণতা করে যে ব্যক্তি ছাদাক্বা করবে না, কৃপণতাই তাকে ধ্বংস করবে। ফেরেশতারাও কৃপণ ব্যক্তির ধ্বংস কামনা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ‘যুলুম থেকে বেঁচে থাকবে, কারণ ক্বিয়ামতের দিন যুলুম অন্ধকারের ন্যায় গ্রাস করবে। আর কৃপণতা হ’তে বেঁচে থাকবে, কারণ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। এ কৃপণতাই তাদেরকে প্ররোচিত করেছে রক্তপাতের জন্য এবং হারাম কাজকে হালাল করার জন্য’।[৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ‘প্রতিদিন সকালে দু’জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন’।[৮]

অতএব দান-ছাদাক্বা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। দানের মাধ্যমে সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং পারস্পারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

(ক্রমশঃ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

৪. *মুসলিম হা/২৯৮৪; মিশকাত হা/১৮৭৭।*
৫. *বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৮৬৭।*
৬. *বুখারী হা/১৪১০; মুসলিম হা/১০১৪; মিশকাত হা/১৮৮৮।*
৭. *মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।*
৮. *বুখারী হা/১৪৪২; মিশকাত হা/১৮৬০।*

জামা‘আতবদ্ধ জীবন-যাপনের সুফল

--লিলবর আল-বারাদী

ভূমিকা : মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজ ও সামাজিকতার বলয়ে বসবাসে মানুষ অভ্যস্ত। ফলে জামা‘আতী যিন্দেগীর বাস্তব ও অকৃত্রিম বন্ধনে পরস্পর পরস্পরে জড়িয়ে রয়েছে। জামা‘আতের শাব্দিক উৎস সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْجَمَاعَةُ هِيَ الاجْتِمَاعُ وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ؛ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ ‘জামা‘আত হ’ল সমাজবদ্ধতা। এর বিপরীত হ’ল বিচ্ছিন্নতা। যদিও জামা‘আত শব্দটি স্বয়ং ঐক্যবদ্ধ জাতির নামে পরিণত হয়েছে’।[১] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ ‘বিদ্বানগণের নিকটে জামা‘আতের ব্যাখ্যা হ’ল তারা হ’লেন আহলুল ফিক্হ, আহলুল ইলম ও আহলুল হাদীছ’।[২]

জামা‘আত হ’ল বিশেষত ছাহাবায়ে কেরাম। এ কথার ভিত্তিতে জামা‘আত শব্দটি অন্য একটি বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى ‘জামা‘আত হ’ল আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যার উপরে রয়েছি’।[৩] খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কাছে রাসূল (ছাঃ) বর্ণিত ‘আল-জামা‘আত’ অর্থ কি- একথা জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, اَلْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ ‘হক-এর অনুগামী দলই জামা‘আত, যদিও তুমি একাকী হও’।[৪]

মোটকথা হ’ল, জামা‘আত শব্দের ব্যাখ্যায় দু’টি অর্থই গ্রহণযোগ্য। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ‘তোমাদের উপর আবশ্যক হ’ল জামা‘আতবদ্ধভাবে বসবাস করা’।[৫] এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, এখানে দু’টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ যখন কোন কথার উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন পরবর্তীদের জন্য অন্য আরেকটি মতামত আবিস্কার করা জায়েয হবে না। দ্বিতীয় অর্থ হ’ল- তারা যখন কোন ইমামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন তার সাথে বিবাদ করা বা তার বিরোধিতা করা বৈধ হবে না।

নিম্নে দ্বিতীয় অর্থটির আলোকে জামা‘আতবদ্ধ থাকার সুফলগুলো আলোচনা করা হ’ল।

১. আল্লাহ্র আদেশ প্রতিপালন করা : মহান আল্লাহ যা আদেশ ও নিষেধ করেছেন তা মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের’ *(নিসা-৪/৫৯)*। আবার আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে কোন সৃষ্টির কথাকে প্রাধান্য দেয়া সমীচীন নয়। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘স্রষ্টার (আল্লাহ্র) অবাধ্যে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই’।[৬] মহান আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না’ *(আলে ইমরান ৩/১০২)*।

ক. আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ় ভাবে ধারণ করা : জামা‘আতবদ্ধতা মুসলিম জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করার গুরুত্ব অপরিসীম। জামা‘আতবদ্ধভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ‘তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নে‘মতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তর সমূহে মহব্বত পয়দা করে দিলেন। তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা অগ্নি গহ্বরের কিনারায় অবস্থান করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের

১. মাজমূউ ফাতাওয়া ৩/১৫৭।
২ .তিরমিযী হা/২১৬৭-এর আলোচনা।
৩. তিরমিযী হা/২৬৪১; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৩৪৩; ছহীহাহ হা/২০৪, ১৩৪৮।
৪. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক্ব, সনদ ছহীহ; হাশিয়া মিশকাত আলবানী হা/১৭৩।
৫. তিরমিযী হা/২১৬৫।
৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৯৬।

www.tawheederdak.com

জন্য স্বীয় আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

এখানে حَبْلُ اللهِ বা আল্লাহর রজ্জু বলতে পবিত্র কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَةٍ 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। এর একটি আল্লাহ্র কিতাব, যেটি 'হাবলুল্লাহ' বা আল্লাহ্র রজ্জু। যে এর অনুসরণ করবে, সে হেদায়াতের উপর থাকবে; আর যে একে ছেড়ে দিবে, সে পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে'।[৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পসন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপসন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য পসন্দ করেন যে, ১. তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। ২. তোমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ করবে ও ৩. পরস্পর বিভক্ত হবে না। আর তিনি তোমাদের জন্য অপসন্দ করেন ১. কারো সমালোচনা করা, ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. অর্থ-সম্পদ নষ্ট করা' (সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় করা)।[৮]

খ. পরস্পর মতভেদ না করা : ইহুদী-নাছারাদের মত বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ততা থেকে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ، يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ 'আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। সেদিন কতগুলি মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতক মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ' *(আলে ইমরান ৩/১০৫-১০৬)*।

ইবনু জারীর (রহঃ) তার সনদে আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণী সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا 'আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পরে মতভেদে লিপ্ত রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জামা'আত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হ'তে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদেরকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, তাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।[৯] ইবনু কাছীর (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ 'সেদিন কতগুলি মুখমণ্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতক মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*। তিনি বলেন, অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল এবং বিদ'আতী ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত ব্যক্তিদের মুখমণ্ডল হবে কালো।[১০]

যারা বিভেদ করেছে তাদের জন্যে কঠোর হুশিয়ারী দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন' *(আন'আম ৬/১৫৯)*।

গ. বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বিরত থাকা : জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কুরআনের দলীলসমূহ অভিন্ন হয়েছে। ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) তার সনদে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে নিম্নের আয়াতের ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। এর অর্থ জামা'আত'।[১১]

আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীর ব্যাপারে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেছেন, وَلاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)* 'তিনি তাদেরকে জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং দলে দলে বিভক্ত হ'তে নিষেধ করেছেন'।[১২]

২. রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা : মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল'..... *(নিসা ৪/৮০)* অন্যত্র বলেন, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

৭. মুসলিম হা/২৪০৮; মিশকাত হা/৬১৩১।
৮. আহমাদ হা/৮৭৮৫; মুসলিম হা/১৭১৫; ইবনু হিব্বান হা/৩৩৮৮; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৬৩২; আবু আ'ওয়ানা হা/৬৩৬৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৪২; ছহীহাহ হা/৬৮৫।
৯. তাফসীর ইবনে জারীর তাবারী ৩/৩৯।
১০. তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৭৬।
১১. তাফসীর ইবনে জারীর ৩/৩০।
১২. তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৭৪।

www.tawheederdak.com

'আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদেরকে অনুগ্রহ করা যায়' *(আলে ইমরান ৩/১৩২)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 'আর রাসূল তোমাদের যা দান করেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু নিষেধ করেন, তোমরা তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।

ক. ইমারতের আনুগত্য করা : আমীর, মা'মূর ও বায়'আতের মাধ্যমে গঠিত হয় শারঈ ইমারত। আর এই শারঈ ইমারতের আনুগত্য করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ জামা'আত থেকে বের হয়ে যাওয়া অর্থাৎ ইমারতকে লাঞ্ছিত করা। আর সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে লাজওয়াব অবস্থায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِيَ اللهَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ عِنْدَهُ 'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'ল এবং ইমারতকে লাঞ্ছিত করল, সে আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না'।[১৩]

খ. জামা'আতবদ্ধ জীবনে আমীরের আনুগত্যশীল থাকা : জামা'আতের আমীর এমন ব্যক্তি হবেন, যিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা লোকদের পরিচালনা করবেন। আল্লাহ্র আনুগত্য যেমন, অনুরূপ রাসূলের ও আমীরের আনুগত্য করা যরূরী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর। আনুগত্য কর রাসূলের ও আমীরের' *(নিসা-৪/৫৯)*। আমীরের অবাধ্যতা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করল। যে আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[১৪] আমীর যদিও নিম্নস্তরের ব্যক্তি হোন তবুও তাঁর আনুগত্য করতে হবে। হাদীছে এসেছে, উম্মুল হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيعُوْا 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তোমরা তার কথা শোন এবং আনুগত্য কর'।[১৫]

আমীর বিহীন বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করা নিষিদ্ধ। এমনকি তিনজন মুসলিম সফরে বের হলে তাদের একজনকে আমীর নির্ধারণ করা যরূরী। এ মর্মে রাসূল ছাঃ) বলেন, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ 'যখন তিনজন একত্রে সফরে বের হবে তখন তাদের মধ্যে একজনকে যেন তারা 'আমীর' নিযুক্ত করে নেয়'।[১৬] অন্যত্র এসেছে আমীর ব্যতীত কোথাও অবস্থান করা হালাল নয়। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ 'কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে 'আমীর' নিযুক্ত না করা পর্যন্ত'।[১৭]

জামা'আত যেমন যরূরী ঠিক তেমনি আমীর বা নেতা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ 'তোমরা মুসলমানদের জামা'আতকে এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'।[১৮] আমীরের দোষ দিয়ে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুঁশিয়ার করে বলেন, مَنْ رَاىَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে তার আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কোন কিছু লক্ষ্য করে, তাহ'লে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হ'ল, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল'।[১৯] ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা প্রমাণিত হয়েছে।[২০] এর ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, তাদের মৃত্যু হবে ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগের মানুষদের ন্যায় ভ্রষ্টতার উপরে যাদের কোন অনুসরণীয় নেতা ছিল না। কেননা তারা নেতৃত্ব সম্পর্কে জানত না। এর অর্থ এই নয় যে, তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্য

১৩. হাকেম হা/৪০৯; আহমাদ হা/২৩৩৩১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯১২৮, এ হাদীছের সনদ ছহীহ। হাকেম ও আলস্নামা যাহাবী বলেন, হাদীছ ছহীহ। শু'আইব আরনাউত বলেন, হাসান।
১৪. মুসলিম হা/৪৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৬১।
১৫. মুসলিম হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।
১৬. আবুদাঊদ হা/২৬০৮; নায়লুল আওত্বার হা/৩৮৭৩, 'আক্বযিয়াহ ও আহকাম' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।
১৭. আহমাদ হা/৬৬৪৭, হাদীছ হাসান।
১৮. বুখারী হা/৩৬০৬;১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।
১৯. বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।
২০. আহমাদ হা/৬১৬৬; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৮; মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৫১১; আবু আ'ওয়ানা হা/৭১৫৫, সনদ ছহীহ।

অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। এখানে জাহেলী অবস্থার সাথে তুলনা করাটা ধমকি দেওয়া অর্থেও হ'তে পারে ।[২১]

ইমাম নববী (রহঃ) ছহীহ মুসলিমে এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ সমূহের অধ্যায় রচনা করেছেন এভাবে باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة 'ফিৎনার আবির্ভাব ও সর্বাবস্থায় মুসলমানদের জামা'আত আঁকড়ে ধরার আবশ্যকতা এবং আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হারাম' প্রসঙ্গে অনুচ্ছেদ।[২২]

গ. জামা'আতবদ্ধ জীবনে বায়'আত গ্রহণ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে (আমীরের আনুগত্যের) বায়'আত নেই। সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[২৩] রাসূল (ছাঃ) কোন সফরে তিনজন একত্রিত হলেও যেখানে একজন আমীর নিয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন,[২৪] সেখানে ইসলামে সংঘবদ্ধতার রূপ ও প্রকৃতি অনুধাবনে মোটেও কষ্ট হওয়ার কথা নয়। শায়খ উছায়মীন যথার্থই বলেন, 'কিছু মানুষ মনে করেন যে, আজকের দিনে মুসলমানদের কোন ইমামও নেই, বায়'আতও নেই। জানি না তারা কি চান যে, মানুষ বিশৃংখলভাবে চলুক এবং তাদের কোন নেতা না থাকুক? নাকি তারা চান যে এটা বলা হোক- প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের আমীর বা নেতা?[২৫]

ঘ. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্বারোপ : অন্যত্র তিনি বলেন, اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাস রহমত স্বরূপ এবং বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস আযাব স্বরূপ'।[২৬] মুসলমান জাতি সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং সেই ঐক্যবদ্ধ জামা'আতের ওপর আল্লাহ্র হাত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্যে জাহান্নাম রয়েছে মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আর জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি (মুসলিম জামা'আত হ'তে) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জাহান্নামে গেল'।[২৭]

নাঈম ইবনু আবী হিন্দ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একদা আবু মাসঊদ কূফা নগরী হ'তে বের হয়ে বললেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلاَلَةٍ 'তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে কখনো গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[২৮]

যারা জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে তারা আল্লাহর বিশেষ রহমতের মধ্যে থাকেন। এ সম্পর্কে ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ 'জামা'আতের উপরে আল্লাহর হাত রয়েছে'।[২৯]

ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ 'তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল যে, জামা'আতবদ্ধ থাকবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে দূরে থাকবে' ।[৩০]

ঙ. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনে জান্নাতের মধ্যস্থলে বসবাস : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আতবদ্ধ হয়ে বসবাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যারা জান্নাতের মধ্যখানে বসবাসের প্রত্যাশা করে, তারা যেন জামা'আতবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। এমর্মে হাদীছে এসেছে, عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই তোমরা জামা'আতবদ্ধ হয়ে বসবাস করবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক থাকবে। কারণ শয়তান একজনের সাথে থাকে এবং দু'জন থেকে সে অনেক দূরে

২১. ইবনু হাজার, ফাৎহুলবারী ৭০৫৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা।
২২. শারহ ছহীহ মুসলিম ১২/২৩৬।
২৩. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪।
২৪. আহমাদ হা/৬৬৪৭, হাদীছ হাসান।
২৫. ইবনুল উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতি' ৮/৯।
২৬. ছহীহাহ হা/৬৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯; আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/৯৩; শু'আবুল ঈমান হা/৯১১৯; হাদীছটি হাসান পর্যায়ের।
২৭. তিরমিযী হা/২১৬৭; হাকেম হা/৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮; যিলালুল জান্নাহ হা/৮৫; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭, হাদীছটি হাসান পর্যায়ের। দ্রঃ তারাজু'আতে আলবানী হা/৮৫।
২৮. আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/৮৫; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭; ইবনু আবী শায়বা হা/৩৮৭৭০; ইবনু আবী আছেম হা/৭৩; আত-তালখীছুল হাবীর ৩/১৪১।
২৯. তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭; মিশকাত হা/১৭৩; হাদীছ ছহীহ।
৩০. তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৮৭; আহমাদ হা/১১৪; ইবনু হিববান হা/৪৫৭৬; ছহীহাহ হা/৪৩০।

www.tawheederdak.com

থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন অবশ্যই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করে'।[৩১]

৩. জামা'আতবদ্ধতা একটি সামাজিক শক্তি : জামা'আতবদ্ধতা একটি দেহের মত, যদি সেখানে মুমিন বান্দা সমাবেত থাকেন। আর এমর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِى تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى 'তুমি মুমিনদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়'।[৩২] তিনি আরও বলেন, الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ- 'সকল মুমিন এক ব্যক্তির ন্যায়, যখন তার মাথা অসুস্থ হয় তখন তার সমস্ত দেহ অসুস্থ হয় এবং যখন তার চোখ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত দেহ অসুস্থ হয়'।[৩৩]

মুমিন বান্দা পরস্পর সহযাত্রী হয়ে একটি গৃহের মত সুদৃঢ় থাকবে মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. 'একজন মুমিন আর একজন মুমিনের জন্য এক গৃহের মত, যার একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় রাখে। অতঃপর তিনি এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করালেন'।[৩৪]

জামা'আতবদ্ধ সকল মুসলমান পরস্পর পরস্পরের ভাই ভাই। সুতরাং সে অপর ভাইয়ের নিকটে সুরক্ষিত থাকবে। এই মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَيَظْلِمُهُ، وَلاَيَخْذُلُهُ، وَلاَيَحْقِرُهُ، اَلتَّقْوَى هَهُنَا وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يُّحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে হীন মনে করবে না। 'তাক্বওয়া' (আল্লাহভীতি) এখানে। একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বক্ষের দিকে ইংগিত করলেন। তিনি আরো বলেন, কোন ব্যক্তির মন্দ কাজ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের কোন মুসলমান ভাইকে হেয় জ্ঞান করে। বস্তুতঃ একজন মুসলমানের সবকিছুই অপর মুসলমানের জন্য হারাম। তার জান, মাল ও সম্মান'।[৩৫]

আর এই মুমিন ভাইদের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ মুমিন বান্দারা একতা ও জামা'আতবদ্ধতার ওপর অবিচল থাকবে। কিন্তু কোন বান্দা গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারবে না। সুতরাং সকল প্রকার গোমরাহীর উপরে উম্মাতে মুহাম্মাদী তথা আহলুল হাদীছগণ জামা'আতবদ্ধ থাকবেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, হাকেম এবং তিরমিযীতে ইবনু ওমর থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এই উম্মত কখনো গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না'।

অতঃপর হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ইয়াসীর ইবনু আমর হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাসা থেকে বের হওয়ার সময় আমরা আবু মাসঊদকে (আনছারী) বিদায় জানানোর জন্য তার সাথে বের হ'লাম। তিনি কংকরময় পথ ধরে চলা শুরু করলেন। এরপর তিনি এক বাগানে প্রবেশ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করলেন। অতঃপর তিনি ওযূ করে মোজার উপরে মাসাহ করলেন এবং বাগান থেকে এমন অবস্থায় বের হ'লেন যে, তার দাঁড়ি থেকে পানি ঝরছিল। আমরা তাকে বললাম, আমাদের কিছু উপদেশ দিন। কারণ লোকেরা ফিতনায় পতিত হয়েছে। আমরা জানি না আপনার সাথে আর সাক্ষাৎ হবে কিনা? তখন তিনি বললেন, اتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوْا، حَتَّى يَسْتَرِيْحَ بَرٌّ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلاَلَةٍ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর, যতক্ষণ না সৎ ব্যক্তিগণ বিশ্রাম পায় অথবা তারা পাপাচারী থেকে রক্ষা পায়। আর তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল জামা'আতবদ্ধ যাপন করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[৩৬] ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) বলেছেন, وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَبَرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْمِيرِهِ فَمَنْ نَكَثَ بَيْعَتَهُ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ 'সঠিক হচ্ছে হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঐ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, যারা তাদের সর্বসম্মত আমীরের আনুগত্যে রয়েছে। যে তার বায়'আত ভঙ্গ করল, সে জামা'আত থেকে বের হয়ে গেল'।[৩৭]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

৩১. তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৮৭; আহমাদ হা/১১৪; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৬; ছহীহাহ হা/৪৩০; হাদীছ ছহীহ।
৩২. বুখারী হা/৬০১১; মিশকাত হা/৪৯৫৩
৩৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৩৭।
৩৪. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৫৫ ।
৩৫. মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৫৯।
৩৬. ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৭১৯২; শু'আবুল ঈমান হা/৭১১১; হাকেম হা/৬৬৬৪, সনদ ছহীহ। দ্র. সিলসিলাতুল আছারিছ ছহীহাহ হা/৮৫।
৩৭. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী ১৩/৩৭।

মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা

- আব্দুর রহীম

(৫ম কিস্তি)

মূল্যহীন দুনিয়ার লোভনীয় সম্পদ সবার নিকটই মূল্যবান। তবে এটি মানুষকে এক পর্যায়ে অমানুষ করে দেয়। সেজন্য এটি সঞ্চয় করে রাখতে রাসূল (ছাঃ) নিরুৎসাহিত করেছেন। এটিকে কোন কোন সময় জ্বলন্ত অঙ্গারের সাথে তুলনা করেছেন। দুনিয়ার মূল্যহীনতা বুঝাতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) ধন-সম্পদের পিছনে না ছুটে বরং সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

যেমন হাদীছে এসেছে, আসমা বিনতে ইয়াযিদ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ دِينَارَيْنِ فَقَدْ تَرَكَ كَيَّتَيْنِ 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি দু'টি দীনার রেখে মারা গেল সে অবশ্যই দু'টি সেঁকি (দাহ্য বস্তু) রেখে গেল'।[১] অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى رَجُلٍ تَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم كَيَّتَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ– 'রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তির ছালাতে জানাযা আদায় করলেন যে দু'টি বা তিনটি দীনার রেখে মারা যায়। রাসূল (ছাঃ) তার ব্যাপারে বললেন, তার জন্য দু'টি বা তিনটি সেঁকি রয়েছে'।[২]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ دِينَارًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ: كَيَّةٌ. قَالَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ فَتَرَكَ دِينَارَيْنِ.فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيَّتَانِ– আবু ওমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আহলে ছুফফার জনৈক লোক একটি দীনার রেখে মারা গেলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য আগুনের একটি সেঁকি। এরপর আরেকজন দু'টি দীনার রেখে মারা গেলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য দু'টি নেকী'।[৩]

আহলে ছুফফাগণ যেহেতু অন্যের থেকে প্রাপ্ত দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করতেন সেজন্য তাদের নিকট একটি দিরহাম সঞ্চিত থাকাকে রাসূল (ছাঃ) মারাত্মক পাপ হিসাবে গণ্য করেছেন। তবে সাধারণভাবে সম্পদশালী হওয়া অপরাধ নয়; যদি সঠিকভাবে সম্পদের হক্ব আদায় করা হয়।[৪]

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى دَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَأُصِيبَ دِينَارٌ أَوْ دِينَارَانِ، فَقَالَ: كَيَّتَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِلَيَّ قَضَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ–ذ 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে জনৈক ছাহাবী মারা গেল। তার কাফনের কাপড়ের ব্যবস্থা করা গেল না। তখন ছাহাবায়ে কেরাম নবী (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। তিনি তখন বললেন, তার লুঙ্গির ভিতরে দেখ কিছু পাওয়া যায় কি না। সেখানে এক দীনার বা দুই দীনার পাওয়া গেল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য দু'টি সেঁকি রয়েছে। তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার ছালাত আদায় কর। তখন একজন বলল, আমি তার কাফনের কাপড়ের ঋণ পরিশোধ করে দিবে। এরপর রাসূল (ছাঃ) তার ছালাতে জানাযা আদায় করলেন'।[৫]

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَوَجَدُوا فِي شَمْلَتِهِ دِينَارَيْنِ، فَذَكَرُوا ذَاكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:كَيَّتَانِ– 'আহলে ছুফফার জনৈক সদস্য মারা গেলে ছাহাবীরা তার কাপড়ের মধ্যে দু'টি দিরহাম খুজে পেলেন। তারা বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অবহিত করলে তিনি বলেন, তার জন্য দু'টি সেঁকি রয়েছে।[৬] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, وإنما كان كذلك لأنه ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهرا ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة রাসূল (ছাঃ) এজন্য এটি বলেছেন যে, তারা প্রকাশ্যে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও এবং তাদের নিকট আগত ছাদাক্বায় দরিদ্রদের সাথে তাদের ভাগ থাকার পরেও তারা এটি সঞ্চয় করেছে।[৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ قَيْسٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ نَعُودُهُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا يَقُولُونَ، وَلَكِنْ لَيْتَ مَا

---

১. *তাবারাণী কাবীর হা/৪৬৫; ছহীহাহ হা/২৬৩৭।*
২. *আহমাদ হা/৯৫৩৪; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৭৭৭২, সনদ ছহীহ।*
৩. *আহমাদ হা/২২২২৬; মিশকাত হা/৫২০২।*
৪. *মিরকাত ৮/৩২৫৮।*
৫. *তাবারানী কাবীর হা/৭৫০৬; ছহীহুত তারগীব হা/৬৩৫।*
৬. *আহমাদ হা/৪৩৬৭; ইবনু হিব্বান হা/৩২৬৩; ছহীহুত তারগীব হা/৯৩৬।*
৭. *ছহীহুত তারগীব হা/৯৩৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

فِي تَابُوتِي هَذَا جَمْرٌ، فَلَمَّا مَاتَ، نَظَرُوا، فَإِذَا فِيهِ أَلْفٌ أَوْ أَلْفَانِ– ক্বায়েস হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সা'দ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর সেবা করার জন্য তার বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি জানিনা তারা কি বলছে। তবে আমার এই সিন্দুকে যদি এই অঙ্গার না থাকত! তিনি যখন মারা গেলেন তারা তার সিন্দুকটি খুলে দেখলেন তাতে এক হাজার বা দু'হাজার মুদ্রা রয়েছে'।[৮]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! অর্থ সঞ্চয়ের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর কী ধরনের সতর্কতা। অথচ আমরা অর্থের পিছনে পুরো জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছি।

আব্দুল্লাহ বিন ছামেত হতে বর্ণিত তিনি বলেন, أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِى ذَرٍّ فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَجَعَلَتْ تَقْضِى حَوَائِجَهُ قَالَ: فَفَضَلَ مَعَهَا سَبْعٌ قَالَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِىَ بِهِ فُلُوساً. قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوِ ادَّخَرْتَهُ لِلْحَاجَةِ تَنُوبُكَ أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ. قَالَ إِنَّ خَلِيلِى عَهِدَ إِلَىَّ أَنْ أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِىَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْرِغَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ – عَزَّ وَجَلَّ 'তিনি একদিন আবু যার (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন। আর তার সাথে একজন দাসীও ছিল। তখন তিনি তার সম্পদগুলো বের করলেন। আর সে তা দ্বারা তার প্রয়োজনগুলো পূরণ করছিল। এরপর সাতটি সম্পদ অবশিষ্ট ছিল। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন যাতে সে তা দ্বারা মুদ্রা ক্রয় করে। তখন আমি তাকে বললাম, যদি আপনি এগুলো ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয় করতেন যা উপকারে আসত বা আগত মেহমানের জন্য খরচ করতে পারতেন। তিনি বললেন, আমার বন্ধু আমাকে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, যে স্বর্ণ বা রৌপ্য সঞ্চয় করা হবে তা দ্বারা তাকে সেঁকি দেওয়া হবে। এটি তার মালিকের জন্য জলন্ত অঙ্গার হবে যতক্ষণ না সে তা আল্লাহর পথে দান করে মুক্ত হয়ে যা।[৯] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ثُمَّ ابْتَاعَ بِمَا بَقِيَ فُلُوسًا، فَتَصَدَّقَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَوْكَى عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، لَمْ يُنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ جَمْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكْوَى بِهِ 'তিনি বাকী স্বর্ণ দিয়ে মুদ্রা ক্রয় করলেন এবং তা ছাদাক্বা করে বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি 'যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্য সঞ্চয় করল অথচ তা আল্লাহর পথে ব্যয় করল না তা ক্বিয়ামতের দিন জলন্ত অঙ্গার হবে এবং তা দিয়ে তাকে সেঁক দেওয়া হবে।[১০]

তবে এই মূল্যহীন দুনিয়ার মূল্যবান সম্পদ সঠিক পথে ব্যয় করলে দুনিয়া ও পরকাল উভয় জগতে কল্যাণ লাভ করা যায়। যারা দুনিয়ার সম্পদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন না করে বরং সম্পদকে যথাযথভাবে খরচ করবে আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি এক জনশূন্য প্রান্তরে/মরুভূমিতে পথ চলছিল। হঠাৎ সে এক খণ্ড মেঘে বজ্রধ্বনি শুনতে পেল। তন্মধ্যে একজনের নাম ধরে একটি কথা শুনতে পেল: অমুকের বাগানে পানি সিঞ্চন কর। অনন্তর ঐ মেঘ এক কাল পাথুরে ভূমির দিকে এল এবং তার মধ্যে যেটুকু পানি ছিল তা উজাড় করে দিল। তারপর সে কতকগুলো খালের দিকে ধাবিত হ'ল এবং একটা খালের ধারে থামল এবং নিজেকে পানিতে পূর্ণ করে নিল। লোকটাও মেঘের সাথে সাথে হাঁটছিল। শেষ পর্যন্ত সে একজন লোকের নিকট এসে পৌঁছল যে দাঁড়িয়ে তার বাগানে পানি সেচ দিচ্ছিল। সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা, তোমার নাম কী? সে বলল, তুমি একথা জিজ্ঞেস করছ কেন? সে বলল, আমি এক মেঘের মধ্যে তোমার নামসহ শুনতে পেলাম, 'এটা অমুকের পানি, তার বাগানে পানি বর্ষণ কর'। তুমি ফল কাটার পর তা দিয়ে কী কর? সে বলল, তুমি যা বলছ- আমি আসলে উহার ফল তিন ভাগ করি। একভাগ আমার ও আমার পরিবারের জন্য রাখি, এক ভাগ বাগান পরিচর্যায় ব্যয় করি এবং একভাগ মিসকীন, ভিক্ষুক ও মুসাফিরদের জন্য রাখি'।[১১]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ. قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ : إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِى مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِى مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِى مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ – 'আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি। তোমরা এগুলো মনে রাখবে। তিনি

৮.*তাবারাণী কাবীর হা/৫৪০৮; ছহীহুত তারগীব হা/৯৩৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৪৬৯২।*
৯.*আহমাদ হা/২১৪২১; ছহীহুত তারগীব হা/৯২৯।*
১০.*তাবারাণী আওসাত্ব হা/৫৪৭০; ছহীহত তারগীব হা/৯২৯।*
১১.*মুসলিম হা/২৯৮৪; ছহীহাহ হা/১১৯৭; মিশকাত হা/১৮৭৭।*

বলেন, দান-খায়রাত করলে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। কোন বান্দার উপর যুলুম করা হলে এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। কোন বান্দা ভিক্ষার দরজা খুললে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলাও তার অভাবের দরজা খুলে দেন অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন। আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলছি, তোমরা তা মুখস্থ রাখবে। তারপর তিনি বলেন, চার প্রকার মানুষের জন্য এই পৃথিবী। আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাহকে ধন-সম্পদ ও ইলম (জ্ঞান) দিয়েছেন, আর সে এই ক্ষেত্রে তার প্রভুকে ভয় করে, এর সাহায্যে আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করে এবং এতে আল্লাহ তা'আলারও হক আছে বলে সে জানে, সেই বান্দার মর্যাদা সর্বোচ্চ। আরেক বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা ইলম দিয়েছেন কিন্তু ধন-সম্পদ দেননি, সে সৎ নিয়তের (সংকল্পের) অধিকারী। সে বলে, আমার ধন-সম্পদ থাকলে আমি অমুক অমুক ভালো কাজ করতাম। এই ধরনের লোকের মর্যাদা তার নিয়ত মোতাবেক নির্ধারিত হবে। এ দু'জনেরই ছওয়াব সমান সমান হবে। আরেক বান্দা, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধন-সম্পদ প্রদান করেছেন কিন্তু ইলম দান করেননি। আর সে ইলমহীন (জ্ঞানহীন) হওয়ার কারণে তার সম্পদ স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা মতো ব্যয় করে। সে ব্যক্তি এ বিষয়ে তার রবকেও ভয় করে না এবং আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে না। আর এতে যে আল্লাহ তা'আলার হক্ব রয়েছে তাও সে জানে না। এই লোক সর্বাধিক নিকৃষ্ট স্তরের লোক। অপর এক বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদও দান করেননি, ইলমও দান করেননি। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকত তাহলে আমি অমুক অমুক ব্যক্তির ন্যায় (প্রবৃত্তির বাসনামতো) কাজ করতাম। তার নিয়ত মোতাবেক তার স্থান নির্ধারিত হবে। অতএব, এদের দু'জনের পাপ হবে সমান সমান।[১২]

দুনিয়ার সম্পদের প্রতি মানুষের লোভ :

সম্পদের প্রতি মানুষের লোভ থাকাটা স্বাভাবিক। তবে মানুষের যে লোভ তা কখনো পূরণ হবেনা। তার পূর্বেই ব্যক্তির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সেজন্য পরিমিত সম্পদে পরিতৃপ্ত থেকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) خَطَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خَطًّا مُرَبَّعًا ، وَخَطَّ خَطًّا فِى الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطُطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِى فِى الْوَسَطِ، مِنْ جَانِبِهِ الَّذِى فِى الْوَسَطِ وَقَالَ هَذَا الإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِى هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَهَذِهِ الْخُطُطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا ‘একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন যেটি চতুর্ভুজের বাইরে চলে গেল। তারপর দু'পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভিতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মেলালেন এবং বললেন, এ মাঝামাঝি রেখাটা হল মানুষ। আর চতুর্ভুজটি হল তার মৃত্যু; যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে বর্ধিত রেখাটি হ'ল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। আর ছোট ছোট রেখাগুলো নানা রকম বিপদাপদ। যদি সে এর একটাকে এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে আক্রমণ করে। আর অন্যটাকেও যদি এড়িয়ে যায়, তবে পরবর্তী অন্য একটি তাকে আক্রমণ করে।[১৩]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى هَلْ يَرَى عَلَيْهِ مِنَ الْبُؤْسِ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ كَمْ مَالُكَ قَالَ أَرْبَعُونَ مِنَ الإِبِلِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لاَبْتَغَى الثَّالِثَ وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذَا فَقُلْتُ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَىٌّ. قَالَ فَمَرَّ بِنَا إِلَيْهِ قَالَ : فَجَاءَ إِلَى أُبَىٍّ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَذَا قَالَ أُبَىٌّ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَفَأُثْبِتُهَا فَأَثْبَتَهَا.

ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি উমর (রাঃ)-এর কাছে এসে ভিক্ষা প্রার্থনা করল। তার শরীরে অভাবের কোন চিহ্ন আছে কি-না তা নিরীক্ষা করতে তিনি একবার তার মাথার দিকে চাইলেন, আরেকবার দু'পায়ের দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, তোমার সম্পদ কী পরিমাণ আছে? সে বলল চল্লিশটা উট। ইবন আব্বাস একথা শুনে বলে উঠলেন, আল্লাহ ও তার রাসূল সত্য বলেছেন, আদম সন্তানের জন্য যদি দু'টি (সোনার উপত্যকা হয় তবে সে অবশ্যই তৃতীয়টির খোঁজে লাগবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছুতেই ভরবে না। তবে যে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। উমর (রাঃ) একথা শুনে বললেন, এটা কী? আমি বললাম, এমনি করে আমাকে উবাই পড়িয়েছেন। তিনি বললেন, তাকে আমাদের এখানে আসতে হুকুম দাও। অনন্তর উবাই (রাঃ) আমার নিকট এলেন। তিনি বললেন, এ কী বলছে? উবাই (রাঃ) বললেন, এমনিভাবেই তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে পড়িয়েছেন।[১৪]

ভিক্ষাবৃত্তি করে সম্পদ উপার্জন দোষণীয় :

পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করে তার যাকাত আদায় করলে তা দোষনীয় নয়। কিন্তু এই মূল্যহীন দুনিয়ার সম্পদ অর্জনে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা বা সম্পদশালী হওয়ার

১২. *তিরমিযী হা/২৩২৫; মিশকাত হা/৫২৮৭; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৮৬৯।*

১৩. *বুখারী হা/৬৪১৭; মিশকাত হা/২৬৮।*

১৪. *আহমাদ হা/২১১৪৯; ইবনু হিব্বান হা/৩২৩৭; ছহীহাহ হা/২৯০৯।*

জন্য ভিক্ষাবৃত্তির মত নীচু পন্থা অবলম্বন করা দোষণীয় কাজ। এর দ্বারা মানুষ দুনিয়ার প্রতি আরো ঝুঁকে পড়ে এবং পরকালকে ভুলে যায়। রাসূল (ছাঃ) এই ধরনের নীচু পন্থা পরিহার করে পরিশ্রম করে বৈধ পন্থায় রিযিক অন্বেষণ করতে বলেছেন। আবার তা যেন পরকালকে ভুলিয়ে না দেয় সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ 'কারো নিকট ভিক্ষা করা, যাতে সে তাকে কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে, এর চেয়ে পিঠে বোঝা বহন করা (তা বিক্রি করা) উত্তম'।[১৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, তিনি আরো বলেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِىَّ اللَّهِ دَاوُدَ – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহ্র নাবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন'।[১৬]

অন্য হাদীছে আছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِى وَجْهِهِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ –

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অভাব থেকে মুক্তির মত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যে ভিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন তার ভিক্ষা তার মুখমণ্ডলে আঁচড়, খামচি বা ক্ষতবিক্ষত আকারে দেখা দেবে। বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অভাব থেকে তার মুক্তি পরিমাণ সম্পদ কতটুকু? তিনি বললেন, ৫০ দিরহাম অথবা তার সমমূল্যের সোনা'।[১৭]

অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَرَّحَتْنِى أُمِّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ فَاسْتَقْبَلَنِى وَقَالَ : مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ . فَقُلْتُ نَاقَتِى الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমার আম্মা আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে পাঠালে আমি তাঁর কাছে আসলাম এবং বসে গেলাম। তিনি আমার কাছে মুখ করে বললেন যে, যে ব্যক্তি স্বচ্ছলতা চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বচ্ছলতা দান করেন। আর যে ব্যক্তি কারো কাছে কিছু চাওয়া হতে বাঁচতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা হ'তে বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট থাকতে চায় আল্লাহ তাআলা তাকে অল্পে তুষ্ট রাখেন। আর যে ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার কাছে চল্লিশটি দিরহাম আছে তাহলে সে পীড়াপীড়ি করল। আমি মনে মনে বললাম যে, আমার ইয়াকূত নামক উষ্ট্রীর মূল্য চল্লিশ দিরহাম থেকেও বেশী হবে, তাই আমি ফিরে আসলাম এবং তার কাছে কিছুই চাইলাম না'।[১৮]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَتْ لِى حَاجَةٌ إِلَى أَبِى سَعْدٍ. قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أَبِيهِ حَاجَةٌ فَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَىْ حَاجَتِهِ كَلاَماً مِمَّا يُحَدِّثُ النَّاسُ يُوصِلُونَ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا بُنَىَّ قَدْ فَرَغْتَ مِنْ كَلاَمِكَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ مَا كُنْتَ مِنْ حَاجَتِكَ أَبْعَدَ وَلاَ كُنْتُ فِيكَ أَزْهَدَ مِنِّى مُنْذُ سَمِعْتُ كَلاَمَكَ هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنَ الأَرْضِ–

উমর ইবন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা সা'দের নিকট আমার একটি প্রয়োজন ছিল। অন্য সনদে আবু হাইয়ান মুজাম্মি' থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, উমার বিন সা'দের তার পিতা সা'দের নিকট একটি প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজনের কথা বলার আগে সে এমন কিছু কথা বলে যা সাধারণত লোকে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য বলে থাকে- যা তিনি শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তার কথা শেষ হলে তিনি বললেন, প্রিয় বৎস, তোমার কথা শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, দেখ, তোমার কথা শোনার আগে তোমার প্রয়োজন পূরণ এবং তোমার প্রতি আকর্ষণ থেকে আমি ততটা দূরে ছিলাম না যতটা এখন আছি। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, অচিরেই একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে তারা গরু যেমন জমি থেকে জিহ্বার সাহায্যে খায় তেমনি করে নিজেদের জিহ্বা দিয়ে খাবে।[১৯]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

---

১৫. *বুখারী হা/২০৭৪; ছহীহুত তারগীব হা/৮৩৬।*
১৬. *বুখারী হা/২০৭২; মিশকাত হা/২৭৫৯।*
১৭. *আহমাদ হা/৪২০৭; আবুদাউদ হা/১৬২৬; ছহীহাহ হা/৪৯৯।*
১৮. *আবুদাউদ হা/১৬২৬; নাসাঈ হা/২৫৯২; ছহীহাহ হা/৪৯৯।*
১৯. *আহমাদ হা/১৫১৭; ছহীহাহ হা/৪১৯।*

ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার

- ফয়ছাল মাহমূদ

(২য় কিস্তি)

৫. লজ্জাশীলতা : হায়া বা লজ্জাশীলতা মুত্তাকীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ। শয়তান আদিকাল থেকেই বনু আদমের পেছনে লেগে আছে তাকে বিবস্ত্র করে লজ্জাশীলতার ভূষণ কেড়ে নেবার জন্য। শয়তান প্রথমে পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে তার কুমন্ত্রনায় প্ররোচিত করে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করার প্রাণান্ত চেষ্টা চালায় এবং তাদেরকে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ গাছ থেকে কিছু ভক্ষণ করাতে সক্ষম হয়। ফলে আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর শরীর থেকে জান্নাতী পোশাক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর তারা উভয়েই জান্নাতের পাতা দিয়ে তাদের লজ্জাস্থান ঢাকার চেষ্টা করেন। যার বর্ণনা পবিত্র কুরআন এভাবে দিয়েছে যে, فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ‘এভাবে তাদের দু’জনকে ধোঁকার মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে ধ্বংসে নামিয়ে দিল। অতঃপর যখন তারা উক্ত বৃক্ষের স্বাদ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফলে তারা জান্নাতের পাতাসমূহ দিয়ে তা ঢাকতে লাগল। এ সময় তাদের প্রতিপালক তাদের ডাক দিয়ে বললেন, আমি কি এই বৃক্ষ থেকে তোমাদের নিষেধ করিনি? আর আমি কি তোমাদের একথা বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? *(আ‘রাফ ৭/২২)*।

এ বিষয়ে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. আবু মাস‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পূর্ববর্তী নবীদের (নছীহত) থেকে মানুষ যা লাভ করেছে তার একটা হ’ল, যদি তুমি লজ্জা না কর, তবে যা ইচ্ছা তাই কর’।[১]

লজ্জাশীলতা নবীগণের ছিফাত বা গুণ। মানুষ লজ্জা পরিত্যাগ করলে অকল্যাণে পতিত হয়। নির্লজ্জ মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। লজ্জাশীলতা ঈমানী স্বভাব। লজ্জা মানুষকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি দিবে। লজ্জা মুসলিমের ঈমানের অন্যতম অঙ্গও বটে।

যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঈমানের সত্তরোর্ধ বা ষাটোর্ধ্ব শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হ’ল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা। এর সর্বনিম্নটি হ’ল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা ও ঈমানের একটি শাখা’।[২]

লজ্জা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। যে কল্যাণ প্রতিটি মানুষের কাম্য। কারণ কল্যাণের অন্বেষণেই মানুষের সার্বিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা। লজ্জাশীলতা যার মাঝে যত বেশী, প্রকাশ্যে কোন অন্যায় করতে সে তত পরিমাণ সংকোচ বোধ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ ‘লজ্জাশীলতা কল্যাণ ছাড়া কিছুই আনয়ন করে না’।[৩]

লজ্জাশীলতায় অবারিত কল্যাণ থাকায় লজ্জাশীলতার প্রতি নিরুৎসাহিতকারী ছাহাবীকে রাসূল (ছাঃ) ধমক দিয়েছিলেন। হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ وَهْوَ يُعَاتِبُ فِى الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِى . حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ– আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী (ছাঃ) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসময় তার অন্য ভাইকে সে লজ্জা সম্পর্কে ভৎর্সনা করছিল এবং বলছিল যে, তুমি আমাকে অধিক লজ্জা করছ, এমনকি সে যেন এমন কথাও বলছিল যে, এটা তোমাকে ক্ষতির সম্মুখীন করছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও’।[৪]

লজ্জা বলতে আমরা সাধারণত যে বিষয়টি বুঝি তা হ’ল মানুষ মানুষে পারস্পরিক লজ্জা। নিঃসন্দেহে এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْتَحْيِى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. قَالَ لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ

১. *বুখারী হা/ ৫৫৫৭; আবুদাঊদ হা/৪৭৯৭।*

২. *বুখারী হা/৯; আবুদাঊদ হা/৪৬৭৬।*
৩. *বুখারী হা/৬১১৭; মিশকাত হা/৫০৭১।*
৪. *বুখারী হা/৬১১৮; মিশকাত হা/৫০৭০।*

الاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহ তা‘আলাকে যথাযথভাবে লজ্জা কর। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো নিশ্চয়ই লজ্জা করি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। তিনি বলেন, তা নয় বরং আল্লাহ তা‘আলাকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, তুমি তোমার মাথা এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে তার হেফাযত করবে এবং পেট ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা হেফাযত করবে। মৃত্যুকে এবং এরপর পচে- গলে যাওয়ার কথা স্মরণ করবে। আর যে লোক পরকালের আশা করে, সে যেন দুনিয়ার জাঁকজমকতা পরিহার করে। যে লোক এ সকল কাজ করতে পারে সেই আল্লাহ তা‘আলাকে লজ্জা করে’।[৫]

আর তাইতো ইসলামী শিষ্টাচারে উদ্বুদ্ধ মুসলিম যথার্থই লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে। পথিমধ্যে সুন্দরী রমণী তার চোখে পড়লেও সে তাকাতে লজ্জাবোধ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে। লজ্জা করে সে দুনিয়াতে যে কোন পাপাচারে লিপ্ত হ’তে। হোক তা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য, হোক তা লোকচক্ষুর সম্মুখে বা অন্তরালে। কারণ সে জানে তার মহান রবের বাণী- أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ‘সে কি জানে না যে আল্লাহ দেখেন?’ *(আলাক্ব ৯৬/১৪)*।

প্রকৃতপক্ষে কোন নিষিদ্ধ কাজ করতে একজন ইসলামের অনুসারী ভাবেন যে, এ ক্রিয়া সম্পাদনে আমার শাস্তি রয়েছে। এই চেতনা তাকে পাপকাজ হ’তে বিরত রাখে। ফলশ্রুতিতে তার মাধ্যমে সমাজে বা দেশে কোন ক্ষতি সাধিত হয় না এবং কোন মানুষ ও তার ক্রিয়া-কর্মে কষ্টও পায় না। এ ছাড়া মুসলিম তার হৃদয়ে লালন করে মহান আল্লাহ্র আরেক বাণী। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন’ *(নিসা ৪/১)*। আল্লাহ আরো বলেন, الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ‘যার হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা; বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন’ *(বুরূজ ৮৫/৯)*।

৬. আদল-ইনছাফ তথা ন্যায়পরায়ণতা : আদল আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- ন্যায়, ন্যায্যতা, ইনছাফ, নিরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি।[৬] আর পরিভাষায় أعطى لكل ذي حق حقه অর্থাৎ ‘প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করাই আদল’।[৭]

সুতরাং আমরা বলতে পারি, কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা নির্দেশিত বিধি-বিধান আনুযায়ী যার যা হক্ব বা অধিকার রয়েছে, তা সুষ্ঠুভাবে আদায় করাকে আদল বলে। যাকে ইনছাফও বলা হয়।

মানুষের পার্থিব জীবন তথা ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে যদি আদল-ইনছাফ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ’লে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি সম্ভব, অন্যথায় নয়। আর এ রকম আদেশই প্রদান করেছেন মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ ও অবাধ্যতা হ’তে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর’ *(নাহল ১৬/৯০)*।

এ পৃথিবীতে মানুষের মাঝে কেউ রাজা, কেউ প্রজা কেউবা আমীর আর কেউ মা’মুর। সবাই সবার উপর যেন ন্যায় ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করে এই বিষয়ে ইসলাম সঠিক রূপরেখা প্রদান করেছেন। যারা মানুষের নেতৃত্ব প্রদান করবে তারা অন্যায় পরিহার করে যেন ন্যায় তথা আদলের পথ গ্রহণ করে সেই বিষয়টি ইসলাম সুন্দর ও স্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপন করেছে। যেমন-আল্লাহ্র বাণী يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর, এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত ’*(মায়েদাহ ৫/৮)*।

ইসলাম আরো বলে দিয়েছে মানুষের মাঝে ন্যায় বা ন্যায় বিচারের মূলনীতি, যে নীতিতে সবার মান মর্যাদা রক্ষা হবে এবং সবাই সবার অধিকার পূর্ণভাবে পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

৫. তিরমিযী হা/২৪৫৮।

৬. আল-মু‘জামুল ওয়াফী (আরবী-বাংলা) অভিধান, ২৩তম সংস্করণ, ৬৯১ পৃ.।

৭. আওনুল মা‘বূদ, ২৮৭০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা।

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ‘নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও মীযান, যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এজন্য যে, আলাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে না দেখেও সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী’ *(হাদীদ ৫৭/২৫)*।

এছাড়াও মু’মিন হ’তে হ’লে অন্যতম শর্ত আদল তথা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। যদিও সেই আদলের কারণে নিজের ও নিজের আত্মীয় স্বজনেরও ক্ষতি হয়।

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক (সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করো না)। কেননা তোমাদের চাইতে আল্লাহ তাদের অধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত’ *(নিসা ৪/১৩৫)*।

হে চিন্তাশীল পাঠক! একটু ভাবুন তো, ইসলাম বিচারে আদল তথা ন্যায়-ইনছাফ করার ক্ষেত্রে কি চমৎকার রূপরেখা প্রদান করেছে!

মহান স্রষ্টা আল্লাহ এ পৃথিবীবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ যে শেষ নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন, তাকেও ন্যায়বিচার করার আদেশ প্রদান করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ‘আর আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করবে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো যেন তারা তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কিছু বিধানের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে না ফেলে। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখ যে, আল্লাহ চান তাদেরকে তাদের কিছু কিছু পাপের দরুণ (পার্থিব জীবনে) শাস্তি প্রদান করতে। বস্তুতঃ বহু লোক নাফরমান হয়ে থাকে’ *(মায়েদা ৫/৪৯)*।

আর তিনি মুহাম্মদ (ছাঃ) সেটাই অনুসরণ করেছেন। বাস্তব জীবনে যার বহু উপমা রয়েছে তাঁর জীবনীতে। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا تَعْنِى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. আয়েশা (আঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক মাখযূমী মহিলার চুরী সংক্রান্ত অপরাধ কুরাইশদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুললো। তারা বললো, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-বনে সঙ্গে কে আলোচনা করবে? তারা বললো, নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রিয়পাত্র উসামা বিন যায়েদই এ প্রসঙ্গে কথা বলতে সাহস করতে পারে। অতঃপর উসামা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ কথা বলাতে তিনি বলেন, হে উসামা! তুমি কি মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি মওকুফের সুফারিশ করছো? অতঃপর তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার মর্যাদাশীল কেউ চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত, আর তাদের দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর শাস্তি বাস্তবায়িত করত। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কাটতাম।[৮]

হাদীছের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হ’ল- আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলছি, ইসলাম ন্যায় প্রতিষ্ঠার ধর্ম। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন বা অন্যান্য পরিজনের মূল্য ইসলামী আদল বা ইসলামী বিচারব্যবস্থার কাছে তুচ্ছ। এভাবে মহান আল্লাহ এ পৃথিবীতে প্রেরণকৃত অন্যান্য নবীদেরও আদেশ করেছিলেন মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যেমন আল্লাহ তা‘আলা দাঊদ (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ‘হে দাঊদ! আমরা

৮. বুখারী হা/৬৭৮৭, ৬৭৮৮; মুসলিম হা/৪৩০২, ৪৩০৩; আবুদাঊদ হা/৪৩৭৩।

তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। এ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে' *(ছাদ ৩৮/২৬)*।

৭. দয়া ও পারস্পরিক সহযোগিতা : ইসলাম সকল ব্যক্তি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পরস্পরের মাঝে দয়া ও সহযোগিতার বন্ধনের রচনা করেছে।

যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা দয়ালুদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন। তোমরা যমীনবাসীদের উপর দয়া কর, আকাশবাসী তোমাদের উপর রহম করবেন। রেহেম হ'ল রহমান শব্দ থেকে উৎগত। যে ব্যক্তি রেহেমের বন্ধন মিলাবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন। আর যে ব্যক্তি রেহেমের বন্ধন ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন'।[৯]

রাসূল (ছাঃ) মুমিনের পারস্পরিক মুহাব্বতের কথা বলতে গিয়ে বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ 'একজন মু'মিন ব্যক্তি অপর মু'মিনের জন্য একটি অট্টালিকা সদৃশ। যার একাংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে'।[১০]

এছাড়াও রাসূল (ছাঃ) মুমিনদেরকে একটি মানব দেহের সাথে তুলনা করেছেন, যাতে পারস্পরিক দয়া ও সহানুভূতি ও সহমর্মিতার বাস্তব রূপ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়।

হাদীছে এসেছে, عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনরা পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়ার্দ্রতা ও সহানুভূতির দিক থেকে একটি মানব দেহের ন্যায়। যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন তার সমস্ত দেহ ডেকে আনে তাপ ও অনিদ্রা'।[১১]

মুমিনরা কিভাবে জীবন যাপন করেছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তার ছাহাবীগণ। যার প্রশংসা আল্লাহ তা'আলা নিজেই করেছেন।

আল্লাহ বলেন, مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর যারা তার সাথী, তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে রহমদিল। তুমি তাদেরকে দেখবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকুকারী ও সিজদাকারী। তাদের চেহারা সমূহে সিজদার চিহ্ন থাকবে। তাদের এরূপই নমুনা বর্ণিত হয়েছে তওরাতে ও ইনজীলে। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছের ন্যায়। প্রথমে যার কলি বের হয়। অতঃপর তা শক্ত হয় ও পুষ্ট হয়। অতঃপর তা নিজ কাণ্ডে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, যা কৃষককে আনন্দিত করে। যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন' *(ফাৎহ ৪৮/২৯)*।

পৃথিবীতে মানুষের চলাফেরা, উঠা-বসা আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ, দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হয়। আর এ ক্ষেত্রেও ইসলাম তার অনুসারীদের শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে। যেমন- কুরআনে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ অর্থাৎ, 'মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও' *(হুজরাত ৪৯/১০)*।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো শান্তিময় নিয়ম-কানূন বা আদব মেনে চলা। স্বেচ্ছাচারিতা ও বিচ্ছিন্ন জীবন অবশ্যই যন্ত্রনাদায়ক। অতত্রব আসুন! এক আদমের সন্তান হিসাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সুশৃংখল ও শান্তিময় জীবনের জন্য ইসলামী আদব ও শিষ্টাচারের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হই এবং সার্থক জীবন গঠন করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন।

(ক্রমশঃ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, আল-'আওন]

৯. তিরমিযী হা/১৯২৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯২২।
১০. বুখারী হা/৪৮১; মিশকাত হা/৪৯৫৫।
১১. মুসলিম হা/৬৭৫১, ৬৪৮০।

সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক আব্দুল লতীফ

*[আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ (৬৩)। দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর যাবৎ তিনি এই সংগঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছেন এবং উচ্চপর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সদাহাস্য এবং অন্তঃপ্রাণ মানুষ হিসাবে তিনি সুপরিচিত। সরকারী কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি মৃদুভাষী ও নিভৃতচারী এই মানুষটি দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রেখে চলেছেন সাধ্যমত। সংগঠনের প্রকাশনা সংস্থা হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর সচিব হিসাবে হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন প্রায় শুরু থেকেই। বিগত প্রায় দশ বছর যাবৎ তিনি বাংলাদেশে আহলেহাদীছদের সবচেয়ে বড় জমায়েত নওদাপাড়ার বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁর কর্মময় জীবন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার করেন তাওহীদের ডাক সহকারী সম্পাদক **মুখতারুল ইসলাম**। সাক্ষাৎকারটি তাওহীদের ডাক পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হল]*

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্মকাল ও জন্মস্থান সম্পর্কে জানতে চাই।

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ : আমার জন্ম ১৯৫৬ সালের ২রা আগষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানধীন ৬নং কানসাট ইউনিয়নের অর্ন্তগত ঐতিহ্যবাহী শিবনগর (জায়গীরগ্রাম) গ্রামে। ঐতিহ্যবাহী গ্রাম এ জন্য বলছি যে, আমাদের এলাকায় ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশ শাসনামল থেকে বিজ্ঞান শাখা সম্বলিত হাইস্কুল, পাকিস্তান আমলে থেকে আমাদের নিজ গ্রামে মহিলা দাখিল মাদরাসা এবং শিবনগর 'ইসলামী আদর্শ পাঠাগার' নামে একটি লাইব্রেরী চালু ছিল। বিশেষতঃ উক্ত হাইস্কুলের কারণে দূর-দূরান্ত হতে প্রচুর ছাত্র আমাদের গ্রামে আসত এবং গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই জায়গীর থাকত।

তাওহীদের ডাক : আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ : আমার শিক্ষাজীবনটা একটু ভিন্ন ধরণের। আমি খুব ছোটকাল থেকেই আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় ছোট চাচার সঙ্গে আমাদের গ্রামের স্কুলে যাওয়া-আসা শুরু করি এবং তার সহপাঠীতে পরিণত হই। উক্ত স্কুলটি 'ভিলেজ এইড' সংস্থার মাধ্যমে (আমেরিকান অর্থায়নে) নির্মিত হয়। এখান থেকে প্রাইমারীর গণ্ডি পেরিয়ে আমি কানসাট হাইস্কুলে ভর্তি হই। হাইস্কুলের গণ্ডি পার না হ'তেই অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় মাদরাসায় পড়ার ইচ্ছা আমার মনে প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে আমি আমার চাচাত চাচা হাফেয আব্দুছ ছামাদের শরণাপন্ন হই। কিন্তু তিনি আমাকে বলেন, এমতাবস্থায় মাদরাসায় ভর্তি হলে তোমাকে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হ'তে হবে। তিনি সময় নষ্টের ভয়ে আমাকে নিরুৎসাহিত করেন। তিনি মত ব্যক্ত করলেন যে, আমি আর মাত্র তিন বছর পড়লে তথা এসএসসি পাশ করলেই ছোট-খাট চাকরীর মাধ্যমে রুটি-রুযির ব্যবস্থা হবে। ফলে মাদরাসায় পড়ার সদিচ্ছা থাকলেও পরিবেশ ও বয়স আমার বাঁধ সাধে। অতঃপর ১৯৭৩ সালে আমি হাইস্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কানসাট সোলেমান ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হই। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৯ সনে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনার্স এবং একই সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে মাষ্টার্স শেষ করি।

তাওহীদের ডাক : আপনার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন?

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ : আমার পূর্ব-পুরুষদের একটি অংশ খুবই শিক্ষানুরাগী ও ধার্মিক ছিল। আরেকটি অংশ অর্থাৎ আমার প্রপিতামহও ধার্মিক ছিলেন, তবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ একটু কম ছিল। ছোট থাকার কারণে ভয় পাব বলে আমার মা আমাকে এশার ছালাতের সময় রাতে মসজিদের সামনে চেরাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তখন আমার বুঝ এত কম ছিল যে, খালি গায়ে আসর ছালাত আদায়ের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় মাঠে কর্মরত আমার গ্রামের কিছু লোক জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি মসজিদে কি করছিলে? যখন আমি তাদেরকে ছালাতের কথা বলি, তখন তারা হতভম্ব হয়ে যান এবং বলেন যে, ছালাতের সময় গায়ে জামা দিতে হয় না? যাইহোক, আমার দাদারা দুই ভাই এবং আমার বাপ-চাচারা চার ভাই এবং আমরা সহোদর নয় ভাইবোন। আমি সবার বড়। আমাদের পরিবারে ভাইয়ের মধ্যে শুধু আমার ও আমার চতুর্থ ভাই পড়াশোনা শেষ করতে সক্ষম হই। আর আমার নিজের তিন ছেলে। তারা পড়াশোনা শেষে সকলেই বিভিন্ন পেশায় জড়িত রয়েছে।

তাওহীদের ডাক : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের সাথে কীভাবে আপনার পরিচয় ঘটে এবং কখন আপনি সংগঠনের সান্নিধ্যে আসেন?

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ : ১৯৭৮ সালে আমি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তখন আমি ইউওটিসি (যা বর্তমানে বিএনসিসি)-এর সদস্য হওয়ার সুবাদে ঢাকার মৌচাকে একটি বাৎসরিক জাম্বুরীতে যাই। তখন সেখানে রাবির ভুগোলের ছাত্র রাজশাহী কাজলার নাজিমুদ্দীন নামে এক আহলেহাদীছ ছাত্রভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়। তিনি

আমাকে তৎকালে আহলেহাদীছদের একটি কেন্দ্র যাত্রাবাড়ি মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদরাসায় নিয়ে যান। এখানেই সর্বপ্রথম আমার সাথে আমীরে জামা'আতের সাক্ষাৎ ঘটে। এরপর আরও অনেক দিন কেটে যায়। শিক্ষাজীবন শেষ করে আমি ১৯৮২ সালের ১লা নভেম্বর মানিকগঞ্জের এক বেসরকারী কলেজে কর্মজীবন শুরু করি। অতঃপর ১৯৮৪ সালে নভেম্বর মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করি। ঐ বছরের ২২শে ডিসেম্বর ধর্মঘট চলাকালে জাসদের ছাত্র নেতা শাহজাহান সিরাজ সেনাবাহিনীর গুলিতে মারা গেলে আমি এবং 'যুবসংঘ'-এর তৎকালীন দায়িত্বশীল মনিরুল ইসলাম (যশোর) আমীরে জামা'আতের রাজশাহী সাধুর মোড়ের বাসায় গিয়ে উঠি। এসময় তাঁর আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে এবং ১৯৮৫ সাল থেকে আমি যুবসংঘের সাথে পুরোদমে জড়িয়ে পড়ি এবং আহলেহাদীছ আক্বীদা ও মানহাজ সম্পর্কে আমার সঠিক বুঝ আসে। যদিও আহলেহাদীছ পরিবারে আমার জন্ম; কিন্তু আক্বীদা ও মানহাজ নিয়ে আমি ইতিপূর্বে কখনই সচেতন ছিলাম না। যুবসংঘে যোগদানের পর ১৯৮৬/৮৭ সালে আমি নিয়মতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। এসময় রাজশাহী রাণীবাজার যুবসংঘ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মাঝে মাঝেই রাত্রিযাপন করতাম।

তাওহীদের ডাক : আমরা জানি দীর্ঘদিন যাবৎ আপনি প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সচিব হিসাবে দায়িত্বরত আছেন। কবে, কিভাবে এই সংস্থার সাথে যুক্ত হ'লেন? ১৯৮৫ ৭ম

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ : ১৯৯২ সালে চুয়াডাঙ্গা থেকে রাজশাহী নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজে বদলী হয়ে আসি। সেই সময়ে আমীরে জামা'আত ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের অনুকরণে একটি ছহীহ আক্বীদা ভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং একটি কুয়েতী সংস্থার অর্থায়নে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কাজলায় হাদীছ ফাউণ্ডেশন ভবন গড়ে তোলেন। সংস্থাটির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরপরই তিনি আমাকে এর সচিবের দায়িত্ব প্রদান করেন। তখন থেকেই এই সংস্থার দায়িত্বে রয়েছি এবং প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহ আঞ্জাম দিয়ে আসছি। ফালিল্লাহিল হামদ।

তাওহীদের ডাক : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া মাদরাসার বর্তমান নির্বাহী সভাপতিও আপনি। কখন থেকে এই দায়িত্বে এসেছেন?

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদরাসা স্থাপিত হওয়ার পর থেকে আমীরে জামা'আত মাদরাসার সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৯৫-৯৬ সনের দিকে আমাকে তিনি সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীতে সাংগঠনিক ব্যস্ততার কারণে তিনি তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে মাদরাসার নির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব দেন। তখন থেকে অদ্যবধি সাধ্যমত মাদরাসার আভ্যন্তরীণ এবং অফিসিয়াল বিভিন্ন কার্যক্রম তদারকি করে আসছি। ফালিল্লাহিল হামদ।

তাওহীদের ডাক : আপনার দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনের বিশেষ কোন স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চাই?

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ : সাংগঠনিক জীবনে আমার বহু স্মৃতি রয়েছে। তবে সবকিছুর উপর আমি যেটি মনে করি তা হ'ল সংগঠনের কর্মীদের অফুরন্ত ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ। যখনই কোন এলাকায় সাংগঠনিক প্রোগ্রামে যাই, কর্মীরা আমাদেরকে প্রাপ্যের চাইতেও বেশী কিছু উজাড় করে দেন। তাদের এই আন্তরিক দ্বীনী ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কোন স্মৃতিকথার চাইতে কোন অংশেই কম নয়।

তাওহীদের ডাক : শিক্ষকতা পেশায় আপনার দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। পেশাজীবনের দু'একটি স্মৃতি যদি বলতেন?

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ : কয়েকটি ঘটনা মনে পড়ে। যেমন :

ক. আমি ১৯৮৫ সনে ৭ম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষা ক্যাডারে উত্তীর্ণ হই এবং সরকারী চাকুরীতে যোগ দেই। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় ৩ বছর লেগে যায় এবং ১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজে আমার পদায়ন হয়। তখন আমি চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার জন্য আমার স্ত্রীসহ রাজশাহীতে আমীরে জামা'আতের বাসায় উঠি। বাসায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় রাতে ঘুমানোর সময় হ'লে আমীরে জামা'আত আমাকে বললেন, মেয়েরা অন্দর মহলে থাক আর আমি-আপনি এই ঘরে থাকি। সেই ঘরে একটি খাট ছিল। আমীরে জামা'আত তার বড় ছেলে আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবকে নিয়ে ঘরের মেঝেতেই বিছানা করে শুয়ে পড়েন। কোনভাবেই তিনি আমাকে নীচে নামতে দিলেন না। বললেন, 'আপনি আমার বাড়ির মেহমান। অতএব আপনাকে উপরেই শুতে হবে'।

খ. আমি চুয়াডাঙ্গায় গিয়ে আহলেহাদীছ আক্বীদা মোতাবেক ছালাত আদায় করি। কলেজে অধ্যায়নরত দামুড়হুদা থানার শিবনগর গ্রামের ৫/৬ জন ছাত্র আমার ছালাত দেখে কৌতুহলী হয়ে উঠে এবং তারা খুবই খুশী হয়। তারা আমাকে বলে, স্যার আপনি তো বুখারীর বর্ণিত ছালাত আদায় করেন। ছাত্রগুলো মূলত হক-অনুসন্ধিসু ছিল এবং তারা চুয়াডাঙ্গা শহরে ছহীহভাবে ছালাত আদায় করায় মুরব্বীদের বাঁধার সম্মুখীন হয় এবং এক পর্যায়ে বিষয়টি প্রকট আকার ধারণ করে। অতঃপর সেখানকার বুজরুগ গড়গড়ি গ্রামের আবুল কাশেম নামের একজন আলেম আমাকে ডেকে পাঠান এবং বাহাছ-মুনাযারা আয়োজনে করে আমাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করেন। অথচ আমি সে ব্যাপারে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। তাছাড়া আমার মাদরাসা ব্যাকগ্রাউণ্ড ছিলনা। তবুও সংগঠনের সাহচর্যে থেকে যতটুকু শিখেছিলাম, তা-ই দিয়ে তাদের মোকাবেলা করি। আলহামদুলিল্লাহ, এখন সেই শিবনগর গ্রামে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শাখা হয়েছে এবং সেই ছাত্রদের

মাধ্যমে আহলেহাদীছ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যারা এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল তন্মধ্যে জামাল, তমাল, তাদের বড় ভাই কামাল, আব্দুল ওয়াহিদ, নযরুল ইসলাম প্রমুখ।

তাওহীদের ডাক : জাতি গঠনের কারিগর আদর্শ শিক্ষক হতে গেলে কী কী গুণ অর্জন করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ : ছাত্রদের মাঝে আদর্শ ছড়িয়ে দেয়া এবং নিজে আর্দশিকভাবে দৃঢ় হওয়া একজন আদর্শবান শিক্ষকের জন্য খুবই যরূরী বিষয়। আমি সাধারণত ক্লাসে আরব জাতির ইতিহাস তথা মহানবী (ছাঃ)-এর জীবনী ও খোলাফায়ে রাশেদাহ অধ্যায়টি বেশী পড়াতাম এবং তাদের সামনে খোলাফায়ে রাশেদাহ্র আদর্শে আদর্শিত মনীষীদের জীবন্ত উদাহরণ তুলে ধরতাম। শুধু তাই নয়, সুযোগ পেলে ক্লাসের বাইরেও আমাদের তাক্বলীদী সমাজ ব্যবস্থার বিপরীতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অমীয় বাণী তুলে ধরতাম। ফলে আমি আমার জীবনে এর সুফলও পেয়েছি। কখনো কোনদিনও কোন প্রিন্সিপ্যাল বা দায়িত্বশীল আমাকে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া বা বিভিন্ন দিবস পালনের মত জাহেলী প্রথা পালনের জন্য কখনো আদেশ করেননি। অথচ সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবীদের জন্য তা অত্যন্ত কঠিন যা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে আজ আমার খুব মনে পড়ছে ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারীর কথা। আমীরে জামা'আতকে কারান্তরীণ করা হলে আমার প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কাছ থেকে যে সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছি, তা অকল্পনীয়। আমি এগুলিকে গায়েবী মদদ বলে মনে করি। ফালিল্লাহিল হামদ।

***তাওহীদের ডাক :* 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে নছীহতমূলক যদি কিছু বলতেন?**

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ : আমরা বংশগত আহলেহাদীছ এবং শৈশবকাল থেকেই জমঈয়তে আহলেহাদীছ সংগঠনের নাম শুনে আসছি। শুধু তাই নয়, সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকাও তখন ছিল। কিন্তু বংশগত আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে আমরা চেতনাগতভাবে ছিলাম খুবই দুর্বল। সেই সময় ১৯৮৫ সালের সালের জানুয়ারীতে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত 'তাওহীদের ডাক' আমাদের আক্বীদার জগতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। ইতিপূর্বে সাহিত্য বলতে আহলেহাদীছদের তেমন কিছু ছিলনা। ব্যক্তিগত কয়েকজন আহলেহাদীছ বক্তার দু'চারটি বই ছিল মাত্র। আলহামদুলিল্লাহ এখন বাংলা ভাষাভাষী আহলেহাদীছদের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রকাশিত সাহিত্যসমূহ সেই শূণ্যতা পূরণ করেছে। আমি পাঠকদের উদ্দেশ্যে শুধু এটুকুই বলব যে, কুরআন পড়লে প্রতি হরফে দশটি করে নেকী পাওয়া যায়। আর সেই কুরআন অনুধাবনে তাওহীদের ডাকের মত পত্রিকার অবদান মোটেও ছোট করে দেখার মত নয়।

তাওহীদের ডাক : আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে ও তাওহীদের ডাকের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ জানাই। জাযাকাল্লাহ খাইরান।

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ : তোমাদেরকেও ধন্যবাদ।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস

-মুখতারুল ইসলাম

(৩য় কিস্তি)

(ঘ) আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ছাহাবীগণ সম্পর্কে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর আক্বীদা :

ক. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে তার আক্বীদা :

১. ভণ্ড নবী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী বলে, নবী (ছাঃ)-এর তিন হাজার মু'জেযা ছিল, কিন্তু আমার মু'জেযাসমূহ এক মিলিয়নেরও অধিক *(গোলামের 'তুহফায়ে কুবরা' ৪০ পৃ.; 'তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন' ৪১ পৃ.)*।[১]

২. সে বলে, রাসূল (ছাঃ)-এর কামালিয়াতের তাজাল্লী শেষ প্রান্তে উন্নীত হতে পারেনি, বরং এই তাজাল্লীসমূহ আমার যুগে এবং আমার ব্যক্তিত্বে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে *('খুতবায়ে ইলহামিয়া, ১৭৭ পৃঃ)*।[২]

৩. তার ছেলে ও খলীফা মাহমুদ আহমাদ বলেছে, 'প্রত্যেকের জন্য এটা সম্ভব যে, সে যে মর্যাদায় উন্নতি লাভ করতে বা পৌঁছতে চায়, তা সে পেতে পারে। এমনকি যদি সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মর্যাদা ও সম্মান থেকেও অগ্রগামী হতে চায়, তাতেও সে সফলকাম হতে পারে *(মাহমুদ আহমাদের 'ইওমিয়াত' যা আল-ফযল পত্রিকায় ১৭ই জুলাই ১৯২২ সনে প্রকাশিত)*।[৩]

৪. এই ভণ্ডনবী কাদিয়ানী অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর নিজেকে অধিক মর্যাদাবান দাবী করে বলেছে, তাঁর (মুহাম্মাদ (ছা.)-এর জন্য চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল এবং আমার জন্য চন্দ্র ও সূর্য উভয়েরই গ্রহণ হয়। তুমি কি এটা অস্বীকার কর? অর্থাৎ নবী ছাঃ)-এর জন্য কেবল চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, সে স্থলে আমার জন্য চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের মধ্যে গ্রহণ লেগেছিল *(গোলামের ই'জাযে আহমাদী ৭১ পৃ.)*।[৪]

পর্যালোচনা ও জবাব

মুরতাদ গোলাম আহমাদ সম্পর্কে শায়খ ইহসান এলাহী যহীর বলেন, আল্লাহ্‌র এ শত্রু নবী করীম (ছাঃ)-এর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতে চেয়েছে। যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ– অর্থাৎ আমি আপনার খ্যাতিকে সুউচ্চ করেছি'।[৫] তিনি আরও বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করলাম, আর ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম'।[৬]

মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীকেও সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। সে ইহুদীদের ন্যায় কুরআনকে পরিবর্তন করার ইচ্ছা করেছে।

তিনি আরো বলেন, কারো কাছে হাত পাতা ও কাকুতি মিনতি করা আল্লাহর রাসূলগণের অভ্যাস ছিল না; বরং তারা ছিলেন সবচেয়ে সাহসী ও সত্যবাদী। অনুরূপভাবে তারা ছিলেন সবচেয়ে বেশি অমুখাপেক্ষী এবং অপরের কাছে কিছু চাওয়া ও কারো সামনে হাত পাতা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। এইতো আল্লাহর রাসূল মক্কার নেতাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে এবং তাদেরকে কাফের নামে অভিহিত করে আল্লাহর বাণী ঘোষণা করছেন-

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ–لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ–وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ–وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ–وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ–لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ–

অর্থাৎ আপনি বলুন, হে কাফেরগণ! তোমরা যার উপাসনা কর, আমি তার উপাসনা করি না। আর তোমরাও উপাসনা কর না আমি যার উপাসনা করি এবং ভবিষ্যতেও আমি তোমাদের মা'বুদগণের উপাসনা করব না। আর তোমরাও আমার মাবুদের উপাসনা করবে না। তোমাদের প্রতিদান তোমরা পাবে এবং আমার প্রতিদান আমরা পাব।[৭]

কিন্তু এই ভণ্ডনবীর অবস্থান হ'ল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, এই কাফের ইংরেজ সরকার সম্পর্কে বলে যে, আমি সেই পরিবারের লোক যার সম্পর্কে ইংরেজ সরকার স্বীকার করে যে, এ পরিবার সরকারের অতি বিশ্বস্ত। প্রশাসকরাও স্বীকৃতি দিয়েছে যে, আমার পিতা ও আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা মনেপ্রাণে পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে সরকারের সেবা করেছে। এ সরকারের তত্ত্বাবধানে আমরা যে সুখ ও শান্তি পাচ্ছি, তজ্জন্য এ দয়াল সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমি কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এ জন্য আমি আমার পিতা ও আমার ভাই এ সরকারের অবদান ও উপকারসমূহ প্রকাশ করতে ও জনসাধারণকে এ সরকারের আনুগত্যের প্রতি বাধ্য করতে এবং তাদের অন্তরে এটিকে বদ্ধমূল করতে সর্বদা কঠোর পরিশ্রম করেছি *(তাবলীগে*

১. *ইহসান ইলাহী যহীর, আল-কাদিয়ানিয়্যাহ : দিরাসাত ওয়া তাহলীল, তদেব, পৃ. ৭২।*
২. *তদেব, পৃ. ৭৯।*
৩. *তদেব, পৃ. ৮৮-৮৯।*
৪. *তদেব, পৃ. ৭৫।*
৫. *সূরা ইনশিরাহ, ৯৪/৪।*
৬. *সূরা মায়েদা ৫/০৩।*
৭. *আল-কুরআন, সূরা কাফেরূণ, ১০৯/১-৬।*

www.tawheederdak.com

রিসালাত, ৭ম খণ্ড, ৮ও ৯ পৃ.)। অথচ নবীগণ শাহাদৎ বরণ করেছেন, অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন, নিজ ঘর-বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন এবং ধন-সম্পদ হতে বঞ্চিত হয়েছেন। তবুও আল্লাহর পথে দাওয়াত ত্যাগ করেননি এবং আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া কারো আনুগত্য গ্রহণ করেননি। তারা কোন রাজা বাদশাহর দাসত্ব স্বীকার করেননি এবং কোন স্বৈরাচার ও ফেরাউনের সম্মুখে মাথা নত করেননি। তারা মহান আল্লাহর এই বাণীর উপর অটল ছিলেন- فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ অর্থাৎ তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছে, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর, এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করে চল।[৮]

ভণ্ডনবী কাদিয়ানীর মত তারা মানুষের উপর কাফেরদের আনুগত্য ওয়াজিব করেন নি। যদি এই তাদের লক্ষ্য হত, তবে তাদেরকে প্রেরণ করার কি সার্থকতা ছিল? গোলাম আহমদ অন্যত্র বলে, আমি আমার জীবনের অধিকাংশ সময় ইংরেজ সরকারের সাহায্যে এবং জিহাদের বিরোধিতায় ব্যয় করেছি। আর মুসলমানগণ এই সরকারের প্রতি অনুগত না হওয়া পর্যন্ত আমার এ চেষ্টা চালিয়ে যাব *(তিরিয়াকুল কুলূব ১৫ পৃ.)*। হ্যাঁ, কার্যতঃ জিহাদের বিরোধিতায় সে তার জীবন পাত করেছে।[৯]

খ. আম্বিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে কাদিয়ানীর আক্বীদা

১. সে দাবী করেছে যে, সে সকল নবী রাসূলের চেয়েও উত্তম *(মালফূযাতে আহমাদিয়া ২/১৪২ পৃ. ও হামেশাতু হাক্বীকাতুল অহী ৭২ পৃ.)*।[১০]

২. সে আরো বলে, সমস্ত নবী-রাসূলগণকে যা দেওয়া হয়েছে, তাকে তার সমস্তটাই দেয়া হয়েছে *(দুররে ছামীন ২৮৭, ২৮৮ পৃ.)*।[১১]

৩. সে নিজেকে আদম (আ.)-এর উপরও প্রাধান্য দিয়ে বলেছে আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে অনুসরণীয় সরদার বানিয়েছেন। আর তাকে প্রত্যেক প্রাণীর উপর প্রধান ও শাসক নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহর বাণী 'আদমকে তোমরা সেজদা কর' দ্বারা তা প্রমাণিত। অতঃপর শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করে জান্নাত থেকে বের করে ফেলে। তাই ক্ষমতা শয়তানের কাছে চলে যায়, আর আদম লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়ে পড়েন। তারপর শয়তানকে পরাজিত করার জন্য আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে আল্লাহ পাক এর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন *(মালফারুক ফী আদম ওয়াল মাসীহুল মাওঊদ ও খুত্বা ইলহামিয়্যাহ)*।[১২]

৪. সে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার দাবীর সত্যতায় এত অধিক নিদর্শনাবলী ও দলীল প্রমাণ নাযিল করেছেন, যদি এগুলো নূহের (আঃ)-এর উপর নাযেল করা হত তবে তাঁর কওমের কেউই ডুবে মরত না। কিন্তু এ সকল বিরুদ্ধবাদীদের উদাহরণ হ'ল ঐ অন্ধের ন্যায় যে উজ্জ্বল দিবসকে রাত বলে, দিন নয় *(তাতিম্মাতু হাকীকাতুল অহী ১৩৭ পৃ.)*।[১৩]

৫. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উপর নিজেকে প্রাধান্য দিয়ে সে বলে, আমি এই উম্মতের ইউসুফ অর্থাৎ আমি অক্ষম ও অধম বনী ইসরাইলের ইউসুফ হতে উত্তম। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিজে এবং অনেক নিদর্শনাবলী দ্বারা আমার পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। অথচ ইউসুফ (আঃ) নিজের পবিত্রতার জন্য মানুষের সাক্ষীর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়েছেন *(বারাহীনে আহমদিয়া)*।[১৪]

৬. তার পুত্র মাহমূদ আহমাদ বলেছে, তার পিতা আহমাদ আদম, নূহ এবং ঈসার চেয়ে উত্তম। কেননা আদমকে শয়তান জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল, কিন্তু তার পিতা আদম সন্তানকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। নূহের এক সন্তান আল্লাহর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, কিন্তু তার পিতার সন্তান হেদায়েত পেয়েছে। ঈসাকে ইহুদীরা ক্রশবিদ্ধ করেছিল, আর তার পিতা ক্রশ ভাঙবে *(আল-ফাযল, ১৮ জুলাই, ১৯৩১)*।[১৫]

পর্যালোচনা ও জবাব :

শায়েখ বলেন, এই মিথ্যুক গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী আম্বিয়াকেরাম আলাইহুমুস সালাম-এর ব্যাপারে মিথ্যাচার করেছে। আম্বিয়াকেরামকে গালি দেওয়া কুফরী। তাহলে কি কোন মুসলমানের এটা করা সম্ভব? তিনি আরো বলেন, অতঃপর, মুসলমানদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এ কল্পনা করতে পারে যে, মুসলমানদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নবী ও রাসূলকে গালি দিতে পারে, তাঁদের নিন্দা করতে পারে?[১৬]

এসকল নিকৃষ্ট বক্তব্যের মূলতঃ কোন জবাব হয় না। আল্লাহ এই লা'নতপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করুন। আমীন!

গ. ছাহাবীগণ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের আক্বীদা

১. কাদিয়ানীদের পত্রিকা একটি প্রবন্ধ প্রচার করেছে, গোলাম আহমাদের সঙ্গী-সাথী ছাহাবীদেরই মত এবং তার উম্মত একটি নতুন উম্মত। এতে আছে- 'আল্লাহ এ রিসালাতকে কাদিয়ান নামক উজাড় বস্তিতে প্রকাশ করেছেন এবং এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য গোলাম আহমদকে নির্বাচিত করেছেন, যিনি পারস্য বংশোদ্ভুত। তাকে বলে দিয়েছেন, আমি তোমার নাম পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দেব এবং শক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব। তুমি যে ধর্ম নিয়ে আগমন

---

৮. আল-কুরআন, সূরা হিজর, ১৫/৯৪।
৯. আল-কাদিয়ানিয়্যাহ : দিরাসাত ওয়া তাহলীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।
১০. তদেব, পৃ. ৭১।
১১. তদেব।
১২. তদেব, পৃ. ৫৭।
১৩. তদেব, পৃ. ৬০।
১৪. তদেব, পৃ. ৬২।
১৫. তদেব, পৃ. ৬৬।
১৬. তদেব, পৃ. ৫০।

www.tawheederdak.com

করেছ, উহাকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করব। আর এ বিজয় কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে *(আল-ফযল পত্রিকা ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ খ্রি.)*।[১৭]

২. পত্রিকাটি আরো প্রচার করেছে যে, যে ব্যক্তি কাদিয়ানী ধর্ম গ্রহণ করা অবস্থায় গোলাম আহমদকে দেখেছে, তাকে ছাহাবী বলা হবে *(আল-ফযল, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ খ্রি.)*।[১৮]

৩. গোলাম আহমদ নিজেই এ মতের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, যে ব্যক্তি আমার জামা'আতে প্রবেশ করবে, সে বাস্তবে সাইয়েদুল মুরসালীনের ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে *(গোলামের 'খুতবায়ে ইলহামিয়া' ১৭১ পৃ.)*।[১৯]

৪. কাদিয়ানী পত্রিকা আরো লিখেছে, গোলাম আহমাদের জামা'আত প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের জামা'আত। তাদের উপর যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর ফয়েয ও বরকত সমূহ জারী হয়, এমনিভাবে কোন পার্থক্য ছাড়াই তার জামা'আতের উপর রাসূল (ছাঃ)-এর ফয়েজ ও বরকত জারী হয় *(আল-ফযল ১ম জানুয়ারী ১৯১৪ খ্রি.)*।[২০]

৫. কাদিয়ানী খলীফা মাহমুদ আহমদ তার জামা'আতকে ঐ সকল লোকের সাথে সাক্ষাতের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছে যে, মসীহে মাওউদের ছাহাবীদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ করা উচিত। এদের মধ্যে অনেকেই এমন আছে, যাদের চুল এলোমেলো এবং মলিন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাদের প্রশংসা করেছেন *(আল-ফযল, ৮ই জানুয়ারী ১৯৩২ খ্রি.)*।[২১]

৬. গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বলেছে, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে হাযার হাযার ওলী জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমার সমান কেউ নেই *(গোলামের 'তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন' ২৯ পৃ.)*।[২২]

৬. ইমাম হাসান ও হুসাইনের (রা.)-এর কথা উল্লেখ করে সে বলে যে, মুসলমানরা আমার উপর এ জন্য রাগান্বিত যে, আমি নিজেকে ইমাম হুসাইনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেই। অথচ কুরআনে তাঁর নামের উল্লেখ নেই, বরং যায়েদের নাম আছে। হুসাইন যদি শ্রেষ্ঠ হতেন তবে, কুরআনে তাঁর নামের উল্লেখ থাকত। আর পিতৃত্বের সম্বন্ধ তো আল্লাহর এ বাণী দ্বারা ছিন্ন হয়ে গেছে, মুহাম্মদ তোমাদের মধ্য হতে কোন পুরুষের পিতা নহেন, বরং তিনি আল্লাহর একজন রাসূল *(মালফূযাতে আহমাদীয়া ১৯১-১৯২ পৃ.)*।[২৩]

৭. কাদিয়ানী পুত্র মাহমূদ আহমাদ কাদিয়ানে এক জুম'আর খুৎবায় বলেছিল, 'আমার পিতা বলেছেন, একশত হুসাইন আমার পকেটে রয়েছে। মানুষ এর অর্থ এই বুঝে যে তিনি একশত হুসাইনের সমান। কিন্তু আমি আরো অধিক বলি যে, দ্বীনের খেদমতের জন্য আমার পিতার এক ঘন্টার কুরবাণী একশত হুসাইনের কুরবাণীর চেয়ে উত্তম *(আল-ফযল, ২৬ জানুয়ারী, ১৯২৬খ্রি.)*। কাদিয়ানী পত্রিকা আল-হিকামে প্রকাশিত হয়েছে যে, 'পুরাতন খিলাফত নিয়ে দ্বন্দ্ব পরিহার কর এবং নতুন খেলাফত গ্রহণ কর। তোমাদের মধ্যে জীবিত আলী বিদ্যমান। তাকে ছেড়ে তোমরা মৃত আলীর অনুসন্ধান করছ' *(মালফূযাতে আহমাদিয়া ১ম খণ্ড ১৩১ পৃ.)*।[২৪]

৮. এ জঘন্য মিথ্যাবাদী ভণ্ডনবী আরো অগ্রসর হয়ে নিজেকে নবী করীম (ছাঃ)-এর সবচেয়ে প্রিয় পাত্র ও নবীর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দিয়ে বলে যে, আমি ঐ মাহদী, যার সম্পর্কে ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কি আবু বকরের সমমর্যাদাসম্পন্ন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তার তুলনায় আবু বকরের অবস্থান কোথায়? বরং তিনি তো কোন কোন নবীর চেয়েও উত্তম *(গোলাম কাদিয়ানী রচিত 'মি'ইয়ারুল আখবার' যা তাবলীগে রেসালাতের ৯ম খণ্ডের ৩০পৃষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত)*।[২৫]

৯. তার পুত্র ও খলীফা মাহমূদ আহমাদ বলেছে, আবু বকরের মর্যাদা উম্মতে মুহাম্মদীর শত শত লোক অর্জন করেছে *(মাহমুদ আহমাদ রচিত 'হাকীকতে নবুঅত' ১৫২ পৃ.)*।[২৬]

১০. জনৈক কাদিয়ানী লিখেছে যে, সে কোন এক কাদিয়ানী ধর্ম প্রচারককে এই বলতে শুনেছে যে, সে বলেছে গোলাম আহমাদের তুলনায় আবু বকর ও ওমরের অবস্থান কোথায়? এরা তো গোলাম আহমাদের জুতা বহনের যোগ্যতাও রাখে না (নাঊযুবিল্লাহ) *(মুহাম্মদ হুসাইন আল কাদিয়ানী কর্তৃক রচিত 'আল- মাহদী', ৫৭ পৃ.)*।[২৭]

১১. শুধু তাই নয় বরং এই ভণ্ডনবী কোন কোন ছাহাবীকে বোকা বলত। সে বলত যে, আবু হুরায়রা (রা.) নির্বোধ ছিলেন, তার সঠিক বোধশক্তি ছিল না *(গোলামের 'ই'জাযে আহমাদী' ১৮পৃ.)*।[২৮] সে আরো বলেছে যে, কোন কোন ছাহাবী ছিলেন নির্বোধ। *('যমীমাতু নাছরুল হক' এর পরিশিষ্ট ১৪০ পৃ.)*।[২৯]

পর্যালোচনা ও জবাব :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর গোলাম আহমাদ সম্পর্কে বলেন, সে সকল নবী-রাসূলের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেছে এবং তাঁদের অবমাননা করে তাঁদের সম্মানের উপর আঘাত হেনেছে। কাউকে গালি দিয়েছে এবং কারো নিন্দা করেছে। অনুরূপভাবে সে জান্নাতবাসী যুবকদের নেতৃদ্বয় হাসান ও হুসাইর এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল আত্মীয় স্বজনের সম্মানের উপর আক্রমণ করেছে। ইসলামের

১৭. *তদেব, পৃ. ৪৯-৫০।*
১৮. *তদেব ।*
১৯. *তদেব।*
২০. *তদেব ।*
২১. *তদেব।*
২২. *তদেব, পৃ. ৫০।*
২৩. *তদেব।*
২৪. *তদেব ।*
২৫. *তদেব, পৃ. ৪৯-৫০।*
২৬. *তদেব, পৃ. ৫১-৫২।*
২৭. *তদেব ।*
২৮. *তদেব, পৃ. ৫৫-৫৬।*
২৯. *তদেব ।*

পতাকাবাহী এবং রাসূলের সুন্নাতের প্রচারকারী পবিত্র ছাহাবীগণ (রা.) আয়িম্মাতুল মুজতাহিদীন, আউলিয়ায়ে উম্মত ও মনোনীত মনীষীগণকে সে অবলীলায় নির্বোধ আখ্যায়িত করেছে।[৩০]

তা সত্ত্বেও কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে এবং মুসলমানদের সাথী বলে ধারণা করে। আর মুসলমানরা যে ধর্ম বিশ্বাস রাখে, তারাও সে ধর্মে বিশ্বাস রাখে বলে দাবী করে। মুসলমানদের মধ্যে এমন কে আছে, যে হযরত আবু বকর,ওমর, ওসমান ও আলী (রা.) থেকে কাউকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করতে পারে? মুসলমানদের এমন কোন ইমাম আছে যিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর দরবারে ইমাম হাসান ও হুসাইনের তুলনায় পরবর্তীদের মধ্যে অন্য কেউ অধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হবে? বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে এমন কে আছে, যে, ধারণা করতে পারে যে, এমন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে, যে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও আদম সন্তানের সর্দার হ'তে অধিক মর্যাদাবান? না, এমন কেউ নেই। সুতরাং কে আছে এমন যে মুসলমান হয়ে এমন উক্তি করতে পারে?[৩১]

শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর ছাহাবীগণ সম্পর্কে মূর্খদের বক্তব্যসমূহ খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন, অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গোলাম আহমাদের মত একজন ইতর ব্যক্তি ঐ সকল পবিত্র ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রতিযোগিতার দাবী করে যাদেরকে আল্লাহ এ পৃথিবীতে থাকা অবস্থাতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।[৩২] যেমন-

১. আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ إِلاَّ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ 'নবী ও রসূলগণ ব্যতীত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে বয়স্ক জান্নাতবাসীদের সর্দার হলেন এরা দুইজন (আবু বকর ও ওমর)।[৩৩]

২. নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহ্র নিকট যা আছে- এতদুভয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দিলেন। তিনি আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা গ্রহণ করলেন। তখন আবু বকর (রা.) কাঁদতে লাগলেন। আমি (হাদীছের রাবী আবু সাঈদ) মনে মনে ভাবলাম, এই বৃদ্ধকে কোন বস্তুটি কাঁদাচ্ছে? আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহ্র নিকট যা রয়েছে তা গ্রহণ করেছেন (এতে কাঁদার কি আছে?)। মূলতঃ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-ই ছিলেন সেই বান্দা। আর আবু বকর (রা.) ছিলেন আমাদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে আবু বকর! তুমি কাঁদবে না। নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমাকে যিনি সবচেয়ে অধিক ইহসান করেছেন তিনি আবু বকর। আমার কোন উম্মতকে যদি আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তবে তিনি হতেন আবু বকর। কিন্তু তাঁর সাথে রয়েছে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য। আবু বকর (রা.)-এর দরজা ব্যতীত মসজিদের কোন দরজাই রাখা হবে না, সবই বন্ধ করা হবে।[৩৪]

৩. নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জোড়া বস্তু ব্যয় করে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এ দরজাটি উত্তম (এদিকে এস)। সুতরাং যে ছালাত আদায়কারীদের দলভুক্ত হবে, তাকে ছালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে মুজাহিদদের দলভুক্ত হবে, তাকে জিহাদের দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। আর দাতাকে দানের দরজা থেকে ডাকা হবে। এ সব শুনে আবু বকর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, যাকে ডাকা হবে, তার ঐ সকল দরজার তো কোন প্রয়োজন নেই (কেননা মুখ্য উদ্দেশ্য হল কোনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করা)। কিন্তু এমন কেউ হবে কি, যাকে উক্ত সকল দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আর আশা করি, তুমি তাদের দলভুক্ত হবে।[৩৫]

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ আল্লাহ তা'আলা ওমর (রা.)-এর মুখে ও হৃদয়ে সত্যকে স্থাপন করেছেন।[৩৬]

৫. রাসূল (ছা.) বলেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ অর্থাৎ সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, যখনই শয়তান পথ চলতে চলতে তোমার সামনে আসে, তখনই সে তোমার রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তা ধরে।[৩৭]

৬. হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর শানে রাসূল (ছা.) বলেন, الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ হাসান ও হুসাইন (রা.) প্রত্যেকেই জান্নাতী যুবকদের সরদার।[৩৮]

তিনি বলেন, গোলাম আহমাদের মত নির্বোধ, কুরুচিপূর্ণ ব্যক্তি যখন নবী (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের প্রতি অপমানসূচক কথা বলেন তখন তার ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবী বাতুলতা মাত্র।[৩৯] *(ক্রমশঃ)*

---

৩০. তদেব, পৃ. ৪৯-৫০।
৩১. তদেব ।
৩২. তদেব, পৃ. ৫২।
৩৩. তদেব, পৃ. ৪৯-৫০। আহমাদ হা/৬০২, ছহীহাহ হা/৮২৪; মিশকাত হা/৬০৫০।
৩৪. বুখারী হা/৩৬৫৪, ৪৬৬; মুসলিম হা/২৩৮২।
৩৫. বুখারী হা/১৮৯৭, ২৮৪১, ৩২১৬, ৩৬৬৬, ১৫৬, ১৮৯; মুসলিম হা/১০২৭।
৩৬. তিরমিযী হা/৩৬৮২; মিশকাত হা/৬০৩৩।
৩৭. বুখারী হা/৩২৯৪।
৩৮. তিরমিযী হা/৩৭৬৮, ছহীহাহ হা/৭৯৬; মিশকাত হা/৬১৫৪।
৩৯. তদেব ।

রাত্রি জাগরণ

-রায়হানুল ইসলাম

ভূমিকা : মহা বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিরাজি পরিচালিত হচ্ছে একক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া নিয়ামানুসারে। গাছ-পালা, নদী-নালা, রাত-দিনসহ সমস্ত জীবজন্তু গ্রহ-নক্ষত্র এক কথায় সব কিছুই চলছে অদৃশ্য এক নিয়ম মেনে। পৃথিবীতে কোন কিছুই আপনা-আপনি তৈরী হয়নি এবং সেগুলো আপনা থেকে পরিচালিতও হচ্ছে না। বরং সব কিছু একজন পরিচালকের দেওয়া নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনেই পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং স্রষ্টার দেওয়া নিয়মের ব্যতিক্রম যদি কেউবা কোনকিছু সৃষ্টি করে তাহলেই তাতে দেখা দেয় বিশৃংখলা ও অশান্তি।

সমগ্র সৃষ্টি জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষকেই আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করলেন। কারণ তিনি মানুষকে স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রদান করেছেন। মানুষ নিজের খেয়াল খুশীমত যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। চাইলে সে আল্লাহ্র আনুগত্যও করতে পারে আবার চাইলে নাফরমানী করতে পারে। আর এজন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য চিরশান্তি তথা জান্নাত অথবা শাস্তি তথা জাহান্নামের ব্যবস্থা করেছেন। যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আল্লাহ্র আনুগত্য করবে তার জন্য জান্নাত আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا 'আর বলে দাও সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে, কাজেই যার ইচ্ছা ঈমান আনুক যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক। নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। যার লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে রাখবে। তারা সেখানে পানিও চাইলে তাদেরকে গলিত সীসার ন্যায় পানি দেওয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল ঝলসে দেবে, কত না নিকৃষ্ট পানীয় এটি আর কতই নিকৃষ্ট আবাস্থল (এই জাহান্নাম)' *(কাহাফ-১৮/২৯)*। সুতরাং মানুষ চিন্তাশক্তিতে স্বাধীন হলেও মহান আল্লাহ্র চিরন্তন কিছু সৃষ্টির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। মানুষ চাইলেও আল্লাহ প্রদত্ত অপার নে'মতের লাগাম টানতে পারে না। নিম্নে আমরা আল্লাহ প্রদত্ত রাত্রি জাগরণ সম্পর্কিত আলোচনার প্রয়াস পাব।

রাতের পরিচয় : বাংলায় রাত হল দিনের বিপরীত। এর প্রতিশব্দ হলো নিশি, নিশা, রজনী, যামিনী, অন্ধকার, তিমির, আঁধার ইত্যাদি। পরিভাষায় সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় কালকে রাত বলা হয়।

রাত মহান আল্লাহ্র এক অশেষ নে'মত : আল্লাহ তা'আলা এই জগতে কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং সবকিছুই মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ 'আমি আকাশ, পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝে যা আছে তা অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এরকম ধারণা তো কাফিররা করে থাকে সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের দূর্ভোগ' *(ছদ-৩৮/২৭)*।

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ 'তোমরা কি ভেবেছিলে যে আমি তোমাদেরকে অনার্থক সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরে আনা হবে না' *(মু'মিনুন-২৩/ ১১৫)*।

অতএব রাত মহান আল্লাহ্র এক অশেষ নে'মত- এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। কেননা রাত আছে বলেই আমরা সারাদিনের কর্মব্যস্ত থেকে ছুটি পেয়ে ক্লান্তি দূর করতে পারছি। রাত আছে বলেই দিনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

করতে পারছি। রাত আছে বলেই কর্মচঞ্চল পৃথিবীর সুশান্ত রূপ উপভোগ করতে পারছি।

রাত সৃষ্টির উদ্দেশ্য : এই রাত মহান আল্লাহ সৃষ্টি জগতের জন্য করেছেন আচ্ছাদন বা ঢাকনা স্বরূপ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا 'আর আমি রাতকে করেছি আবরণ' *(নাবা-৭৮/১০)*। তিনি আরো বলেন, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورً 'আর তিনি তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে করেছেন আরামপ্রদ এবং দিনকে করেছেন জীবন্ত হয়ে ওঠার সময়' *(ফুরক্বান-২৫/৪৭)*।

আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নাও। আর দিনকে করেছে আলোক ও দিপ্তীময়। নিশ্চয় এতে শ্রবণশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে *(ইউনূছ-১০/৬৭)* । অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 'তারা কি লক্ষ্য করেনা যে আমি রাতকে সৃষ্টি করেছি, যেন তারা তাতে বিশ্রাম নিতে পারে আর দিনকে করেছি দীপ্তিময়? নিশ্চয় এতে ঈমান আনয়নকারী সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নির্দেশনাবলী' *(নামল-২৭/৮৬)*।

তাই দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি যে রাত আমাদের জন্য এক অফুরন্ত শান্তি ও নে'মতের উৎস।

আমরা কীভাবে রাত অতিবাহিত করছি?

ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত রাত জাগাটা এখন বর্তমান সমাজে একটা Trend বা প্রথায় পরিণত হয়েছে। যরূরী কাজ থাকলে তো কথাই নেই, কাজ না থাকলেও আমরা অযথাই রাত জাগি। আবার যারা তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যান তাদেরকে উল্টো নানাভাবে তাচ্ছিল্য করে থাকি। আজকে বেশীর ভাগ মানুষ রাতি জাগরণ করে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত থেকে। কেউ নেশা করে, কেউ ব্যভিচার করে, কেউ পরকীয়া করে, কেউবা বিনোদনের নামে অশ্লীল নাটক-সিনেমা উপভোগ করে, কেউ আবার পর্নোগ্রাফীর নীল রাজ্যে রাত্রির মূল্যবান সময় কাটাচ্ছে। ছাত্র ছাত্রীরা বইয়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে মোবাইল বা কম্পিউটারে বিপরীত লিঙ্গের সাথে অবাধ সম্পর্ক গড়ে তুলছে অথবা অশালীন ভিডিও দেখে কিংবা গেমস খেলে বিশ্রামের সময়টাকে অপচয় করছে। কেউবা আবার নাইট ক্লাবে রাত কাটাচ্ছে। মোটকথা অধিকাংশ মানুষই পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে থেকে রাতের এই বিশ্রামের মূল্যবান সময়টাকে ধ্বংস করছে।

বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থায় রাত্রি জাগরণের এই বদ অভ্যাস কিন্তু আমাদের উপর ঠিকই কুপ্রভাব ফেলছে। যুক্তরাজ্যের স্লিপ রিসার্চ সেন্টারের গবেষকগণ সাম্প্রতিক এক গবেষণায় রাত জাগার ক্ষতির দিকসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত একটি গবেষণা প্রবন্ধ যেটি প্রকাশিত হয়েছে 'প্রমিডিংস অবদ্য ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স' সাময়িকীতে। এতে দেখা যায় যে, গবেষকরা ২২ জন ব্যক্তিকে নিয়ে শারীরিক পরিবর্তনের বিষয় গুলো পর্যবেক্ষণ করেন। গবেষক সিসন আর্চার জানিয়েছেন অনিয়মিতভাবে রাত জাগলে দেহ ঘড়ির ছন্দ রক্ষাকারী জিন ৯৭ শতাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে ।

সুতরাং এভাবে রাত জাগার ফলে মানুষের দু'ধরনের ক্ষতি হচ্ছে এক. ইহকালীন ও পার্থিব ক্ষতি। দুই, পরকালীন ক্ষতি।

ক. ইহকালীন বা পার্থিব ক্ষতি :

রাত জাগার কালে পার্থিব যে সকল ক্ষতি হয় তা নিম্নরূপ :

(১) মানসিক রোগ : যারা রাতে ঘুমায় না বা রাত জেগে থাকে তাদের মধ্যে Depression বা বিষণ্নতা, অস্থিরতা ও বিরক্তি এবং সেই সাথে নানাবিধ মানসিক রোগ বা উপসর্গের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। আর যারা ইতোমধ্যে এসব রোগে ভুগছেন তাদের রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এজন্য মানসিক রোগের চিকিৎসায় ঘুমের ঔষধের প্রয়োগ বেশী দেখা যায়।

(২) স্মৃতিশক্তি কমে যায় : আমরা সারাদিন যা কিছু শিখি বা জানি তা ব্রেনে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে ঘুম অপরিহার্য। ঘুমের মধ্যে স্মৃতির প্রক্রিয়া স্থায়ী রূপ লাভ করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যারা স্বাভাবিক ঘুমায় তাদের তুলনায় রাত জাগা বা অপর্যাপ্ত ঘুমানো ছাত্রদের একাডেমিক পারফরমেন্স কম। এ কারণেই পরীক্ষার আগের রাতে বেশী রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশোনা করতে নিষেধ করা হয়।

(৩) সতর্ক থাকার ক্ষমতা হ্রাস পায় : কেউ যদি দেড় ঘন্টা কম ঘুমায় তাহলে পরের দিন তার শরীরের সক্ষমতা ৩২% কমে যায়। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে সব মেডিকেল রেসিডেন্ট ৪ ঘন্টা কম ঘুমায়, তারা যারা ৭ ঘন্টার বেশী ঘুমায় তাদের চেয়ে দ্বিগুণ বেশী ভুল করে। অথচ তাদের ভুল রোগীদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

(৪) সড়ক দুর্ঘটনা : রাতে ঠিক মত ঘুম না হওয়ার পরিণতিতে ড্রাইভিং-এর সময় স্মৃতিবিভ্রাট জনিত সমস্যার তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়ায় শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতি বছর ১ লক্ষের বেশী সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। ১৫৫০ জন নিহত হয় এবং আহত হয় প্রায় ৪০,০০০ মানুষ। আর আমাদের দেশের কথা নাইবা বললাম।

(৫) মেজাজ খিটমিটে হয় : রাত জাগা মানুষদের দিনের বেলায় অস্থিরতা, বিরক্তি, অস্বস্তি বিরাজ করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিষণ্নতা কাজ করা কিংবা স্মৃতি বিভ্রাটের কারণে

আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ব্যহত হ'তে পারে। সে ক্ষেত্রে মনোমালিন্য বা কথা কাটাকাটির কারণে সহজেই উত্তেজিত হওয়ার ফলে নিকটজনের সাথে সম্পর্কে অবনতি ঘটে।

(৬) ভুল স্মৃতি তৈরী হয় : যারা রাতে পর্যাপ্ত ঘুমান না তাদের ভুল স্মৃতি তৈরী হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন এক ব্যক্তি রাতে তার স্ত্রীকে কিছুই বলেনি, অথচ সকালে তিনি এই বলে হৈ চৈ বাধিয়ে দেয় যে 'তোমাকে রাতে বললাম না খুব সকালেই আমাকে বের হ'তে হবে, তাই নাস্তা প্রস্তুত রেখ'। অথচ বাস্তবে সে কিন্তু এ কথা বলেইনি।

(৭) আত্মহত্যার প্রবণতা বেশী হয় : যে সকল মানসিক রোগী আত্মহত্যা করে তাদের বেশির ভাগেরই অন্যতম উপসর্গ থাকে রাতে ঠিকমত ঘুম না হওয়া। গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন যেসব কিশোর-কিশোরীরা ৫ ঘন্টার কম ঘুমায়, তাদের বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা ৭১% বেশী এবং আত্মহত্যার চিন্তা ৪৮% বেশী। অথচ কিশোর-কিশোরীর জন্য যরূরী হ'ল ৮ ঘন্টা ঘুমানো।

(৮) হার্টের সমস্যা হয় : যারা রাতে ৬ ঘন্টার কম ঘুমায় তাদের উচ্চ রক্তচাপে ভোগার বা নিয়ন্ত্রিত রক্ত চাপ বেড়ে যাওয়ার সম্ভবনা খুব বেশি এবং রাত জাগা রোগীদের হার্ট এ্যাটাক ও স্ট্রোকের প্রাদূর্ভাব বেশী দেখা যায়। সাধারণ মানুষের তুলনায় রাত জাগা মানুষের হার্ট এ্যাটাকের ঝুঁকি ৪০% বেশী। আধুনিক গবেষণামতে 'আপনি যদি রাতে ৬ ঘন্টার কম ঘুমান এবং ঘুম ঠিক মত না হয় তাহলে আপনার রোগ হওয়া এবং মারা যাওয়ার সম্ভবনা ৪৮% বেশী এবং স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়া বা এতে মারা যাওয়ার সম্ভবনা ১৫% বেশী।

(৯) ডায়াবেটিকস : ডায়বেটিকসের অন্যতম প্রধান কারণ ইন্সুলিন রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ নিঃসৃত ইনসুলিনের প্রতি কোষের সংবেদনশীলতা কমে যাওয়ায় তা ঠিক মত কাজ করতে পাওে না। পরপর ৪ রাত ঠিক মত না ঘুমালে ইনসুলিনের প্রতি কোষের সংবেদনশীলতা ১৬% কমে যায়। ফলে ওজন বৃদ্ধি, প্রি-ডায়াবেটিক ও ডায়াবেডিক হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। নিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিকস অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। জাপানে এক গবেষণাপত্রে দেখা যায় রাত জেগে কাজ করা শ্রমিকদের তুলনায় দিনে কাজ করা শ্রমিকদের ডায়াবেডিকসের প্রাদুর্ভাব ৫০% কম।

(১০) ওজন বৃদ্ধি : রাত জাগলে শরীরে কর্টিসল হরমোনের নিঃসরণ বেড়ে যায় যা রক্তে গ্লুকোজের কাজের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ফলে বেশী পরিমাণ ইনসুলিন নিঃসৃত হয়। কিন্তু রাতের বেলা মাংসপেশীর নড়াচড়া কম থাকায় বা খাদ্যের চাহিদা কম থাকায় ইনসুলিন এই গ্লুকোজকে ফ্যাটসেল চর্বি হিসাবে জমা হ'তে সাহায্য করে। তাছাড়াও রাত জাগলে ক্ষুধা নিবারণকারী লেপটিনের মাত্রা কমে যায় এবং ক্ষুধা উদ্রেককারী গ্রেলিনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে সামগ্রিক ক্রিয়ায় দীর্ঘ মেয়াদে শরীরে ওজন বেড়ে যায়।

(১১) দেহের বৃদ্ধি কমে যেতে পারে : ঘুমের মাধ্যমে দেহের বৃদ্ধিজনিত নিঃসরণ বেশী হয় ফলে দেহের বৃদ্ধির হারও বেশী থাকে। রাতের বেলায় উচ্চতা বৃদ্ধির কারনেই অনেক সময় শিশুর জয়েন্টে ব্যাথা হয়। জয়েন্টের কাছাকাছি হাড়ের অংশে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী এপিকাসিয়াল পেট, যা বৃদ্ধির সময় ব্যাথার অনুভূতি সৃষ্টি করে। সুতরাং যারা রাতে ঠিক মত ঘুমায় না, বিশেষত শিশু ও টিনএজারদের দেহের বৃদ্ধি কমে যেতে পারে।

(১২) ব্রেস্ট ও ওভারীর ক্যান্সার : মার্কিন এক গবেষণায় দেখা গেছে যেসব কর্মজীবী নারী রাত জেগে কাজ করে তাদের স্তন ও ডিম্বাশয়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি অন্য নারীদের তুলনায় যথাক্রমে ৩০%ও ৪৯% বেশী।

(১৩) পেটের সমস্যা : যারা অতিরিক্ত রাত জাগেন তাদের মধ্যে বুক জ্বালাপোড়া, পেপটিক আলসার, বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, ইরিটেবল বাউয়েল সিনড্রোম, ডায়রিয়া ও কোষ্টকাঠিন্য সহ নানা সমস্যা হতে পারে।

(১৪) ক্ষত না সারা : যে কোন ক্ষত দ্রুত সারাতে গভীর ঘুম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যারা রাতে স্বাভাবিক ভাবে ঘুমায় তাদের শরীরের অবস্থা অন্যদের তুলনায় ভাল।

(১৫) বন্ধ্যাত্ব : যে সকল মহিলা রাত জাগে তাদের অনিয়মিত মাসিক, অকালে সন্তান প্রসব, ব্যাথা যুক্ত মাসিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তান না হওয়ার মত সমস্যা হতে পারে। বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত ঘুমকে বন্ধ্যাত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে গণ্য করেছেন। এছাড়াও যে সকল নারী-পুরুষ রাতে ঠিকমত ঘুমায় না তাদের যৌনাকাঙ্খা কমে যেতে পারে।

(১৬) শরীর ব্যাথা ও ম্যাজম্যাজ করা : যাদের রাতে ঠিকমত ঘুম হয়না তাদের শরীর ব্যাথা ও ম্যাজম্যাজ প্রায় সবসময় লেগেই থাকে। চিকিৎসা শাস্ত্রে শরীর ব্যাথা নামক রোগটি রাত জাগা মানুষদের মধ্যে তুলনামুলকভাবে বেশী দেখা যায়।

(১৭) ক্লান্তি বোধ : ঘুমের মাধ্যমে দেহ বিশ্রাম নেয় পরবর্তী সময়ের জন্য দেহকে পূর্ণ কার্যক্ষম করে তোলার জন্য। কিন্তু যারা রাত জাগে এবং পর্যাপ্ত ঘুমায় না তাদেরকে পরবর্তী দিনে ক্লান্তিতে ভুগতে দেখা যায়।

(১৮) মাইক্রো স্লিপ : Microsleep হলো কোন রকম পূর্বাভাস ছাড়াই হঠাৎ করে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ঘুমিয়ে পড়া এমনকি কাজ করার অবস্থায়ও। যারা রাত জাগে এবং পর্যাপ্ত ঘুমায় না তাদের মধ্যে Microsleep-এর প্রবণতা বেশী দেখা যায়। যারা ড্রাইভিং করেন বা মেশিন চালায় তাদের জন্য এ অবস্থা মারাত্মক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির কারণ হ'তে পারে।

(১৯) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস : দীর্ঘদিন যাবৎ রাত জাগার কারণে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

বিশেষতঃ ভাইরাস জনিত রোগ-বালাইয়ে ভোগার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

(২০) প্রদাহ বৃদ্ধি : *যারা অনিয়মিত রাত জাগে, তাদের রক্তে প্রদাহ নির্দেশক (Inflammatory Makers) যেমন : Inflammatory (IL-6) Tumor neurosis Factor-Allah) (TNF-A) এবং C-reactive protein (CRP) বেশী থাকে। কোন কোন গবেষক রাত জগাকে Low grade chord chronic inflammation-এর সাথে তুলনা করেছেন।* অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, রাত জাগাজনিত যত সমস্যা হয় তার তার বেশীর ভাগ সমস্যার পিছনের রয়েছে এই মৃদু মাত্রার দীর্ঘ মেয়াদী প্রদাহ। আর এ কারণেই রাত জাগা ব্যক্তিদের শরীরে জ্বর জ্বর ভাব, শরীর ব্যাথা বা সমস্যা করা এবং মাথা ব্যাথা করার মত উপসর্গ প্রায়ই দেখা যায়।

(২১) মাথা ব্যাথা (Migraine) **:** যারা রাতে ঠিকমতো ঘুমায় না তাদের মাথা ব্যাথা বা Migraine-এর ব্যাথা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(২২) মৃগীরোগ ও খিঁচুনীর উপদ্রব : গবেষণায় দেখা গেছে, রাত জাগা মৃগী রোগীদের খিঁচুনীতে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা রাতে স্বাভাবিক ঘুমানো রোগীদের তুলনায় বেশী।

(২৩) ডার্ক সার্কল ও বগি আই : যারা ক্রমাগত রাত জাগে, তাদের চোখের চারপাশে কালো দাগ বা Dark circle তৈরী হয়। কারো কারো Boggy eye বা চোখের নিচে ফুলে উঠে।

(২৪) অঞ্জনী (STYE) **:** যারা অতিরিক্ত রাত জাগে তাদের অঞ্জনীরা Stye হওয়ার সম্ভবনাও বেশী হয়।

(২৫) জিন : মানব দেহে এমন কতগুলো জিন আছে যাদের কার্যকারিতা 'দিবা-রাত্রিতে বা circlias rhythm মেনে চলে। রাত জাগার ফলে এসব জিন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে দেহে নানা রকম জটিলতা স্থায়ী রূপ নিতে পারে।

(২৬) নৈতিকতার অধঃপতন : যারা অতিরিক্ত রাত জাগে ও পর্যাপ্ত ঘুমায় না তাদেও নৈতিক বিচারবোধ অনেকাংশে হ্রাস পায়। ফলে তার দ্বারা অহেতুক ও অনৈতিক কাজ অনেক বেড়ে যায়।

(২৭) হাই তোলা : রাত জাগা মানুষগুলোর মধ্যে দিনের বেলায় অতিরিক্ত হাই তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

(২৮) অলসতা : রাতে পর্যাপ্ত ঘুমানোর ফলে দিনে অতিরিক্ত হাই উঠে এবং শরীরে সর্বদা অলসতা বিরাজ করে। ফলে শরীর কর্মচঞ্চল হ'তে পারে না। এছাড়াও রাত জাগার আরো অনেক পার্থিব ক্ষতি রয়েছে।

খ. পারলৌকিক ক্ষতি :

(১) আল্লাহ্র বিরোধিতা : মহান আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য ঘুমকে এক মহা নে'মত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আর এই ঘুমকে পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য তিনি রাতের নিস্তব্ধতাকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ দিনের কর্মক্লান্তি রাতে ঘুমানোর মাধ্যমে দূর করে পরের দিন আবার পূর্ব কর্মদ্যোম নিয়ে তার ইবাদত ও পার্থিব কাজ করতে পারে। কিন্তু আমরা তার এই নে'মতের শুকরিয়া আদায় না করে, নিজের ইচ্ছে মতো রাতের বিশ্রামকে নষ্ট করছি। এটা তার নিয়মের বিরোধিতা নয় কি?

(২) সুন্নাতের বিরোধিতা : রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমানো এবং এশার পর কথোপকথনকে অপসন্দ করতেন *(বুখারী হা/৫৬৮; মুসলিম হা/৬৪৭)*।

(৩) ফজরের ছালাত কাযা : অতিরিক্ত রাত জাগার ফলে অধিকাংশ সময় ফযরের ছালাত জামা'আতে আদায় করা সম্ভব হয় না। অথচ এর ফযীলত অনেক বেশী। উছমান ইবনু আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা'আতে আদায় করে তার জন্য অর্ধরাত ছালাত আদায়ের ছওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এশা ও ফযরের ছালাত জামা'আতে আদায় কওে, তার জন্য সারা রাত ছালাত আদায়ের ছওয়াব আছে'।[১]

(৪) দায়িত্বহীনতার পাপ : রাত জাগার ফলে দিনে ঘুমের চাপ সৃষ্টি হয়। যে কারণে ব্যক্তির ব্যবসা, চাকুরী, কৃষি কাজ, শিক্ষাদান, প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা মানুষের প্রকৃতি পরিপন্থী, যে প্রকৃতির উপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। আর এ বিষয়ে অবশ্যই তাকে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। মানুষের দুনিয়াবী জীবন হচ্ছে মহান আল্লাহ্র নির্দেশিত ইবাদতের জন্য। সুতরাং বিচারের মাঠে তাকে অবশ্যই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। অতঃপর সে তার ভালো-মন্দ কৃতফল ভোগ করবে।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৭/৩৬)*।

সৎকর্মশীল বান্দাগণ বা সালাফে ছালেহীনরা জান্নাত লাভের উপায় হিসাবে রাতের সময়কে ইবাদতে কাজে লাগাতেন। তারা রাতের যতটুকু অংশ জেগে থাকতেন ততটুটুকে ছালাত, যিকির, ইস্তিগফার ও কুরআন তিলাওয়াতের সময় হিসাবে ব্যয় করতেন। তারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের অভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ রাতের পিনপতন

১. *বুখারী হা/১৩৭৭; তিরমিযী হা/২২১; আবুদাউদ হা/৫৫৫, আহমাদ হা/ ৪০৯।*

নীরবতায় বিশ্রাম গ্রহণের পাশপাশি মহান আল্লাহ্র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা। দিনে কর্মব্যস্ততার দরুণ আমরা যথাযথভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে সক্ষম হই না। তাই রাতের নিস্তব্ধতার অবসওে আমাদের প্রতিপালক সমীপে মনের সমস্ত আবেগ ঢেলে দিয়ে প্রার্থনা নিবেদন করা কর্তব্য। তাহলেই আশা করা যায় আমরা সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব ইনশাআল্লাহ।

গ. রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়ার উপকারিতা :

আমরা যদি রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাই তাহলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ ও জামা'আতে ফযরের ছালাতের জন্য উঠা সহজ হবে। শেষ রাতের এই সময়টা ইবাদতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উপযুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ-آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ- كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ- وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ-

'সেদিন মুত্তাক্বীগণ জান্নাতে ও ঝর্ণাসমূহের মাঝে থাকবে। এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দান করবেন। নিশ্চয়ই তারা ইতিপূর্বে ছিল সৎকর্মশীল। তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত এবং রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত' *(যারিয়াত ৫১/১৫-১৮)*।

ঘ. কীভাবে রাত জাগার অভ্যাস ত্যাগ করবেন :

এখন হয়তো বলবেন যে, আমার তো তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না। কাজ না থাকলেও তাড়াতাড়ি ঘুমাতে পারি না। তাহলে কীভাবে রাত জাগার অভ্যাস পরিত্যাগ করব? নিম্নে কিছু পরামর্শ পেশ করা হলো-

- সর্বপ্রথম তারিখ নির্বাচন করুন, কবে থেকে আপনি জাগার এই বদ অভ্যাস ত্যাগ করবেন। সম্ভব হলে পরিবারের লোকদের এ বিষয়ে জানিয়ে রাখুন যাতে তারা আপনাকে এ সময়ে বিরক্ত না করে।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যান এবং একই সময়ে উঠার অভ্যাস করুন। দেখবেন রাতে ঘুমানো আপনার জন্য সহজ হবে।
- টিভি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও মোবাইল রাতে চালানো বন্ধ করুন। বিকালের পর চা বা কফি পান করা হতে বিরত থাকুন। ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভালোভাবে ওযু করে নিন এবং ঘুমাতে যান।
- শুয়ে থাকা অবস্থায় শরীরের সমস্ত পেশীকে টান-টান করুন। এরপর কিছুক্ষণ এভাবে ধরে থাকুন তারপর ধীরে ধীরে পেশীগুলো শিথিল করুন। এভাবে বার বার করতে থাকুন। তবে পেশী শিথিল করার সময় তাড়াহুড়া করবে না। এই পদ্ধতি গুলোর ধারাবাহিক অনুশীলন করলে ইনশাআল্লাহ আপনি অতিদ্রুত ঘুমাতে পারবেন এবং শেষ রাতে ইবাদতের জন্য উঠতে পারবেন।

সমাপনী :

আলোচনার দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা একথা বলতে পারি যে, আমাদেরকেই বেছে নিতে হবে যে, আমরা আমাদের রাত জাগাকে অভিশপ্ত করবো নাকি মহান আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত করবো। যদি আমরা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণে রাত্রিযাপন পরিত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর দেখানো পথ ও পদ্ধতি অনুযায়ী রাত্রি অতিবাহিত করতে পারি, তবে তা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য কল্যাণকর ও বরকতময় হবে। তাই আসুন! আমরা আমাদের রাত্রি জাগরণকে কল্যাণকর করার চেষ্টা করি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তার দ্বীনের পথে কবুল করুন- আমীন।

[লেখক : সভাপতি, দিনাজপুর (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলা]

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ

-ড. নূরুল ইসলাম

শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ (৮৫) একজন খ্যাতনামা সঊদী বংশদ্ভূত মুহাদ্দিছ। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এক সময় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রো-ভিসি হিসাবেও তিনি সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি তিনি ১৪০৬ হিজরী থেকে মসজিদে নববীতে হাদীছ, আক্বীদা ও অন্যান্য গ্রন্থের দারস দিয়ে আসছেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ ও শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারানো এই অশীতিপর মুহাদ্দিছের তাদরীসী খেদমত এখনো জারী আছে। বর্তমানে অদ্যাবধি তিনি মসজিদে নববীতে ছহীহ বুখারীর দারস দিয়ে যাচ্ছেন। নিম্নে তাঁর জীবন ও কর্ম আলোচিত হল।-

জন্ম :

শায়খ আব্দুল মুহসিন বিন হামাদ বিন আব্দুল মুহসিন বিন আব্দুল্লাহ বিন হামাদ বিন উছমান আলে বদর ১৩৫৩ হিঃ/ ১৯৩৪ সালের রামাযান মাসে এশার ছালাতের পর রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত আয-যুলফী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শায়খ আব্দুল মুহসিনের দ্বিতীয় দাদা আব্দুল্লাহ্‌র উপাধি ছিল আব্বাদ। সেকারণ তাঁর নামের শেষে আল-আব্বাদ উপাধি যুক্ত হয়েছে। তাঁর বংশ আলে বদর আদনানী গোত্র সমূহের অন্যতম আনাযাহ গোত্রের আলে জাল্লাস বংশোদ্ভূত।

প্রাথমিক শিক্ষা :

যুলফীতে আব্দুল মুহসিনের শৈশব কাটে। সেখানকার মক্তবে তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। ১৩৬৮ হিজরীতে যুলফীতে সর্বপ্রথম ইবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৩৭১ হিজরীতে তিনি ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপ্ত করেন। যুলফীতে যেসব শিক্ষকের কাছে তিনি বিদ্যার্জন করেন তাঁরা হলেন, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল-মানী, শায়খ যায়েদ বিন মুহাম্মাদ আল-মুনায়ফী, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-গায়েছ ও শায়খ ফালিহ বিন মুহাম্মাদ আর-রূমী।

উচ্চশিক্ষা :

নিজ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি রিয়াদে যান এবং 'মা'হাদুর রিয়াদ আল-ইলমী'তে ভর্তি হন। এ বছরই শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায খারজ থেকে রিয়াদে আসেন এবং এখানে প্রথম বর্ষে পাঠদান করেন। অতঃপর তিনি রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদে ভর্তি হন। এখানে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৩৭৯ হিজরীতে 'মা'হাদু বুরায়দা আল-ইলমী'তে শিক্ষক নিযুক্ত হন। শিক্ষাবর্ষের শেষের দিকে তিনি রিয়াদে ফিরে এসে ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ৮০ জন ছাত্রের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন মসজিদে বড় বড় শায়খের দারসে অংশগ্রহণ করে ইলমী তারাক্কী অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ১. প্রথম সঊদী গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়খ ২. সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায ৩. শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী ৪. শায়খ আব্দুর রহমান আফ্রীকী ৫. শায়খ আব্দুর রায্যাক আফীফী। ৬. শায়খ আব্দুল্লাহ ছালেহ আল-খুলায়ফী। শায়খ আব্দুর রহমান আফ্রীকীর কাছে তিনি ১৩৭২ হিজরীতে রিয়াদে হাদীছ ও মুছতালাহুল হাদীছ অধ্যয়ন করেন। শায়খ আব্বাদ তাঁর সম্পর্কে বলেন, كان مدرساً ناصحاً وعالماً كبيراً، وموجّهاً ومرشداً وقدوة في الخير رحمه الله تعالى 'তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী শিক্ষক, একজন বড় আলেম, নির্দেশক, গাইড এবং সৎকাজের আদর্শ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর রহম করুন।'[১]

শায়খ বিন বায (রহঃ)-এর সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৩৭২ হিজরীতে তাঁর সাথে শায়খ আব্বাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ৪র্থ বর্ষে শরী'আহ অনুষদে তিনি তাঁর কাছে নিয়মতান্ত্রিক পাঠ গ্রহণ করেন। পাঠের বিরতির সময় এবং মসজিদে তাঁর সাথে শায়খ আব্বাদের বেশীর ভাগ যোগাযোগ হ'ত। তিনি বাড়িতেও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি সবমিলিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর তাঁর সাহচর্য লাভ করেন।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন :

১৩৮০ হিজরীতে শায়খ আব্বাদ পুনরায় 'মা'হাদুর রিয়াদ আল-ইলমী'তে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৩৮১ হিজরীতে (১৯৬২ খ্রি.) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি শরী'আহ অনুষদে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। তিনিই প্রথম মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের শুভ সূচনা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৩৯৩ হিজরী পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৩৯৩ হিজরীতে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি নিযুক্ত হন। বাদশাহ ফয়ছাল (রহ.) তাঁকে এই পদে মনোনায়ন দিয়েছিলেন। ১৩৯৯ হিজরী পর্যন্ত মোট ৬ বছর তিনি এ গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তন্মধ্যে প্রথম দুই বছর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় দায়িত্বশীল ছিলেন। শায়খ বিন বায সঊদী কেন্দ্রীয় দারুল

১.*http://www.saaid.net/Waratah/1/Abbad.htm?print_it=1*

ইফতার প্রেসিডেন্ট মনোনীত হওয়ার পর রিয়াদে চলে গেলে শেষ চার বছর তিনি প্রথম দায়িত্বশীল ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এত বড় দায়িত্ব পালন করেও তিনি শরী'আহ অনুষদের ৪র্থ বর্ষে সাপ্তাহিক দু'টি ক্লাস নিতেন। তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর থাকাকালে হাদীছ ও সালাফী আক্বীদার প্রায় পাঁচ হাযার পাণ্ডুলিপি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ফটোকপি করে আনা হয়। শায়খ হাম্মাদ আল-আনছারী বলেন, সালাফে ছালেহীনের যেসব গ্রন্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ফটোকপি করা হয় তাঁর অধিকাংশই শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি থাকাকালে করা হয়েছিল। তাঁর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। মাস্টার্স ও পিএইচ.ডি প্রোগ্রাম চালু করা হয়। আল-কুরআন, আল-হাদীছ এবং আরবী ভাষা অনুষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০ হাযার ছাত্রের অধ্যয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির পরিধি বাড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রেসও তাঁর আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্যই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়ের সাবেক প্রফেসর শায়খ হাম্মাদ আল-আনছারী যথার্থই বলেছেন, الجامعة الإسلامية هي جامعة العباد والزايد والشيخ بن باز 'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শায়খ আল-আব্বাদ, (ড. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ) আয-যায়েদ ও শায়খ ইবনে বায-এর বিশ্ববিদ্যালয়'।[২]

মসজিদে নববীতে দারস প্রদান :

১৪০৬ হিজরীতে তিনি মসজিদে নববীতে দারস প্রদান শুরু করেন। বৃহস্পতিবার বাদে সপ্তাহে ৬ দিন তিনি অদ্যাবধি নিয়মিত এখানে দারস প্রদান করে আসছেন। এখানে তিনি ছহীহ বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মুছতালাহুল হাদীছ ও আক্বীদার বিভিন্ন কিতাবের দারস প্রদান করছেন। উক্ত দারসে তিনি কুতুবে সিত্তাহ্র ব্যাখ্যা সমাপ্ত করেন। মসজিদে নববীতে তাঁর প্রদানকৃত আবূদাউদের দারসটি শারহু সুনানে আবূদাঊদ শিরোনামে মাকতাবা শামেলায় যুক্ত হয়েছে। এটি অত্যন্ত উপকারী একটি শরাহ। বর্তমানে তিনি পুনরায় সেখানে ছহীহ বুখারীর দারস দিচ্ছেন। হাদীছে নববী পাঠদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে ১৪৩৬ হিজরীতে রিয়াদে 'আমীর নায়েফ বিন আব্দুল আযীয আলে সঊদ আত-তাক্বদীরিয়াহ লি-খিদমাতিস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ' শীর্ষক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। পুরস্কারের সমুদয় অর্থ তিনি দুই হাযারের অধিক দরিদ্র ছাত্রের মাঝে দান করে দেন।

শায়খের দারসের স্মৃতিচারণ :

আমি (এই নিবন্ধের লেখক) ২০০৩-২০০৪ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বাদ মাগরিব মসজিদে নববীতে শায়খের তিরমিযীর দারসে বসতাম। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মণ্ডলী ছাড়াও শত শত জ্ঞানপিপাসু ছাত্র তাঁর দারসে বসত। অন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে হাদীছের ব্যাখ্যা করতেন। সনদ ও মতন সম্পর্কে যে কোন প্রশ্নের উত্তর তাৎক্ষণিক প্রদান করতেন। রাবীদের পরিচয়ও তিনি মুখস্থ বলতেন। তাঁর বিস্ময়জাগানিয়া স্মৃতিশক্তি দেখে আমি রীতিমত স্তম্ভিত হতাম। কোন হাদীছের ব্যাখ্যায় ইশকাল থাকলে তিনি বলতেন, ماذا قال المباركفوري 'আব্দুর রহমান মুবারকপুরী কী বলেছেন?'। এ বাক্যটি এখনো আমার কর্ণকুহরে যেন প্রতিধ্বণিত হচ্ছে। দারস চলাকালে ছাত্রদের হাতে থাকত তিরমিযীর বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ তুহফাতুল আওয়াযীর সুদৃশ্য কপি। এই মহিমান্বিত দৃশ্য স্মৃতির মণিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

ছাত্রবৃন্দ :

১. আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (পাকিস্তান) ২. ড. আলী নাছির ফাক্বীহী ৩. শায়খ ইউসুফ বিন আব্দুর রহমান আল-বারকাভী ৪. ড. ছালেহ আল-সুহায়মী ৫. ড. অছিউল্লাহ আব্বাস (ভারত) ৬. ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ (ভারত) ৭. হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী (পাকিস্তান) ৮. ড. বাসিম আল-জাওয়াবিরাহ ৯. ড. নাছির আশ-শায়খ ১০. ড. ছালেহ আর-রিফাঈ ১১. ড. আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-কারউতী ১২. ড. আব্দুর রহমান আর-রুশায়দান ১৩ . ড. ইবরাহীম আর-রুহায়লী ১৪. ড. মিস'আদ আল-হুসায়নী ১৫. তাঁর ছেলে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আব্দুর রায্যাক আল-আব্বাদ আল-বদর ১৬. ড. মুহাম্মাদ বিন মাতার আয-যাহরানী।

রচনাবলী :

শায়খ আব্বাদের রচনাবলী রিয়াদের দারুত তাওহীদ থেকে ১৪২৮ হিজরীতে 'কুতুব ওয়া রাসাইল আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ আল-বদর' শিরোনামে ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩২৫। তাঁর কয়েকটি বইয়ের নাম নিম্নরূপ :-

১. ইশরূনা হাদীছান মিন ছহীহিল ইমাম আল-বুখারী ২. ইশরূনা হাদীছান মিন ছহীহিল ইমাম আল-মুসলিম ৩. আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ফিছ ছাহাবাতিল কিরাম ৪. আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল আছার ফিল মাহদী আল-মুনতাযার ৫. ফাযলুল মাদীনাহ ওয়া আদাবু সুকনাহা ওয়া যিয়ারাতিহা ৬. ইজতিনাউছ ছামার ফী মুছতালাহি আহলিল আছার ৭. দিরাসাতু হাদীছ নায্যারাল্লাহু ইমরাআন সামি'আ মাক্বালাতী রিওয়াতান ওয়া দিরায়াতান ৮. আল-হাছছু আলা ইত্তিবাইস সুন্নাহ ওয়াত তাহযীরু মিনাল বিদা ওয়া বায়ানু খাতারিহা ৯. মিন আখলাকির রাসূল আল-কারীম। ১০. বিআইয়ি আক্বলিন ওয়া দ্বীনিন ইয়াক্বূনুত তাফজীরু ওয়াত তাদমীরু জিহাদান?

২. *আব্দুল আউয়াল বিন হাম্মাদ আল-আনছারী, আল-মাজমূউ ফী তারজামাতিল আল্লামা আল-মুহাদ্দিছ আশ-শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী, মদীনা: ১ম প্রকাশ, ১৪২২/২০০২, ২/৫৯৭*

আলেম-ওলামার সাথে সম্পর্ক :

সমকালীন আলেম-ওলামার সাথে শায়খ আব্বাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিশেষত শায়খ আলবানী, শায়খ বিন বায, শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন, শায়খ হাম্মাদ আল-আনছারী, শায়খ আব্দুল কাদের আরনাঊত (রহঃ) প্রমুখের সাথে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের আহলেহাদীছ ও সালাফী আলেমদের সাথেও তাঁর সুদৃঢ় সম্পর্ক ছিল।

সমকালীন আলেমদের মতামত :

১. ইমাম মাহদীর ইমামতিতে ঈসা (আঃ)-এর ছালাত আদায় সম্পর্কিত হাদীছের আলোচনায় শায়খ আলবানী (রহঃ) শায়খ আব্বাদের ইলমে হাদীছে পারদর্শিতার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।[৩]

২. ইমাম মাহদী সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা বিষয়ে শায়খ আব্বাদ একটি বক্তৃতা প্রদানের পর শায়খ বিন বায (রহঃ) তাঁর বক্তব্যের উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করেন এবং সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাছাড়া মদীনা থেকে কেউ রিয়াদে আসলে তিনি তাঁর কাছে শায়খ আব্বাদ, শায়খ হাম্মাদ আল- আনছারী ও শায়খ ওমর ফাল্লাতার খোঁজ-খবর নিতেন।[৪]

৩. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর শায়খ হাম্মাদ আল-আনছারী বলেন, ان الشيخ عبد المحسن العباد ما رأت عيني مثله في الورع– 'তাক্বওয়া-পরহেযগারিতায় শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদের মতো কাউকে আমার দু'চোখ দেখেনি'।[৫]

৪. يعتبر مثالاً في علماء وأعلام و أعيان الزلفي গ্রন্থে বলা হয়েছে, العلم والعمل والاستقامة في دينه ، متواضعاً حليماً ذا أناة وتؤدة 'ইলম, আমল ও দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকার ক্ষেত্রে শায়খ আব্বাদকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি বিনয়ী, ধৈর্যশীল ও ধীরস্থির'।[৬]

৫. বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুল কাদের আরনাঊত বলেন, الشيخ عبد المحسن العباد أعرفه من قرابة أربعين عاما هذا الرجل في الحقيقة يعتبر من العلماء المعتدلين و رجل عالم فاضل– 'শায়খ আব্দুল মুহসিন আল- আব্বাদকে আমি প্রায় ৪০ বছর যাবৎ চিনি। তাঁকে মধ্যপন্থী আলেমদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি একজন সম্মানিত আলেম'।[৭]

৬. ড. ছালেহ বিন ফাওযান আলে ফাওযান তাঁকে সঊদী আরবের একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম হিসাবে গণ্য করেছেন।[৮]

৭. কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, هو ابن باز المدينة 'তিনি মদীনার ইবনে বায'।[৯]

দ্বীনী ইলম শিক্ষার্থীদের প্রতি শায়খ আব্বাদের নছীহত :

দ্বীনী ইলম শিক্ষাকারীদেরকে তিনি নিম্নোক্ত উপদেশগুলি দিয়েছেন :

১. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনার জন্য ইলম অন্বেষণ করতে হবে। সত্য ও হেদায়াতের পরিচয় লাভ এবং এর প্রতি আমল ও দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে দ্বীনী ইলম হাছিল করতে হবে।

২. অলসতা, উদাসীনতা ও ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয় সমূহ থেকে দূরে থেকে একাগ্রচিত্তে পরিশ্রম করে ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকতে হবে ।

৩. উপকারী গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করত তা পাঠ করে ইলমী ফায়েদা হাছিলে আগ্রহী হতে হবে।

৪. সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভ করতে হবে এবং অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে।

৫. আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের লক্ষ্যে ইখলাছ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে সৎ আমল সম্পাদন করতে হবে, যাতে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।[১০]

[লেখক : ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী]

---

৩. *সিলসিলা ছহীহাহ, ৫/২৭৬, হা/২২৩৬-এর আলোচনা দ্রঃ।*
৪. *ড.মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-হামাদ, জাওয়ানিব মিন সীরাতিল ইমাম আব্দুল আযীয ইবনে বায,পৃঃ ২৫৭*
৫. *আল-মাজমূঊ ফী তারজামাতিল আল্লামা আল-মুহাদ্দিছ আশ-শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী, ২/৬২১)*
৬. *https://shamela.ws/index.php/author/185*
৭. *https://www.youtube.com/watch?v=7onnQQW6vfI*
৮. *https://www.youtube.com/watch?v=U2YFZgQEcH0*
৯. *https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=334635*
১০. *ttps://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2 81375*)।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং আত-তাহরীক টিভির বক্তব্যসমূহের অডিও-ভিডিও সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রমের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
অফিসিয়াল Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
At-tahreekTV চ্যানেল
www.youtube.com/channel/UCc6cxJCSSaLxd4JE_GHxsEA
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

সার্বিক যোগাযোগ
আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২০০৫৯৪৪২।

কুধারণা

-দিলাওয়ার হোসাইন

মানুষ মাত্রই ধারণাপ্রবণ। কারো প্রতি সুধারণা বা কুধারণার পোষণ করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রথম দেখাতেই একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে মনের গহীনে লুক্কায়িত চিন্তা-ফিকির ও ধারণার গণ্ডি দ্বারা বেঁধে ফেলে। মানুষের প্রতি সুধারণা পোষণ শান্তির সমাজ গঠনের ভিত রচনা করে। অপরপক্ষে কুধারণা ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক পরিনতি বয়ে নিয়ে আসে। সৃষ্টিগত গুণ হিসাবে পরস্পরের প্রতি ধারণা পোষণ ক্রিয়া-প্রক্রিয়াটিও মানুষের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও পরীক্ষা স্বরূপ। বক্ষমান আলোচনায় কুধারণা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনার প্রয়াস পাব।

(سوء الظن) তথা কুধারণার পরিচয় :

الظن শব্দটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন -

১. সন্দেহ, সংশয় ইত্যাদি। যেমন কোন ব্যক্তি একটি কূপ সম্পর্কে বলল যে, এই কূপে পানি আছে কিনা তা তার জানা নেই অর্থাৎ সে সন্দেহ করল, থাকতেও পারে অথবা না থাকতে পারে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ-

'যে ব্যক্তি মনে করে (ধারণা) যে, আল্লাহ তাকে (রাসূলকে) কখনোই দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য করবেন না, সে ব্যক্তি আকাশ পর্যন্ত একটা রশি টেনে নিক। অতঃপর সেটা বিচ্ছিন্ন করুক। অতঃপর সে দেখুক তার এই কৌশল (রাসূলের ব্যাপারে) তার আক্রোশ দূর করে কি-না' *(হাজ্জ ২২/১৫)*।

২. মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। যেমন- তুমি কারো মানহানী করার উদ্দেশ্যে বললে যে, মানুষ তাকে সন্দেহ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا 'যখন তারা তোমাদের প্রতি আপতিত হয়েছিল তোমাদের উচ্চ ভূমি থেকে ও নিম্নভূমি থেকে। আর যখন (ভয়ে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে) তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে (যে, তিনি তার দ্বীনকে সাহায্য করবেন না)' *(আহযাব ৩৩/১০)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

৩. ধারণা ও অনিশ্চিত জ্ঞান : যেমন- কেউ বলল, আমার মনে হয় সূর্য উদয় হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ –

'আর স্মরণ কর মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা। যখন সে ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল (ধারণা) যে, আমরা তার উপর কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যকার কাফেরদের তাদের বাড়ী-ঘর থেকে প্রথমবারের মত একত্রিতভাবে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণা করতে পারনি যে, তারা বের হয়ে যাবে। অথচ তারা ভেবেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আপতিত হ'ল যে, তারা তা কল্পনাও করেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন যে, তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে ও মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করতে লাগল। অতএব হে দূরদর্শী ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ হাছিল কর' *(হাশর ৫৯/২)*।

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا 'অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে। আর সত্যের মুকাবিলায় ধারণার কোন মূল্য নেই' *(নাজম ৫৩/২৮)*।

৪. নিশ্চিত হওয়া : যেমন- কেউ বলল, 'অমুকে এটা ধারণা করেছে' অর্থাৎ সে নিশ্চিত হয়েছে।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ- الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ- 'তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা কর ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে। আর তা অবশ্যই কঠিন কাজ, তবে বিনীত বান্দাগণ ব্যতীত। যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা তাদের প্রভুর সাথে মুলাক্বাত করবে এবং তারা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৪৫-৪৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ- إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ-

'যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে (অন্যদেরকে) বলবে, এই নাও আমার আমলনামা পড়ে দেখ, আমি জানতাম যে আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে' *(হাক্কাহ-৬৯/৪৫-৪৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ–الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ–وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ–أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ– لِيَوْمٍ عَظِيمٍ– 'দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে ও ওযনে কম দেয়, যারা মানুষের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পুরোপুরি নেয়; আর যখন তাদেরকে মেপে কিংবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে আবার কবর থেকে উঠানো হবে এক মহা দিবসে' *(মুতাফফিফীন ৮৩/-১-৫)*।

উপরুল্লেখিত অর্থগুলো কোনটিই পরস্পরে সাংঘর্ষিক নয়। বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একেকটি আরেকটির পরিপূরক বা প্রতিবিম্ব। মূলতঃ 'ধারণা' শুধুমাত্র এমন কিছু অনুমান বা চিন্তার নাম, যা বাহ্যিক কিছু নিদর্শন ও প্রকাশ্য কিছু ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অতএব যদি কোন ব্যক্তির ধারণা মযবুত হয় ও এ সমস্ত নিদর্শন ও আকার-ইঙ্গিতগুলোর উপর সুদৃঢ় হয়, তাহলে সে নিশ্চিত জ্ঞান ও অকাট্য সত্যের ফায়দা পায়। আর যদি ব্যক্তির ধারণা মযবুত এবং সুদৃঢ় না হয় তাহ'লে সমস্ত সন্দেহ ও ধারণা এবং অনিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া সে আর কোন ফল বা ফায়েদা লাভ করতে পারে না।

আর سوء শব্দটি সাধারণত দু'টি অর্থ দিয়ে থাকে। যথা-

১. سوء শব্দটির অর্থ ঘৃণিত বা ঘৃণ্য। অথবা এভাবে বলা যায় যে, যে সকল বিষয় ভালোর বিরুদ্ধে যায়, সেটিই মন্দ বা سوء। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ– 'যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজ করবে, সে দশগুণ ছওয়াব পাবে। আর যে কোন খারাপ কাজ করবে তাকে শুধু তার সমপরিমাণ প্রতিফলই দেয়া হবে। আর তারা অত্যাচারিত হবে না' *(আন'আম ৬/১৬০)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 'তারপর ভালো অবস্থা দ্বারা (তাদের) খারাপ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছি। অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েছে এবং বলেছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনেও দুঃখ-কষ্ট, সুখ-সমৃদ্ধি এসেছিল। অতঃপর আকস্মাৎ আমি তাদের পাকড়াও করি, কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারে না' *(আ'রাফ ৭/৯৫)*।

অন্যত্র বলা হয়েছে, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ 'ওরা (ঈমান আনার) কল্যাণের পূর্বেই তোমার কাছে শাস্তি ত্বরান্বিত করার দাবী জানায়। অথচ তাদের পূর্বে বহু ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। মানুষের যুলুম সত্ত্বেও তোমার পালনকর্তা তাদের প্রতি ক্ষমাশীল। আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে কঠোর' *(রা'দ ১৩/৬)*।

২. سوء শব্দ দ্বারা এমন একটি বিষয়কে বুঝানো হয়, যা মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন রাখে। এমনটা নিজের ক্ষেত্রে হতে পারে অথবা অন্যদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। এ দু'টি অর্থের মাঝে কোন ধরণের সাংঘর্ষিকতা নেই। কেননা মন্দ কাজ ও অসৎ কাজ নিজের উপরই বিপদ বয়ে আনে। মহান আল্লাহ বলেন, لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا 'যাতে আমরা তাদেরকে এর দ্বারা পরীক্ষা করতে পারি। কিন্তু যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হ'তে বিমুখ হবে, তিনি তাকে কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাবেন' *(জিন ৭২/১৭)*।

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 'আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবন-জীবিকা সংকুচিত হবে এবং আমরা তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠাব' *(ত্বোয়াহা ২০/১২৪)*।

যেহেতু আমরা আলাদা আলাদা ভাবে سوء এবং ظن উভয়টি সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তাই বলা যায় যে, سوء الظن তথা কুধারণা বলা হয় এমন আন্দাজ বা অনুমানকে যা অন্যের ভালো গুণে গুণান্বিত হওয়াকে নাকচ করে।

কুধারণার রকমফের :

ক. আল্লাহ্র দ্বীনের পথে প্রচেষ্টা না চালিয়ে বসে থাকার এই ধারণায় যে, আমরা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ও তার ওলি। এমন ধারণাকারীরা নিঃসন্দেহে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত। আল্লাহ এরূপ ধারণার নিন্দা করেছেন। যেমন তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একদল মুনাফিকের সম্পর্কে বলেন, 'তারপর তিনি তোমাদের উপর দুশ্চিন্তার পর নাযিল করলেন প্রশান্ত তন্দ্রা, যা তোমাদের মধ্য থেকে একদলকে ঢেকে ফেলেছিল, আর অপরদল নিজেরাই নিজেদেরকে চিন্তাগ্রস্ত করেছিল। তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহিলী ধারণার ন্যায় অসত্য ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলছিল, আমাদের কি কোন বিষয়ে অধিকার আছে? বল, নিশ্চয় সব বিষয় আল্লাহর। তারা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখে এমন বিষয় যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, যদি কোন বিষয়ে আমাদের অধিকার থাকত, আমাদেরকে এখানে হত্যা করা হ'ত না। বল, তোমরা যদি তোমাদের ঘরে থাকতে তাহলেও যাদের ব্যাপারে নিহত হওয়া অবধারিত রয়েছে, অবশ্যই তারা তাদের নিহত হওয়ার স্থলের দিকে বের হয়ে যেত। আর

যাতে তোমাদের মনে যা আছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে তা পরিষ্কার করেন। আর আল্লাহ তোমাদের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত' *(আলে-ইমরান ৩/১৫৪)*।

খ. গুণাহ এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া অনেক ব্যক্তি এমন ধারণা করে যে, আল্লাহ কিছুই দেখেন না এবং বুঝেন না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ 'তোমাদের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/২৩)*।

গ. অথবা তারা এই ধারণা করে যে, পুনরুত্থান এবং হিসাব বলতে কিছুই নেই। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا–

'তারা মনে করেছিল যেমন তোমরাও মনে কর যে, আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না' *(জিন-৭২/৭)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ –قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا 'আর সে তার বাগানে প্রবেশ করল, নিজের প্রতি যুলমরত অবস্থায়। সে বলল, আমি মনে করি না যে, এটি কখনো ধ্বংস হবে। আর আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমাকে যদি ফিরিয়ে নেয়া হয় আমার রবের কাছে, তবে নিশ্চয় আমি এর চেয়ে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল পাব' *(কাহাফ ১৮/৩৫,৩৬)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ 'আর যদি আমরা তাদের কষ্টের পর অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই, যা তাদের স্পর্শ করেছিল, তখন তারা অবশ্যই বলবে, এটা তো আমারই প্রাপ্য। আর আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। তবে যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে নেওয়াও হয়, তাহ'লে অবশ্যই সেখানে আমার জন্য কল্যাণ থাকবে। অতএব অবশ্যই আমরা অবিশ্বাসীদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব এবং অবশ্যই তাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৫০)*।

ঘ. মু'মিনদের ধ্বংসের কামনা করা এবং তাদের ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করা। যেমন আল্লাহ হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন মুসলমান নামধারী মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেন, بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا 'বরং তোমরা ভেবেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ আর কখনোই তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। আর এই ধারণা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত ছিল এবং তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী ছিলে। আসলে তোমরা একটি ধ্বংসশীল সম্প্রদায়' *(ফাৎহ ৪৮/১২)*।

ঘ. সৃষ্টিজীবকে ভয় করা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তারা কোন কিছু দিতে পারে কিংবা আটকেও রাখতে পারে। তারা উপকার করতে পারে বা ক্ষতিও করতে পারে।

ঙ. কোন ব্যক্তির নেক আমল করার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকা। যেমন- রোগীর সেবা করা, জানাযায় উপস্থিত হওয়া, অভাবীকে সহযোগিতা করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা ইত্যাদি। অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে বিশেষ কোন কারণে যেমন সফর, অসুস্থতা অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকা অথবা অজ্ঞতার কারণে কোন কাজে ত্রুটি হ'লে কুধারণাকারী ভেবে নেয় যে, সে বুঝি অহংকার, বড়ত্ব, হিংসা, গুরুত্বহীনতা, কৃপণতা বা এরূপ কোন সমস্যার কারণে তার কাজে ত্রুটি রয়েছে ।

চ. সমাজে কোন ভালো কাজ করা যেমন–সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ করা, ছাদাক্বাহ্ করা, মানুষকে পথ দেখানো, তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া, দুই শত্রুর মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া ইত্যাদি কাজ। কুধারণাকারী মনে করে যে, এই কাজগুলো করা হয় লোক দেখানো বা প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে। অথচ প্রকৃতপক্ষে একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি কাজগুলো করেছে এই ভেবে যে, তা যেহেতু আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত কাজ, অতএব যাতে কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমানদের সম্পর্কে ধারণা করে যে, মুসলমানরা সবকিছু লোক দেখানো ও প্রসিদ্ধি লাভের জন্য করে থাকে। আল্লাহ এই মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন,

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ–

'যারা স্বেচ্ছায় ছাদাক্বা দানকারী মুমিনদের প্রতি বিদ্রূপ করে এবং যাদের স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া কিছুই নেই তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(তওবা ৯/৭৯)*।

শেষকথা :

এছাড়াও কুধারনার প্রতি ইঙ্গিতকারী আরো অনেক বিষয় রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল এবং মুমিনদের প্রতি কুধারণাকে ইসলামে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ 'মনে রেখ, আসমান ও যমীনে (পূজারী ও পূজ্য) যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র মালিকানায় রয়েছে। আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে শরীকদের আহ্বান করে, তারা

কিছুরই অনুসরণ করে না। তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা কেবল কল্পনাপ্রসূত কথা বলে' *(ইউনূস ১০/৬৬)*।

অন্যত্র বলেন, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 'ওদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মুকাবিলায় ধারণা কোন কাজে আসে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সকল বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত' *(ইউনূস ১০/৩৬)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে বিরত থেকো। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا 'তোমরা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ করো না, একে অন্যের ব্যাপারে মন্দ কথায় কান দিও না এবং একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা রেখ না বরং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও'।[১]

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى، فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى، وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ঘোষণা করেন, আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই'।[২]

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 'তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্র প্রতি ভাল ধারণা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে'।[৩]

আল্লাহ তা'আলার শত্রু লানতপ্রাপ্ত কাফেরের কুফরীর কারণে তার প্রতি কুধারনা রাখা আবশ্যক, যদিও সে কোন সৎ বা নেক কাজ সম্পাদন করে। কেননা যে ব্যক্তির উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আল্লাহ্র নেয়ামতে পরিপূর্ণ থাকার পরও আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্ববাদকে অস্বীকার করতে পারে সে কিভাবে আমাদের আস্থাভাজন কিংবা বন্ধু হতে পারে? মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন অন্তর ও তার গোপনীয়তা সম্পর্কে সত্যই বলেছেন।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ 'আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কিভাবে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকটে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ, তারা ব্যতীত; অতএব যতক্ষণ তারা চুক্তিতে দৃঢ় থাকে, ততক্ষণ তোমরাও দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাক্বীদের ভালবাসেন' *(তাওবা ৯/৭)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ 'আর যাতে তিনি জেনে নেন মুনাফিকদেরকে। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, এস, আল্লাহর পথে লড়াই কর অথবা প্রতিরোধ কর। তারা বলেছিল, যদি আমরা লড়াই জানতাম তবে অবশ্যই তোমাদেরকে অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা কুফরীর বেশি কাছাকাছি ছিল তাদের ঈমানের তুলনায়। তারা তাদের মুখে বলে, যা তাদের অন্তরসমূহে নেই। আর তারা যা গোপন করে সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত' *(আলে-ইমরান ৩/১৬৭)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, هَاأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 'দেখ, তোমরা ওদের ভালোবাসো। কিন্তু ওরা তোমাদের ভালোবাসে না। অথচ তোমরা আল্লাহ্র সকল কিতাবে বিশ্বাস রাখো (কিন্তু ওরা কুরআনে বিশ্বাস করে না)। যখন ওরা তোমাদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন পৃথক হয়, তখন তোমাদের উপর ক্রোধে আঙ্গুল কামড়ায়। তুমি বল! তোমরা তোমাদের ক্রোধে জ্বলে-পুড়ে মরো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের অন্তরের কথা সম্যক অবগত' *(আলে-ইমরান ৩/১১৯)*।

[লেখক : ছানাবিয়্যাহ ২য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদা পাড়া, রাজশাহী]

১. *বুখারী হা/৫১৪৩; মিশকাত হা/৫০২৮।*
২. *বুখারী হা/৭৪০৫; মিশকাত হা/২২৬৪।*
৩. *মুসলিম হা/২৮৭৭; মিশকাত হা/১৬০৫।*

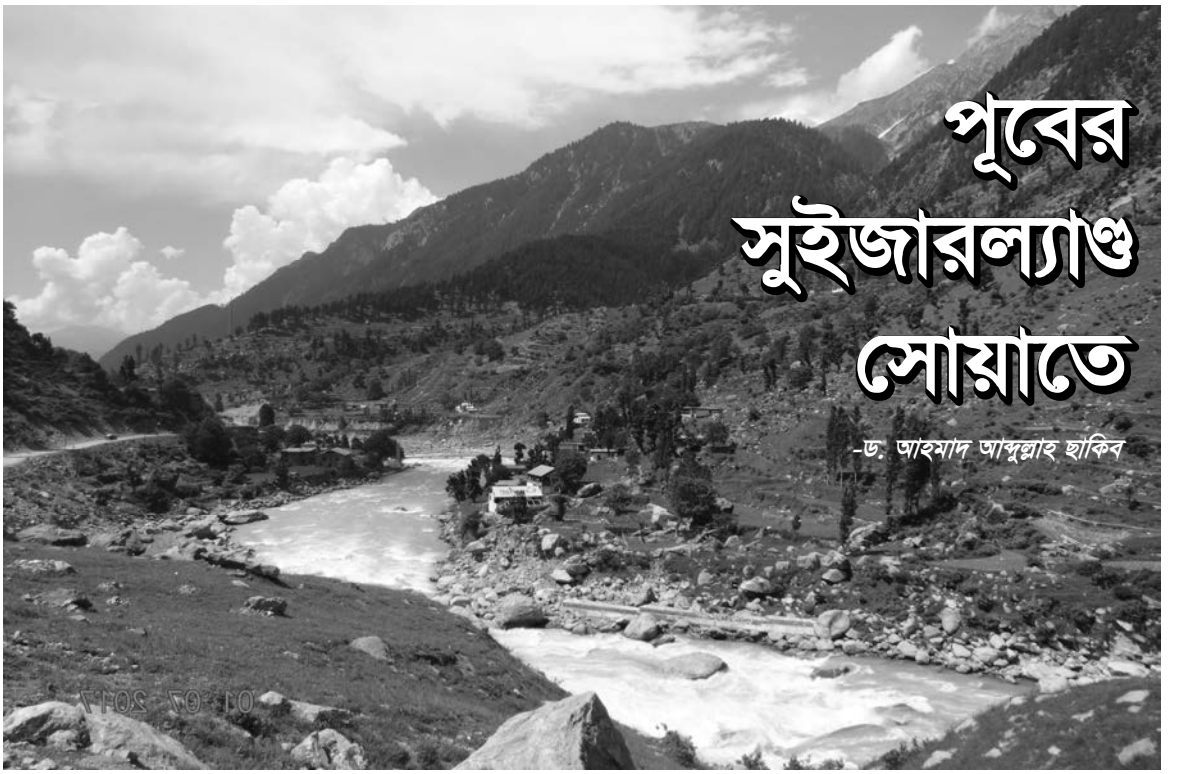

পূবের সুইজারল্যাণ্ড সোয়াতে

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

১.

পাকিস্তানে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের জন্য যে সকল স্থান বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল সোয়াত। ১৯৬১ সালে রাণী এলিজাবেথ সোয়াত সফরকালে এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে 'সুইজারল্যাণ্ড অফ ইস্ট' নামে আখ্যা দিয়েছিলেন। কেবল সৌন্দর্যই নয়, প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিক থেকে এবং সাম্প্রতিককালে ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তালিবানদের অধিকারভুক্ত থাকায় সোয়াত ভ্যালি নজর কেড়েছিল সারা বিশ্বের। লেক-পাহাড়-নদী বেষ্টিত এই সবুজ-শ্যামল ভ্যালি ইসলামাবাদ থেকে ২৩০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।

১৪ই ডিসেম্বর ২০১৪ শনিবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ফজরের পর হোস্টেল ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় কিছুক্ষণ হাটাহাটি করে ফিরছি। হোস্টেল পার্কিং-এর সামনে বেশ কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে। ছাত্ররা প্রস্তুত হয়ে ঘুরাফিরা করছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কোন না কোন ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে শর্ট ট্যুর থাকে। সেরকমই কোন আয়োজন হয়ত। তবুও এমনিতেই এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় সফর আজ? সে জানাল, তাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে ২দিনের সফরে যাচ্ছে সোয়াতে। সোয়াত? বেশ কয়েকবার আনমনে শব্দটা উচ্চারণ করলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, এদের সাথে যাওয়া যায় কিনা। আয়োজকদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, ভাই যেতে পারেন, সীট খালি আছে। কিন্তু আমরা তো এখনই রওয়ানা দিচ্ছি। আমি বললাম, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর, আমি আসছি। সে রাজি হ'ল। দ্রুত রুমে ঢুকে চটপট শীতবস্ত্রগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে বের হয়ে গেলাম। রুমমেট মুহাম্মাদ আলম বালুচ অবাক হয়ে বলল, হঠাৎ এভাবে কোথায় যাচ্ছেন ভাই? বললাম, সোয়াতে। সে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল। এমনভাবে দ্রুত 'যেমনি ভাবা তেমনি কাজ' জাতীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে দীর্ঘ সফরে বের হওয়ার অভ্যাস অবশ্য আমার নতুন নয়। ফলে দূরের সফরে যা যা নিতে হয়, তা মোটামুটি মাথায় সেট হয়েই থাকে বাই ডিফল্ট। এরপরও বাস বেশ কিছুদূর চলে আসার পর দেখা গেল ক্যামেরার মেমোরী চীপটা রেখে এসেছি। পরে হাসান আব্দাল এসে নাস্তার বিরতির সময় বেশ ঝামেলার পর এক দোকান থেকে কিনে নিলাম।

সোয়াতে প্রথম সফরটি ছিল এমনই অপরিকল্পিত। তবে সেই সফরে সোয়াতের সৌন্দর্য সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তাতে যথেষ্ট ভাটা পড়েছিল। তার কারণ সময়টা ছিল শীতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। পাহাড়গুলো সবুজের সমারোহের বদলে কালচে মেটে রং ধারণ করেছে। আধো কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে প্রকৃতি। সূর্যের কিরণ নির্মোহ, প্রাণহীন। যেন শীতনিদ্রা যাবার পূর্বে অলসতা আর মলিনতার চাদরে আবৃত সমগ্র প্রকৃতি। প্রথম রাতে ছিলাম সোয়াতের সবচেয়ে বড় শহর

মিঙ্গোরায় কেপিকে হাইকোর্টের পার্শ্বস্থ হোটেল হিলসিটিতে। মালালা ইউসুফজাইয়ের শহর। এই শহরেই ছিল তালিবানদের ঘাটি। প্রাণবন্ত রাতের মিঙ্গোরায় ট্রাউট ফিসের আড্ডাখানায় ঢু না মারলেই নয়। শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঢুকে এক হোটেলে বসে রুটি দিয়ে কয়েকটি ট্রাউট মাছ সাবাড় করলাম। পাহাড়ী জনবসতিতে এলে মনে হয় তারকার মেলায় এসে পড়েছি। চারিদিকে জোনাকবাতির মত ঝিলমিলে আলোয় ভরা শহর বড় ভাল লাগে। পরে শহুরে কোলাহল ছেড়ে সুশান্ত পাথুরে সোয়াত নদীর তীরে এসে বসলাম। নিস্তব্ধ রাতের মগ্নতায় নির্বাক একান্ত সময় কাটল অনেকক্ষণ।

পরদিন সকালে মিঙ্গোরা থেকে প্রায় ৫০ কি. মি. দূরত্বের এক পাহাড়ী রিসোর্ট মালাম জাব্বায় এসে পৌঁছি। মালাম জাব্বা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত একটি হিল স্টেশন। পাকিস্তানের অন্যতম জনপ্রিয় স্কি রিসোর্ট। এখানে পাহাড়ের ঢালে ৮০০ মিটার উচ্চতার একটি চমৎকার স্কি উপযোগী স্লোপী ল্যাণ্ড রয়েছে। রয়েছে চেয়ার লিফ্ট, স্কেটিং বোর্ডসহ অন্যান্য সুবিধা। ফলে শীত মওসুমে সারা পাকিস্তান থেকে স্কি প্রেমীরা এখানে আসেন। সেই খাড়া স্লোপ বেয়ে আমরা উপরে উঠে এলাম। সোয়াতের বিস্তীর্ণ পাহাড়ী উপত্যকা আর সবুজ বনানী এখান থেকে নজরে

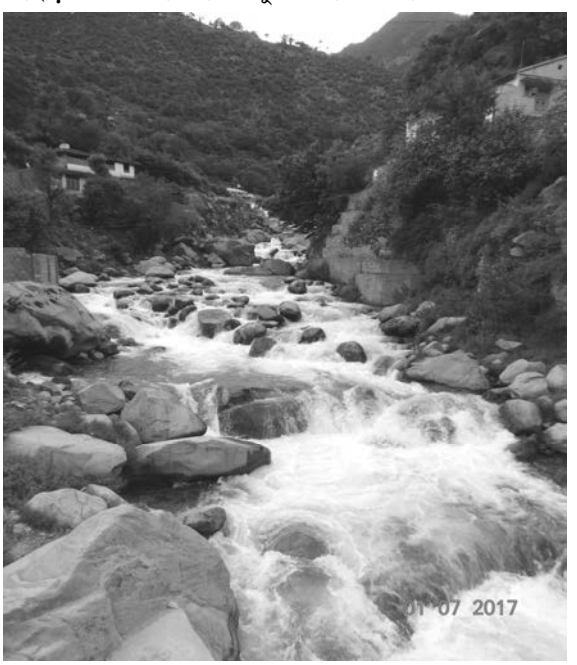

আসে। দূরের উঁচু পাহাড়গুলোতে বরফের টুপী দেখা যায়। তবে মালাম জাব্বায় এখনও বরফ পড়া শুরু হয়নি। ঘাসের গোড়ায় গোড়ায় অবশ্য সামান্য বরফ জমে উঠতে দেখা গেল। পাহাড়ের নীচে বিরাট রিসোর্টটি গড়ে উঠেছিল। তবে তালেবানরা ২০০৯ সালে সেটি ধ্বংস করে ফেলে। বর্তমানে সেটির পুনর্নির্মাণকাজ চলছে। দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা সোয়াত থেকে ফিরতি পথে রওয়ানা হলাম। রাত এগারোটার দিকে ফিরে এলাম ইসলামাবাদ। এটাই ছিল প্রথম সোয়াত সফরের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত।

২.

সোয়াতে দ্বিতীয়বার যাওয়ার সুযোগ হয় পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরার মাসখানিক পূর্বে। পেশোয়ার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী ছাত্র নাঈমের বন্ধু ও ক্লাসমেট লতীফ শাহ দীর্ঘদিন ধরে দাওয়াত দিয়ে আসছে ওদের গ্রামের বাড়ি সোয়াতের কালামে যাওয়ার জন্য। লতীফ শাহের সাথে পরিচয় হয় পেশোয়ারে। পাকিস্তানের আলোচিত ফাটা (Federally Administered Tribal Areas) অঞ্চলের খাইবার এজেন্সির শাকায গ্রামে তার বাড়ী। পাকিস্তানের পাঠান অধ্যুষিত ৭টি এমন অঞ্চল রয়েছে, যেগুলিতে বৃটিশ আমল থেকেই সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল এবং শত-সহস্র বছর ধরে এগুলো গোত্রশাসিত। আফগান সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলগুলোকেই সংক্ষেপে 'ফাটা' বলে। এমনই একটি অঞ্চল খাইবার এজেন্সি। বিখ্যাত খাইবার গিরিপথ এই অঞ্চল দিয়ে চলে গেছে। প্রথম দেখা হওয়ার পর থেকে লতীফ শাহ কেন যেন আমাকে খুবই শ্রদ্ধার নজরে দেখত এবং তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য রীতিমত পীড়াপিড়ি করত। অবশেষে ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ সেই সুযোগটি এল। কোরবানীর ঈদ উপলক্ষ্যে পেশোয়ারে নাঈমদের কাছে এসেছি জেনে সে নিজের প্রাইভেট কার নিয়ে নাঈমের হোস্টেলে উপস্থিত। সহযাত্রী হ'ল নাঈমসহ আরও দুই বাঙালী ছাত্র শাহাদাত হোসাইন (মাদারীপুর), মাসুম (টাঙ্গাইল)। ঘন্টাখানেকের মধ্যে লতীফ শাহের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে যাই। দুর্গের মত মাটির উঁচু প্রাচীর ঘেরা এক তলা সুপরিসর বাড়ি। একান্নবর্তী বিরাট পরিবারের ছেলে-বুড়োরা এসে অভ্যর্থনা জানালো। তারপর তাদের মেহমানখানায় নিয়ে বসালো। কার্পেটে মোড়ানো পাঠানী মেহমানখানার চারিদিকে বসার জন্য তোষক আর কুশন। এখানে বসে সারাদিন শুয়ে-বসে আড্ডায় কাটানো খুবই সম্ভব। বলাবাহুল্য, বাড়ীর লোকজন উপস্থিত থাকলে কাহওয়া আর ড্রাই ফুডের সাথে পাঠানী মেহমানখানা জমজমাট থাকে সবসময়।

আমরা প্রায় সারাদিন সেখানে অবস্থান করলাম এবং পাঠানী মেহমানদারীর বৈচিত্রপূর্ণ ঐতিহ্য উপভোগ করলাম। লতীফের পরিবার এবার দুম্বা কুরবানী করেছিল। যোহরের পর প্রায় পূর্ণ একটি দুম্বার কয়েক প্রকার ডিশ আমাদের সামনে হাজির করা হ'ল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল এগুলোর নাম পাট্টেদানা, বারবিকিউ, দামপোক আর দুম্বা কড়াই। পরিশেষে লাচ্ছি আর কাহওয়া। পাঠান পরিবারের প্রায় ১৫ জনের সাথে আমরা চার বাঙালী যুক্ত হয়ে রীতিমত ভোজসভার আয়োজন হয়ে গেল। তারা যে আন্তরিকতার সাথে আপ্যায়ন করালেন, তা সত্যিই সারাজীবন মনে রাখার মত।

দুপুরে হালকা বিশ্রাম নিয়ে আছরের পর আমরা বিদায় নিলাম। ফেরার পথে লতীফ শাহ শাকায গ্রামেরই এক

অত্যাধুনিক মাদরাসা পরিদর্শনে নিয়ে গেল। জামে'আ ইসলামিয়া ফারূকিয়া নামক এই মাদরাসাটি নির্মাণ করেছেন স্থানীয় এক সম্পদশালী ব্যক্তি। দেশী-বিদেশী মূল্যবান পাথরখচিত মাদরাসাটি এতই দৃষ্টিনন্দন যে চোখ ফেরানো দায়। ভেতরে আসবাব-পত্র, লাইব্রেরী, কম্পিউটার ল্যাব সবকিছুই অত্যাধুনিক। সেই সাথে এখানে রয়েছে একটি প্রাচীন মুদ্রা, তৈজসপত্র, অস্ত্রপাতি আর যুদ্ধসামগ্রীর এক সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা। মাদরাসাটি পরিদর্শন শেষে কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে এক বিলাসবহুল মেহমানখানায় বসালেন। নাশতা-পানি শেষে পরিদর্শন বহি নিয়ে আসা হ'ল। তাতে এই মাদরাসার প্রতি আমার মুগ্ধতার কথা আরবীতে লিখে দিলাম। প্রত্যন্ত পাঠানিস্তানের এক দুর্গম গ্রামের মাদরাসাটিতে এক বাঙালীর উপস্থিতির স্বাক্ষর স্থায়ী হয়ে থাকল। আজ থেকে কয়েকশ' বছর পর যদি কোন বাঙালীর পা পড়ে আবারও এই গ্রামে, তবে বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে হয়ত সে স্বদেশীর এই স্বাক্ষর দেখবে ভেবে যুগপৎ পুলক ও স্মৃতিকাতরতা অনুভব করলাম।

মাদরাসা থেকে বিদায় নিয়ে ঐতিহ্যবাহী খাইবার গেটে এসে আমরা আবার দাঁড়ালাম। হয়ত আমার জন্য শেষবারের মত এখানে আসা। সামনে জামরূদ ফোর্ট। দূরে হিন্দুকুশ পাহাড়ের সারি। উপরে সাইনপোস্টে লেখা তোরখাম ৩৬ কি.মি., জালালাবাদ ১১৩ কি.মি., কাবুল ২২৪ কি.মি.। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি। হৃদয়ের গহীন থেকে বিদায়ের এক টুকরো বিষণ্ন অভিব্যক্তি যেন খাইবারের আকাশে-বাতাসে মিশে যায়। শেষ বিকেলে আবার হোস্টেলে ফিরে আসি।

৩.

লতীফ শাহের সাথে ঐ সাক্ষাতের পরও বেশ কয়েকবার ফোনে যোগাযোগ হয়েছে। সে বলেছিল তারা গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল হিসাবে সোয়াতের কালাম শহরে একটি বাড়ি কিনেছে। আর আমরা যেন সেখানে বেড়াতে যাই।

এদিকে পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরার সময় চলে এসেছে আমার। কয়েকদিনের জন্য ক্লাস ছুটি। চিন্তা করলাম সোয়াতে আরেকবার ঘুরে আসা যায়। নাঈমদের যাওয়ার কথা থাকলেও পরীক্ষার কারণে ওরা সঙ্গ দিতে পারল না। শেষমেষ রাওয়ালপিণ্ডির আব্দুর রহমান বাঙালী ভাইকে রাযী করালাম। ৩০শে জুন ২০১৭ সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল সোয়াতের উদ্দেশ্যে।

সোয়াতে গতবার যখন যাই কোথাও কোন বাঁধার মুখে পড়তে হয়নি। কেননা সেটা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুর ছিল। ব্যবস্থাপকরাই সবকিছু ম্যানেজ করে নিয়েছিল। কিন্তু এবার পাবলিক গাড়িতে যাওয়ার কারণে প্রথমেই বাঁধার সম্মুখীন হলাম মালাকান্ড পৌঁছানোর পর। সেখানে পাকিস্তানীদের বাধ্যতামূলকভাবে ন্যাশনাল আইডি কার্ড (এনআইসি) দেখাতে হয়। আর বিদেশীদের পাসপোর্ট ছাড়াও বিশেষ অনুমতিপত্র দেখাতে হয়। সোয়াতে তালিবানদের আক্রমণের পর থেকে এই ব্যবস্থা। এটা গতবারই শুনেছিলাম। তবে এখানে এতটা কঠোরভাবে সেটা বাস্তবায়ন করা হয় সেটা জানা ছিল না। সারি বেঁধে বাস এবং অন্যান্য গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একে একে সবার আইডি চেক করে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হচ্ছে। আমাদের বাস থামার পর একজন আর্মী সকল যাত্রীর কাছ থেকে এনআইডি নিয়ে গেল। এমনকি ড্রাইভারেরও। আমি বাসের একেবারে সামনের সীটে ছিলাম। প্রমাদ গুণছি। ঠিক কাশ্মীর সফরের মতই অবস্থা। আব্দুর রহমান ভাই আমার বাম পাশের সীটে বসেছেন। আমি সবার শেষে তার এনআইডি নিয়ে আর্মীর হাতে দিলাম। আর্মী ভাই কিছু না বলে নিচে নেমে গেল। অতঃপর রেজিস্ট্রি শেষে আধাঘন্টা পর ফেরৎ দিয়ে গেল। আমি আল্লাহর নগদ সাহায্য দেখে শুকরিয়া আদায় করলাম।

কিন্তু ড্রাইভার জানালো সোয়াত পৌঁছানোর পূর্বে আরেকটা চেক পয়েন্ট আছে। অতএব আবারও শংকায় পড়ে গেলাম। পথে নদী ও পাহাড়ের যে বাহারী সৌন্দর্য চোখের সামনে ধরা দিতে লাগল, তার কিছুই যেন দৃষ্টি কাড়ছে না। পরবর্তী চেকপয়েন্ট থেকে ফেরৎ আসতে হয় কিনা এটাই এখন একমাত্র চিন্তা। ওদিকে লতীফ শাহ বার বার ফোন করছে ঠিকঠাক আসতে পারছি কি না। আমি লজ্জায় বলতেও পারছি না চেক পয়েন্টের কথা। সে হয়ত জানে না এ পথে এখনও বিদেশীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা আছে। জানলে নিশ্চয়ই আসতে বলত না।

অবশেষে সোয়াতে ঢোকার পূর্বে যে চেকপয়েন্ট তার সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো। আয়োজন দেখে আমি নিশ্চিত এবার ইসলামাবাদ ফিরে যাওয়ার পরোয়ানা আসছে। যথারীতি আর্মী এসে এনআইডি কার্ড নিতে লাগল। আমি গতবারের মতই কেবল আব্দুর রহমান ভাইয়ের কার্ডটি দিলাম আর প্রমাদ গুণতে লাগলাম যে আমারটা চায় কিনা। বিস্ময়করভাবে আর্মী পূর্বের মত এবারও কিছু না বলে আমাদের দু'জন থেকে একটি কার্ড নিয়ে চলে গেল। রেজিস্ট্রেশনের পর আবার কার্ডটি ফেরৎ দিয়ে গেল। গাড়ি সোয়াতের পথে চলতে শুরু করেছে। আমি আব্দুর রহমান ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসলাম। বুঝতে পারলাম আল্লাহ্‌র সাহায্য পদে পদে আমাদের সাথে আছে আলহামদুলিল্লাহ। *(ক্রমশঃ)*

ইন্দোনেশীয় খৃষ্টান নারী ইরিনা হানদোনোর ইসলামগ্রহণ

ইরিনা হানদোনো। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ইন্দোনেশিয়ার এক সম্পদশালী ধার্মিক খ্রিষ্টান পরিবারে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ১৯৮৩ সালে পবিত্র ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারপর নিজেকে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। নওমুসলিমদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন 'ইরিনা সেন্টার' নামে একটি স্কুল।

মুসলিম হওয়ার আগে মুসলমানদের সম্পর্কে তার ও খ্রিষ্টানদের ধারণা ছিল অনেকটা এ রকম যে, খ্রিষ্টানরা অন্যদের চেয়ে ভিন্ন এবং অভিজাত। তারা ধনী, শিক্ষিত। সুন্দর সুন্দর পোশাক ও জুতা পরে তারা। আর মুসলিমরা গরীব, অশিক্ষিত এবং তাদের ইবাদতের স্থান মসজিদের সামনে থেকে তাদের কম দামী জুতাও চুরি হয়ে যায়।

স্রষ্টার জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রবল ইচ্ছার কারণে ছোটবেলা থেকেই ইরিনা হানদোনো ধর্মীয় আবহে নিজেকে তৈরীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। কিন্তু পরিবারের পাঁচ সন্তানের মধ্যে একমাত্র মেয়ে হওয়া প্রথম দিকে তার এ আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

পরবর্তীতে কিশোরী বয়সে স্থানীয় গির্জার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেয়া শুরু করে ইরিনা হানদোনো। প্রবল ইচ্ছার কারণে পরিবার থেকে ধর্মে-কর্মে সম্মতি মেলে তার। তাই ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ ও দীক্ষা নিতে প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করতে কোনো অসুবিধা হয়নি ইরিনার।

গির্জার বাইরে ধর্ম-দর্শন বুঝার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করেন তিনি। সে সময়ই প্রথম ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে ইরিনা। এটিই ছিল বিশ্বের বৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যার দেশে জন্ম নেয়ার ইরিনার ইসলাম সম্পর্কে প্রথম জ্ঞানার্জন।

গির্জার সেই প্রশিক্ষণে ইসলাম সম্পর্কে কিছু কুসংস্কারের চর্চা দেখানো হয়। যা খ্রিষ্টান সমাজেও আগে এগুলো দেখা যেত। সে সময় ২০ বছর বয়সী ইরিনা অন্তরে স্থান দেয়নি। সেখানে মুসলিমদের দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অসভ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে ইরিনা শিক্ষকের কাছে অনুমতি চায়। তার ইচ্ছে ছিল ইসলাম সম্পর্কে ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বের করা। সেই আলোকে ইসলামের বিরোধিতা করার রসদ খুঁজতে কুরআন অধ্যয়ন শুরু করেন ইরিনা।

কুরআনুল কারীম ডান দিক থেকে পড়া শুরু করতে হয় তখনো জানতেন না ইরিনা হানদোনো। তাইতো তিনি বাম দিক থেকে পড়তে শুরু করেন। শুরুতেই তার চোখে পড়ে কুরআনুল কারীমের অন্যতম প্রসিদ্ধ সূরা। আর তা হ'ল সূরা ইখলাছ। তাতে তিনি পড়েন, 'বলুন! তিনি আল্লাহ! তিনি এক। তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। কেউ তার সমকক্ষ নয়'।

ইসলামের বিরোধিতার বিপরীতে ইরিনা এ সূরাতেই মুগ্ধ হয়ে যান। তার অন্তরে এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ এক। স্রষ্টার কোনো সন্তান নেই। আর তিনি কারো সৃষ্টি নন। আর কোনো কিছুই তার সমকক্ষ নয়।

অতঃপর ইরিনা একজন ধর্মযাজকের কাছে স্রষ্টায় বিশ্বাসের মূলকথা কী? তা জানতে চাইল। তার কাছে আরও জানতে চাইল। একই সঙ্গে একজন স্রষ্টা কীভাবে একজন ও তিনজন হয়?

ধর্মযাজক বললেন, মূলতঃ স্রষ্টা একজনই। তবে ৩টি সত্ত্বায় তার প্রকাশ রয়েছে। আর তাহলো স্রষ্টা যিনি পিতা, স্রষ্টা যিনি পুত্র, স্রষ্টা যিনি পবিত্র আত্মা। এটিই ত্রিত্ববাদ।

ধর্মযাজকের এ ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে রাতে বিছানায় ফিরলেন ইরিনা। কিন্তু সূরা ইখলাছের বক্তব্যগুলো বারবার মাথায় উঁকি দিতে থাকে। যেখানে তিনি (আল্লাহ) বলেছেন, তিনি এক। তিনি কারো সৃষ্টি নন। কেউ তার সন্তান নয়। তবে ত্রিত্ববাদের অস্তিত্ব কোথায়?

ইরিনা হানদোনো পরদিন আবার ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে বললেন, ত্রিত্ববাদের ধারণাটি আমার বুঝে আসছে না। এবার ধর্মযাজক তাকে একটি বোর্ডের কাছে নিয়ে গেলেন এবং একটি ত্রিভুজ আঁকলেন। তিনি বললেন, এখানে একটি

ত্রিভুজ। আর এটির দিক বা বাহু তিনটি। ত্রিত্ববাদের ধারণাও ঠিক এমন।

ধর্মযাজকের এ কথা শুনে ইরিনা বলে উঠলেন, তাহলে এটিও সম্ভব যে, আমাদের প্রভুর ৪টি দিক বা বাহু থাকবে।

ধর্মযাজক বলে উঠলেন, তা সম্ভব নয়। ইরিনা জানতে চাইলেন, সম্ভব নয় কেন?

ইরিনা এভাবে ত্রিত্ববাদ নিয়ে নানা প্রশ্ন করতে থাকলেন। ইরিনার প্রশ্নে ধর্মজাযক অধৈর্য হয়ে উঠলেন। অতঃপর একপর্যায়ে ধর্মযাজক বললেন, 'ত্রিত্ববাদের এই ধারণা আমি গ্রহণ করেছি। তবে তা আমারও বুঝে আসে না। তুমিও (ইরিনা) এটি মেনে নাও, হজম করো। বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা পাপ'।

ইরিনা যাজকের এই অসার ব্যাখ্যা হজম করতে পারেন না। মন পরিবর্তনকারী আল্লাহ দিকে তিনি নীত হন এবং তুলে নেন হাতে পবিত্র কুরআন। রাতে তিনি বারংবার কুরআনের অন্যতম সূরা ইখলাছ পড়তে থাকেন আর ভাবতে থাকেন। সূরা ইখলাছ যেন তার নিকটে হেদায়াতের রশ্মি নিয়ে হাযির হয়। মনে হয় যেন তার অন্তরে কিছু প্রবেশ করছে। আর সে বিনা সন্দেহে এ কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আর এটিই সত্য, বাকি সব মিথ্যা।

প্রকৃত স্রষ্টার পরিচয় লাভ করার পরও মুসলিম হওয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে ছয় বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে ইরিনাকে। তিনি ১৯৮৩ সালে পবিত্র ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর জীবনে তিনি বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি পরিবার হারিয়েছেন; সম্পদ হারিয়েছেন এবং তা তিনি সফলভাবে কাটিয়ে উঠেছেন। এ প্রসঙ্গে ইরিনা হানাদোনো বলেছেন, 'আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করে পরিবার থেকে একা হয়ে যাই। চরম চ্যালেঞ্জের মুখে আল্লাহ আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি আল্লাহ্র আশ্রয়ে ছিলাম। তিনি ছিলেন আমার আশ্রয়। একমাত্র আশ্রয়। আর আমি অমূলক মনগড়া কোনো মতবাদ নিয়ে পড়ে থাকার মতো মেয়েও ছিলাম না'।

তিনি আরও বলেন, একজন নওমুসলিম হিসাবে আমি আমার করনীয় সম্পর্কেও ছিলাম সচেতন। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতাম। রামাযানে ছিয়াম রাখতাম এবং ফরয বিধান হিজাব পরতাম। কেননা আমিতো স্রষ্টার জীবন উৎসর্গ করতেই গির্জায় গিয়েছিলাম। আর এখন প্রকৃত স্রষ্টার কাছেই আমার জীবন উৎসর্গিত।

আলহামদুলিল্লাহ, আমার জীবন আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত। আমার পুরো জীবন শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য বির্সজিত।

ইরিনা হানদোনো নিজেকে দ্বীনের দাঈ হিসাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। নওমুসলিমদের জন্য স্কুল খুলেছেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে মহান আল্লাহ্র নিকট সঁপে দিয়েছেন। ইসলাম ছড়িয়ে পড়ুক সকল গণ্ডি ছাড়িয়ে দিক-দিগন্তে, বিশ্বময়।

[সূত্র : ইন্টারনেট]

জীবনের বাঁকে বাঁকে

ইচ্ছাপূরণের গল্প

জেদ্দা এয়ারপোর্টের ওয়েটিংরুমে বসে ছিলেন ভদ্র লোক। তার পাশে আরো একজন ছিলেন, তিনিও হজ্জ সম্পন্ন করেছেন। নীরবতা ভেঙে মানুষটি বললেন, 'আমি একজন ঠিকাদার হিসেবে কাজ করি এবং আল্লাহ আমাকে ১০তম হজ্জ পালন করার সৌভাগ্য দিয়েছেন'।

ভদ্র লোক বললেন, 'হজ্জ মাবরুর! আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন এবং গুনাহ সমূহ ক্ষমা করুন।

মানুষটি মুচকি হাসলেন এবং ভদ্র লোক দো'আর সাথে আমীন বললেন। এরপর বললেন, 'আপনি কি এর আগে হজ্জ করেছেন?"

ভদ্র লোক বলতে ইতস্ততঃ করলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, আল্লাহর কসম! এটা অনেক দীর্ঘ গল্প। আমি চাইনা আমার কথায় আপনার মাথা ব্যাথা হোক! লোকটি বললেন, দয়া করে আমাকে বলুন, আমাদের তো এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া এমনিতেই কিছু করার নেই।

ভদ্র লোক হাসলেন, বললেন, হ্যা, অপেক্ষা দিয়েই আমার গল্পের শুরু!

হজ্জে যাবার জন্য আমি অনেক বছর যাবত অপেক্ষা করছিলাম। ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে ৩০ বছর একটা প্রাইভেট হাসপাতালে কাজ করার পর আমি হজ্জের জন্য যথেষ্ট টাকা জমাতে পেরেছিলাম। যেদিন আমি টাকা তুলতে গিয়েছিলাম সেইদিনই হঠাৎ এক মায়ের দেখা পেলাম যার প্যারালাইজড সন্তানের চিকিৎসা আমি করেছিলাম। সেদিন সেই মাকে খুব চিন্তিত মনে হলো। তিনি বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন। এটা আমাদের হাসপাতালে শেষদিন।

আমি তার কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তিনি আমার চিকিৎসায় খুশি নন। তাই তিনি তার সন্তানকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বিষয়টা আমি উনাকে বলেই ফেললাম।

কিন্তু মহিলাটি বললেন, 'না ভাই, আল্লাহ সাক্ষী যে আপনি আমার ছেলের সাথে পিতার মত আচরণ করেছেন এবং চিকিৎসা দিয়ে তাকে সাহায্য করেছেন যখন আমরা আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম'। এরপর তিনি বিষন্নভাবে চলে গেলেন।

পাশে থাকা মানুষটি কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, ব্যাপারটা অদ্ভুত! যদি তিনি আপনার চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন আর তার ছেলের উন্নতিও হচ্ছিল, তবে কেন তিনি চলে গিয়েছিলেন?

ভদ্র লোক বললেন, 'সেটা আমিও ভেবেছিলাম। তাই কি ঘটেছে তা জানার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছিলাম। তারা আমাকে বলেছিল যে ছেলেটার বাবার চাকরি চলে গিয়েছিল, তাই তার ছেলের চিকিৎসার খরচ চালাতে পারছিলেন না।

পাশে বসা মানুষটি বললেন, আল্লাহ ছাড়া কারো কোন শক্তি, সামর্থ্য নেই। তাদের কত দুর্ভোগ! আপনি কিভাবে ব্যাপারটা সুরাহা করেছিলেন?

ভদ্র লোক বললেন, 'আমি ম্যানেজারের কাছে গেলাম এবং হাসপাতালের খরচে ছেলেটার চিকিৎসা করাতে যুক্তিতর্ক করলাম।

কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল, এটা একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, দাতব্য সংস্থা না। আমি পরিবারটির জন্য দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে অফিস ত্যাগ করলাম।

তখন হঠাৎ আমার পকেটে হাত রাখলাম, সেখানে আমার হজ্জের জন্য প্রস্তুতকৃত টাকাগুলো ছিল।

আমি আমার জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ালাম, আসমানের দিকে মাথা তুলে আমার রবকে বললাম, হে আল্লাহ! আপনি জানেন এ মুহূর্তে আমার মনের অবস্থা কেমন! আপনার ঘরে যাওয়া, হজ্জ করা এবং আপনার রাসূলের মসজিদে যাওয়ার চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় কিছুই নেই। আপনি জানেন আমি সারাটি জীবন এই মূহূর্তের জন্য কাজ করেছি। কিন্তু আমি এই দরিদ্র মহিলা ও তার সন্তানকে নিজের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। তাই আপনার অনুগ্রহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

আমি হিসাবের ডেস্কে গেলাম এবং ছেলেটার চিকিৎসার জন্য আমার কাছে থাকা সমস্ত টাকা দিয়ে দিলাম। যা পরবর্তী ছয়মাসের জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি হিসাবরক্ষককে অনুনয় করে বললাম যেন মহিলাটিকে বলা হয়, বিশেষ অবস্থার কারণে চিকিৎসার খরচ হাসপাতাল থেকে দেয়া হচ্ছে।

হিসাবরক্ষক এর দ্বারা প্রভাবিত হলেন, তার চোখে পানি এসে গেল। বললেন, বারাক আল্লাহু ফিক।

পাশে বসা মানুষটি বললেন, আপনি যদি আপনার সমস্ত টাকা দান করে থাকেন, তাহলে আপনি কিভাবে হজ্জে এলেন?

ভদ্র লোক বললেন, সেদিন বিষন্ন মনে ঘরে ফিরে এলাম, হজ্জে যাওয়ার সুযোগ হারানোর কারণে মন খুব খারাপ ছিল। কিন্ত আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছিল এই কারণে যে আমি এক মহিলা ও তার সন্তানের দুঃখ দূর করেছিলাম।

আমি সেই রাতে ঘুমাতে গেলাম অশ্রুসিক্ত অবস্থায়। স্বপ্নে দেখলাম আমি কাবা ঘর তাওয়াফ করছি এবং মানুষেরা আমাকে সালাম দিচ্ছিল। তারা আমাকে বলেছিল, 'হজ্জ মাবরুর! কারণ তুমি পৃথিবীতে হজ্জ করার আগেই নভোমণ্ডলে হজ করেছ।

আমি তাৎক্ষণিকভাবে জেগে উঠলাম এবং অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করলাম। সবকিছুর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করলাম এবং তার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিলাম।

যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম আমার ফোন বেজে উঠল। হাসপাতালের ম্যানেজারের ফোন।

তিনি আমাকে বললেন, 'হাসপাতালের মালিক এ বছর হজ্জে যেতে চাচ্ছেন এবং তিনি ব্যক্তিগত থেরাপিস্ট ছাড়া সেখানে যাবেন না। কিন্তু তার থেরাপিস্টের স্ত্রী গর্ভবতী এবং তিনি গর্ভাবস্থার অন্তিম পর্যায়ে পৌছেছেন। তাই সে তার স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে পারছে না। আপনি কি আমার একটা উপকার করবেন?

আপনি কি তাকে তার হজ্জে সঙ্গ দিতে পারেন?"

আমি শুকরিয়ার সিজদা করলাম। আপনি আজকে আমাকে এখানে দেখছেন, আল্লাহ তার ঘরে যাওয়ার জন্য আমাকে কবুল করলেন কোন অর্থব্যয় ছাড়া। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী আমাকে কিছু দিতে জিদ করলেন। আমি তখন তাকে সেই মহিলা আর তার ছেলের গল্প তাকে শুনালাম। তিনি নিজ খরচে ছেলেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। আর নিঃস্ব রোগীদের জন্য হাসপাতালে একটা দানবাক্সের কথা ভাবলেন। তার উপর তিনি ছেলেটির পিতাকে তারই একটা কোম্পানিতে চাকরি দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি সে টাকাগুলোও ফেরত দিয়েছিলেন, যা আমি ছেলেটার চিকিৎসার জন্য দিয়েছিলাম। আপনি কি আমার রবের অনুগ্রহের চেয়ে বড় অনুগ্রহ আর দেখেছেন? সুবহানাল্লাহ!

পাশে বসা মানুষটি তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন আমি কখনো আজকের মত লজ্জা অনুভব করিনি। আমি একবছর অন্তর হজ পালন করতাম আর ভাবতাম আমি মহৎ কোন কাজ করছি। আর ফলাফলস্বরূপ আল্লাহর কাছে আমার অবস্থান উন্নত হবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আপনার হজ্জ আমার হাযারো হজ্জের সমতুল্য। আমি আল্লাহর ঘরে গিয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তাঁর ঘরে আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন। আল্লাহ আপনার হজ্জ কবুল করুন! *(সংকলিত)*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

সংগঠন সংবাদ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৯

ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া ধর্ষণ-মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, রমনা, ঢাকা ১৯শে জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনব্যাপী রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, কোন আল্লাহ কোন জাতিকে পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদরকে নিজেরা পরিবর্তন করে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে দু'দল মানুষ আছে। একদল মানুষের লক্ষ্য হ'ল দুনিয়া। তাদের পথপ্রদর্শক হ'লেন তারাই যারা দুনিয়াতে বড় হয়েছেন তথা নমরূদ, ফেরাউন, কারূণ, হামান প্রমুখ লোকেরা। আরেকদল মানুষের লক্ষ্য হ'ল আখেরাত। ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিনিময়ে তারা চিরস্থায়ী জীবনকে সমৃদ্ধ ও শান্তিময় করতে চান। নবী-রাসূলগণ হ'লেন তাদের পথপ্রর্দশক। তিনি আরো বলেন, দু'টি কারণে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি। ১. ক্বিয়ামতের দিন পথভ্রষ্টরা যেন বলতে না পারে যে, এরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করত। অথচ আমাদের কখনো দাওয়াত দেয়নি। ২. দাওয়াত না দেওয়ার কারণে আল্লাহ যেন আমাদেরকে পাকড়াও না করেন।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য বিশেষত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বা 'যুবসংঘে'র কর্মী হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হ'ল শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস এবং বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল সুন্নাতের অনুসারী হওয়া।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে কিশোর অপরাধ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল, কিশোরদের বন্ধুরা শয়তানমুখী হওয়া। অতএব কেবল হুমকি-ধমকি ও শাসনের মাধ্যমে সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি, সুদ-ঘুষ, খুন-ধর্ষণ ও মাদকের সয়লাব বন্ধ করা যাবে না। আইনের দ্রুত ও নিরপেক্ষ প্রয়োগের সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমেই কেবল এগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ছেলেরা কখনো চরমপন্থী নয় বা শৈথিল্যবাদী নয়। বরং তারা সর্বদা মধ্যপন্থী। সবশেষে তিনি বলেন, তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান নয়।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও বেক্সিমকো গ্রুপ-এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালমান এফ রহমান বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' দেশ থেকে শিরক ও বিদ'আত উৎখাতে এবং মাদক ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে অবদান রেখে চলেছে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' আমার খুব কাছের।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব বলেন, 'যুবসংঘে'র প্রত্যেক কর্মীকে সর্বাগ্রে স্ব স্ব ক্ষেত্রে 'আদর্শ' হতে হবে। তিনি প্রত্যেককে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ থাকার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতির সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'আল-'আওন'-এর সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, ঢাকা-উত্তর যেলার আহ্বায়ক আল-আমীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ফেরদাউস হোসাইন, রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি যিল্লুর রহমান, বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান, কুমিল্লা যেলা সভাপতি আহমাদুল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মুজাহিদুর রহমান ও বগুড়া যেলা সভাপতি আল-আমীন।

অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন 'আল-'আওন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), আব্দুল্লাহ আল-মারূফ (বগুড়া) ও কেরামত আলী (পাবনা)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট)।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম সরকারের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমস্বরে সেগুলির প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন।-

১. এ সম্মেলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন, বিচার ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

২. ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ব্যতীত সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি, সূদ, ঘুষ, খুন, মাদক, ধর্ষণ কমিয়ে আনা সম্ভব নয়। সেকারণ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সহ শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য এই সম্মেলন জোর আবেদন জানাচ্ছে।

৩. এই সম্মেলন স্কুল-মাদরাসার সিলেবাস প্রণয়ন কমিটিতে এবং 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনা কমিটিতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর মনোনীত প্রতিনিধি রাখার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছে।

৪. এই সম্মেলন জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ভূমিকাকে স্বাগত জানাচ্ছে। সাথে সাথে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের দাওয়াতী ও সামাজিক কর্মসূচী সমূহ অবাধে পরিচালনার সুযোগ প্রদানের জোর দাবী জানাচ্ছে।

৫. এই সম্মেলন খুন ও ধর্ষণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তিদানকারী অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছে। সেই সাথে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের ১৮ বছর বয়সের ইসলাম বিরোধী শর্ত এবং তালাকের ক্ষেত্রে 'হিল্লা প্রথা' বাতিল করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

৬. এ সম্মেলন মাদক প্রতিরোধে সরকারের ভূমিকাকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সহযোগী হিসাবে দেশের একমাত্র মাদকমুক্ত রক্তদান সংগঠন 'আল-আওন স্বেচ্ছাসেবী মাদকমুক্ত রক্তদান সংস্থা'কে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা দানের আহ্বান জানাচ্ছে।

৭. এ সম্মেলন দেশের বিভিন্ন স্থানে আহলেহাদীছ মসজিদসমূহ ভাঙ্গা, জবরদখল করা এবং আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে মহলবিশেষের আক্রমণাত্মক অবস্থানের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে সরকারের সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবী করছে।

৮. এ সম্মেলন ইভটিজিংসহ নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা বাতিল করা এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শালীন পোষাক ও পর্দাপ্রথা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছে। সেই সাথে নারীদের পর্দা পালনে বাধাসৃষ্টিকারীদেরকে আইনের আওতায় আনার দাবী জানাচ্ছে।

৯. এই সম্মেলন বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে টিভি-সিনেমা থেকে অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা বন্ধ করার এবং ইন্টারনেট থেকে অশ্লীল কন্টেন্টসমূহ অপসারণ করার দাবী জানাচ্ছে। সেই সাথে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে এবং বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে পিস টিভি পুনরায় চালু করা এবং আত-তাহরীক অন-লাইন টিভিসহ অন্যান্য সুস্থ গণমাধ্যমকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দানের আহ্বান জানাচ্ছে।

১০. এই সম্মেলন রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে তাদেরকে সসম্মানে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক ভূমিকাকে স্বাগত জানাচ্ছে। সেই সাথে ভারত, মিয়ানমার, চীন, সিরিয়া, ইয়েমেন, ফিলিস্তীনসহ বিশ্বব্যাপী মুসলিম নির্যাতন বন্ধের জন্য জাতিসংঘ এবং ওআইসি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন যেলায় বন্যার বিভীষিকা শুরু হওয়া সত্ত্বেও দেশের প্রায় সকল যেলা থেকে প্রায় তিন হাযারের মত কর্মী ও সুধী উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মূল অডিটোরিয়ামসহ পৃথকভাবে বাহিরে দুই হাযার বর্গফুটের একটি বৃহৎ প্যাণ্ডেল করা হয় এবং সেখানে প্রজেক্টরের ব্যবস্থা রাখা হয়। এছাড়া মিলনায়তনের বাইরে আল-'আওন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা.আব্দুল মতীন-এর পরিচালনায় উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক ফয়ছাল মাহমূদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর প্রমুখ। এ সময় বিভিন্ন যেলা থেকে আগত আল-'আওন-এর যেলা দায়িত্বশীলগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেন। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১২৬ জন রক্তদাতা সদস্য বা 'ডোনার' তালিকাভুক্ত করা হয়।

টিভি ও পত্রিকা সমূহের রিপোর্ট :

ঢাকার ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট টিভিতে সম্মেলনের রিপোর্ট সোয়া দু'মিনিট প্রচার করা হয়। এছাড়া কয়েকটি পত্রিকায় সচিত্র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যেমন : ১. প্রথম আলো ২০শে জুলাই, পৃ. ৪ কলাম ৩-৪। ছবিসহ শিরোনাম : 'সর্বস্তরে ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবি- আহলেহাদীছ যুবসংঘ। সহশিক্ষা বাতিল এবং কোরআন ও হাদিসের আলোকে শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি'।

রিপোর্টে বলা হয়- সম্মেলনে ১০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে সারা দেশ থেকে আসা প্রায় দুই হাজার কর্মী ও সংগঠক কণ্ঠভোট ও হাত তুলে প্রস্তাবগুলোর প্রতি সমর্থন জানান। ...এক প্রস্তাবে মাদক ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সরকারের ভূমিকাকে স্বাগত জানানো হয়। একইসঙ্গে খুন ও ধর্ষণ প্রসঙ্গে স্বীকারোক্তি দানকারী অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবে বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের ১৮ বছর বয়সের শর্ত এবং তালাকের ক্ষেত্রে হিল্লা প্রথা বাতিল করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়।

ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি, ঘুষ, খুন, মাদক ও ধর্ষণ কমিয়ে আনা সম্ভব নয় উল্লেখ করে প্রস্তাবে বলা হয়, এই সম্মেলন ইভটিজিং সহ নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা বাতিল করা এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শালীন পোষাক ও পর্দাপ্রথা নিশ্চিতের আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালমান এফ রহমান বলেন, 'আমি আজকের প্রস্তাবগুলো দেখেছি। আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাতে চাই। কারণ আপনারা মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের মাদক প্রতিরোধ করতে হবে। সবাইকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা দিতে পারলে মাদকের দিকে কেউ যাবেনা'। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের ব্যাপারে অনেক অপপ্রচার করা হয়েছে। অধ্যাপক গালিবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তারপর আমি প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়েছি। আহলেহাদীছ সম্বন্ধে যে অপপ্রচার, তা ঠিক নয়। যে ভুল বোঝাবুঝি, তা ঠিক করা দরকার এবং সেটা ঠিক হয়েছেও।

২. The Independent ২০শে জুলাই ২০১৯, পৃ. ৩ কলাম ২-৫। ছবিসহ শিরোনাম : Divisions in Muslims benefiting enemies: Salman F Rahman.

৩. যুগান্তর ২০শে জুলাই ২০১৯, পৃ. ২ কলাম ১-৪। শিরোনাম : 'আহলে হাদিসের কর্মী সম্মেলন : ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া ধর্ষণ-মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়'।

৪. ইনকিলাব ২০শে জুলাই ২০১৯, পৃ. ১১ কলাম ৪-৫।

শিরোনাম : শিরক, বিদ'আত ও জঙ্গিবাদমুক্ত দেশ গঠনে অবদান রাখব : সালমান এফ রহমান। **ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া খুন, ধর্ষণ-মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়** কর্মী সম্মেলনে প্রফেসর আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

রিপোর্টে বলা হয়- দেশকে শির্ক, বিদ'আত ও জঙ্গিবাদ মুক্ত করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। তিনি আহলে হাদীস আন্দোলন ও

আহলেহাদীস যুব সংঘের কর্মসূচির প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করে পাশে থাকার অঙ্গিকার করেছেন।

৫. বাংলাদেশ প্রতিদিন ২০শে জুলাই ২০১৯, পৃ. ৩ কলাম ৫। শিরোনাম - আলোচনা সভায় অভিমত 'ধর্মীয় অনুশাসন ব্যতীত খুন-ধর্ষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়'।

রিপোর্টে বলা হয়- বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন, ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ছাড়া সামাজিক অনাচার-দুর্নীতি, সুদ-ঘুষ, খুন-ধর্ষণ ও মাদক বন্ধ করা সম্ভব নয়।

কেন্দ্রীয় দাঈ প্রশিক্ষণ ২০১৯

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ : অদ্য সকাল ৬টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় দাঈ প্রশিক্ষণ ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা দূরুল হূদা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. নূরুল ইসলাম, যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। এছাড়া বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। প্রশিক্ষণের শেষ অধিবেশনে 'বর্তমান দ্বন্দ্বমুখর সমাজে দাঈদের ভূমিকা' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশন ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্যানেলিস্ট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সহকারী সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম এবং পিস টিভির আলোচক মাওলানা মুখলেছুর রহমান মাদানী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন 'যুবসংঘ' কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। উল্লেখ্য যে, ১৭ যেলা থেকে মোট ৪৫ জন বাছাইকৃত ইমাম, খত্বীব ও দাঈগণ উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

যেলা সংবাদ

সারিয়াকান্দি, বগুড়া ২৯শে জুলাই সোমবার : অদ্য দুপুর ১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে বগুড়া যেলার সারিয়াকান্দি উপযেলার যমুনা নদীর বন্যাউপদ্রুত চর দিঘাপাড়া ও বেনীপুর, চর করমজাপাড়া ও চর নয়াপাড়ার ২১০টি বন্যা দুর্গত পরিবারকে ত্রাণ সাহায্য হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, মাওলানা মুখলেছুর রহমান মাদানী, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আল-আমীন এবং অন্যান্য কর্মীগণ। এ সময় তাঁরা বানভাসি মানুষের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নছীহত করেন এবং তাদেরকে ছালাত ও তওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ দেন।

গাইবান্ধা ৩০শে জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন মহিমাগঞ্জ এলাকার ধুন্দিয়া ও বালুয়া চরপাড়া, সাঘাটা উপযেলার পাচিয়ারপুর ও ডাকবাংলা এবং ফুলছড়ি উপযেলার চর ঝানঝাইর গ্রামের মোট ৪০৫টি বন্যা দুর্গত পরিবারকে ত্রাণ সাহায্য হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট কিছু ত্রাণ পরদিন গাইবান্ধা সদরে খামারবোয়ালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ৬০টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, মাওলানা মুখলেছুর রহমান মাদানী, গাইবান্ধা-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মশিউর রহমান, গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও অন্যান্য কর্মীগণ। ত্রাণ বিতরণকালে অনেকের গলার তাবীয, হাতের বিশেষ আংটি ইত্যাদি খুলে নেওয়া হয় এবং সকলকে যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে দূরে থাকার উপদেশ প্রদান করা হয়।

উক্ত গ্রামগুলো বন্যায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও আজো সেখানে কোন সরকারী সাহায্য পৌঁছেনি। কেবল গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন মহিমাগঞ্জ এলাকার ধুন্দিয়া গ্রামে স্থানীয় চেয়ারম্যান পরিবার পিছু মাত্র হাফ কেজি চিড়া ও ২৫০ গ্রাম চিনি ত্রাণ দিয়েছেন। এতে গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, গাইবান্ধা যেলাধীন ফুলছড়ি উপযেলার ঝানঝাইর গ্রামে নবপ্রতিষ্ঠিত আত-তাওহীদ সালাফিইয়াহ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও তাঁর সফরসঙ্গীদের আতিথেয়তা প্রদান করেন। এসময় তিনি মাদরাসার পরিচালক জনাব শফীকুল ইসলামের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেন। মাদরাসাটি ২০১৫ সালে জনাব শফীকুল ইসলামের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যমুনা নদীর এই প্রত্যন্ত চরে প্রায় ৫ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে সেখানে ঝানঝাইর চর এবং অন্যান্য এলাকার প্রায় ২৫০ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। চরাঞ্চলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলো ছড়ানোর ক্ষেত্রে মাদরাসাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ ৩১শে জুলাই বুধবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ যেলার কাযীপুর উপযেলার যমুনা নদীর বন্যাউপদ্রুত দক্ষিণ সিংড়াবাড়ী ও চর দুবলাইয়ের বন্যা দুর্গত ৬৯টি পরিবারকে ত্রাণ সাহায্য হিসাবে চাউল-ডাউল, চিনি-লবণ ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক শামসুল আলম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল বিন আকবর, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক জামালুদ্দীন ও অন্যান্য কর্মীগণ। এ সময় তাঁরা বানভাসি মানুষের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নছীহত করেন এবং তাদেরকে বিপদে ধৈর্যধারণ ও তওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ দেন।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে একটি লাল ঢিবি দেখিয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ) কার কবর নির্দেশ করেছিলেন?
উত্তর : হযরত মূসা (আঃ)-এর।
২. প্রশ্ন : মানুষ সর্বদা কীসের প্রতি অধিকতর আসক্ত?
উত্তর : আনুষ্ঠানিকতা এবং অদৃশ্য সত্তার চেয়ে দৃশ্যমান বস্তুর প্রতি।
৩. প্রশ্ন : কারা শেষনবীর কাছে তাদের মূর্তিপূজাকে আল্লাহ্র নৈকট্যের অসীলা বলে অজুহাত দিয়েছিল?
উত্তর : মক্কার মুশরিকরা।
৪. প্রশ্ন : কোন দিন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর দ্বীন পরিপূর্ণতার আয়াত নাযিল হয়? উত্তর : ১০ই যিলহজ্জ।
৫. প্রশ্ন : আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে তাওরাত প্রদানের কারণ কি ছিল?
উত্তর : সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী ও সরল পথ প্রদর্শনকারী।
৬. প্রশ্ন : তূর পাহাড়ে গিয়ে কত দিন ছিয়াম ও ই'তেকাফে কাটানোর পরে তাওরাত লাভ করেন?
উত্তর : ৪০ দিন পরে।
৭. প্রশ্ন : বনু ইস্রাঈল কোন ফিৎনায় পড়ে তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল? উত্তর : গো-বৎসের পূজা।
৮. প্রশ্ন : কাদের উপর তূর পাহাড় তুলে ধরা হয়েছিল?
উত্তর : কপট বিশ্বাসী ও হঠকারী কিছু লোকদের উপর।
৯. প্রশ্ন : তূর পাহাড়ের কতটুকু তুলে ধরা হয়েছিল?
উত্তর : একাংশ।
১০. প্রশ্ন : সামেরী কে ছিল?
উত্তর : পারস্য ও ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল।
১১. প্রশ্ন: সামেরী কি করেছিল?
উত্তর : সে জিব্রীলের পদচিহ্নের নীচ থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আগুনে গলিত অলংকারের অবয়বের প্রতি নিক্ষেপ করেছিল।
১২. প্রশ্ন : কোন কওম আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার যিদ করেছিল? উত্তর : মূসা (আঃ)-এর কওম।
১৩. প্রশ্ন : বনু ইস্রাঈলের কত জন লোক আল্লাহকে দেখার জন্য তূর পাহাড়ে গিয়েছিল? উত্তর : ৭০ জন।
১৪. প্রশ্ন : কোন নবী কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ সমগ্র শাম অর্থাৎ সিরিয়া অঞ্চল পবিত্র ভূমির অন্তর্ভূক্ত হয়?
উত্তর : আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক।
১৫. প্রশ্ন : মূসা (আঃ)-এর কবর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে অবস্থিত।
১৬. প্রশ্ন : কোন এলাকা চিরকাল উর্বর ছিল?
উত্তর : সিরিয়া।
১৭. প্রশ্ন : দাজ্জাল কোন চারটি মসজিদে পৌঁছাতে পারবে না?
উত্তর : বায়তুল্লাহ, মসজিদে নববী, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও মসজিদে তূর।
১৮. প্রশ্ন : মূসা (আঃ)-এর আগমনকালে বায়তুল মুক্বাদ্দাস কোন সম্প্রদায়ের অধীনস্ত ছিল? উত্তর : আমালেকা।
১৯. প্রশ্ন : আমালেকা সম্প্রদায় কোন কওমের শাখা ছিল?
উত্তর : কওমে 'আদ-এর একটি শাখা ছিল।
২০. প্রশ্ন : পৃথিবীর প্রাচীনতম মহানগরী 'আরীহা' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জর্দান নদী ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী স্থানে।
২১. প্রশ্ন : আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পূর্ব পর্যবেক্ষণের জন্য কতজন বনী ইস্রাঈলী সর্দার প্রেরণ করা হয়েছিল?
উত্তর : ১২জন।
২২. প্রশ্ন : বনু ইস্রাঈলী ১২ সর্দার কারা ছিলেন?
উত্তর : হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর বারো পুত্র।
২৩. প্রশ্ন : মূসা (আঃ)-এর কওম তীহ প্রান্তরে কতদিন বন্দী ছিল? উত্তর : ৪০ বছর।
২৪. প্রশ্ন : মূসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর কে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পূর্ণ দখল করেন? উত্তর : ইউশা' বিন নূন।
২৫. প্রশ্ন : বনু ইস্রাঈলের ঐ সময়কার নামকরা সাধক ও দরবেশের নাম কি? উত্তর : বাল'আম বা'ঊরা।
২৬. প্রশ্ন : মান্না কি?
উত্তর : এক প্রকার খাদ্য যা আল্লাহ তা'আলা বনু ইস্রাঈলদের জন্য আসমান থেকে অবতীর্ণ করতেন।
২৭. প্রশ্ন : সালওয়া কি?
উত্তর : একপ্রকার চড়ুই পাখি যা ঐসময় সিনাই এলকায় প্রচুর পাওয়া যেত।
২৮. প্রশ্ন : 'বাব তিত্ত্বাহ' কাকে বলে?
উত্তর : বায়তুল মুক্বাদ্দাসের প্রধান ফটককে বলে।
২৯. প্রশ্ন : ফিলিস্তীনের স্থায়ী মুসলিম নাগরিকদের তাড়িয়ে দেয় কত সালে? উত্তর : ১৯৪৮ সালে।
৩০. প্রশ্ন : ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা বাক্বারাহ নাযিল হয়?
উত্তর : বনু ঈসরাইলের জনৈক যুবক চাচাতো বোনকে বিবাহ ও সম্পত্তি লাভের মোহে হত্যা কান্ডের প্রেক্ষিতে।
৩১. প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে বনু ঈসরাইলের দরবেশদের রব হিসাবে উল্লেখ করার কারণ কি?
উত্তর : তাদের দরবেশগণ আল্লাহ্র হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল মনে করত।
৩২. প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত কোনটি?
উত্তর : সূরা বাক্বারার ২৫৫ আয়াত।
৩৩. প্রশ্ন : 'ইস্রাইল' নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উত্তর : ১৯৪৮ সালে।
৩৪. প্রশ্ন : মূসা ও খিযিরের কাহিনী কুরআনের কোন সূরায় বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : সূরা কাহফ ৬০ থেকে ৮২ আয়াতে।
৩৫. প্রশ্ন : কোন নবীকে মাছ ভক্ষণ করেছিল?
উত্তর : হযরত ইউনূস (আঃ)-কে।
৩৬. প্রশ্ন : কুরআনে কোন নবীকে মাছওয়ালা বলা হয়েছে?
উত্তর : হযরত ইউনূস (আঃ)-কে।
৩৭. প্রশ্ন : বিপুল শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নবী ছিলেন কতজন?
উত্তর : দুই জন। দাউদ ও সুলাইমান (আঃ)।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে একসাথে কাজ করতে সম্মত হয় কোন দেশ?
উত্তর : চীন ও বাংলাদেশ।
২. প্রশ্ন : যশোরের বেনাপোল থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর বিরতিহীন ট্রেন বেনাপোল এক্সপ্রেস এর যাত্রা শুরু হয় কবে?
উত্তর : ২৭ জুলাই ২০১৯।
৩. প্রশ্ন : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে সর্বাধিক রেমিট্যান্স এসেছে কোন দেশ থেকে? উত্তর : সঊদী আরব।
৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর কে? উত্তর : মার্সিং মিয়াং টেমবন (ক্যামেরুন)।
৫. প্রশ্ন : সাবেক রাষ্ট্রপ্রতি ও সেনাপ্রধান হুসাইন মুহাম্মাদ এরশাদ কবে এবং কত বছর বয়সে মারা যান?
উত্তর : ১৪ই জুলাই ২০১৯ সালে, ৮৯ বছর বয়সে।
৬.প্রশ্ন : কর্কটক্রান্তি এবং ৯০ পূর্ব দ্রাঘিমার ছেদবিন্দুটি পড়েছে?
উত্তর : বাংলাদেশে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার নুরুল্যাগঞ্জ ইউনিয়নের ভাঙ্গারদিয়া গ্রামে।
৭. প্রশ্ন : বাংলাদেশের মানুষের গড় শিক্ষাকাল কত?
উত্তর : ৫.১ বছর (সূত্র: বিশ্বব্যংকের রির্পোট)।
৮.প্রশ্ন : বাংলাদেশে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (BREB) আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎসমিতি কতটি? উত্তর : ৮০টি।
৯.প্রশ্ন : বাংলাদেশ থেকে কতটি দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়?
উত্তর : ৫০টি দেশ।
১০.প্রশ্ন : নতুন প্রজন্মের পরমাণু সাবমেরিন 'সাফরেন' কোন দেশের তৈরী? উত্তর : ফ্রান্স।
১১.প্রশ্ন : ২০২০ সালে পশ্চিম আফ্রিকার অর্থনৈতিক জোটভুক্ত (ECOWAS) দেশগুলো কী নামে অভিন্ন মুদ্রা চালু করবে?
উত্তর : ইকো (Eco)।
১২.প্রশ্ন : শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের বেকারের সংখ্যা কত?
উত্তর : ২৬ লক্ষ ৭৭ হাজার।
১৩. প্রশ্ন : রাখাইনে সংখালঘু রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে তিনদিনের সফরে ঢাকায় আসেন কে?
উত্তর : আর্ন্তজাতিক অপরাধন আদালতের (ICC) প্রতিনিধি দল।
১৪.প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা কয়টি?
উত্তর : ১৯ টি।
১৫.প্রশ্ন : দেশের ১৯ তম জাতীয় উদ্যান কোনটি?
উত্তর : শেখ জামাল ইনানী জাতীয় উদ্যান কক্সবাজার।
১৬.প্রশ্ন : দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক স্মার্ট প্রিপেইড মিটার কারখানা কোথায় অবস্থিত? উত্তর : খুলনা।
১৭.প্রশ্ন : প্রাকৃতিক ঐতিহ্য কতটি? উত্তর : ২১৩ টি।
১৮. প্রশ্ন : মিশ্র ঐতিহ্য কতটি? উত্তর : ৩৯ টি।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য ওষুধের ২১তম তালিকা প্রণয়ন করেন কে? উত্তর : বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা (WHO)।
২. প্রশ্ন : তিন দশক পর প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে তিমি শিকার শুরু করে কোন দেশ? উত্তর : জাপান।
৩. প্রশ্ন : দূষণ এড়াতে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাষ্টিক ব্যাগ-আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ করে কোন দেশ?
উত্তর : নিউজিল্যন্ড।
৪. প্রশ্ন : ২২ জুলাই ২০১৯ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে গবেষণার জন্য ভারত কোন নভোযানটি উৎক্ষেপন করে?
উত্তর : চন্দ্রযান-২।
৫.প্রশ্ন : স্বর্ণের ভোক্তা দেশ হিসাবে শীর্ষ স্থানে কোন দেশ?
উত্তর: চীন।
৬.প্রশ্ন : কম্পিউটার বা অন্য ডিভাইসে ব্যবহৃত পাসওয়ার্ড পদ্ধতির উদ্ভাবক কে?
উত্তর : ফারনান্দো করবাতো (আমেরিকা) ।
৭. প্রশ্ন : NAM-এর ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন কবে এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ২৫-২৬ অক্টোবর ২০১৯ সালে। বাকু, আজারবাইজান।
৮.প্রশ্ন : মোট বিশ্ব ঐতিহ্য কতটি? উত্তর : ১১২১ টি।
৯.প্রশ্ন : মাথাপিছু জাতীয় আয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : সুইজারল্যান্ড।
১০.প্রশ্ন : মোট জাতীয় আয় (GNI) শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
১১.প্রশ্ন : দ্বিতীয় প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার সময় কাল কত?
উত্তর : ২০২১-২০৪১ সাল।
১২. প্রশ্ন : United Nations Decade on Ecosystem Restoration সময় কাল কত? উত্তর : ২০২১-৩০ সাল।
১৩.প্রশ্ন : International year of plant Health কোন সাল? উত্তর : ২০২০ সাল।
১৪. প্রশ্ন : ২০১৯ সালের কমনওয়েলথ ছোট্টগল্প পুরস্কার লাভ করেন কে? উত্তর : কন্সট্যন্টি সোতেরিউ (সাইপ্রাস)।
১৫. প্রশ্ন : ১৫তম (UNCTAD) সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে? উত্তর : ২০২০ সালে।
১৬. প্রশ্ন : ২০১৯ সালের জন্য OIC City of Tourism ঘোষণা করা হয় কোন শহরে? উত্তর : বাংলাদেশের ঢাকাকে।
১৭. প্রশ্ন : বিশ্বের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : আবুধাবী, সংযুক্ত আরব আমিরাত। চালু ২৯ জুন ২০১৯।
১৮. প্রশ্ন : OIC-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : সালমান বিন আব্দুল আজিজ (সঊদী আরব)।
১৯. প্রশ্ন : মাথাপিছু ক্রয়ক্ষমতায় শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : কাতার।

আল-'আওন

(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজি নং : রাজ ৫০৯১

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২ আয়াত)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উদ্দেশ্য : রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও রক্তদানে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩ (বিকেল ৪টা - রাত ৮টা), E-mail : alawonbd@gmail.com

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

আপনি কি কম খরচে ওমরাহ করতে চান? তাহ'লে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন।

সাশ্রয়ী প্যাকেজ
* ১০ দিন ৬০,০০০ টাকা (ট্রানজিট বিমান)
* ১৫ দিন ৬৪, ০০০ টাকা (ট্রানজিট বিমান)

ভি. আই. পি প্যাকেজ
* ১০ দিন ৮০,০০০ টাকা (ঢাকা-জেদ্দা-মদীনা-ঢাকা; সঊদী এয়ার লাইন্স)
* ১৫ দিন ৮৫,০০০ টাকা (ঢাকা-জেদ্দা-মদীনা ঢাকা; সঊদী এয়ার লাইন্স)

সকল প্যাজেক খাবার ছাড়া। কেউ খেতে চাইলে ১০ দিনের জন্য ৫,৭০০ টাকা এবং ১৫ দিনের জন্য ৮,৫০০ টাকা প্যাকেজ মূল্যের সঙ্গে অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে। এ সুযোগ রামাযানের পূর্ব পর্যন্ত।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

আল-'আওন

(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজি নং : রাজ ৫০৯১

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২ আয়াত)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উদ্দেশ্য : রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও রক্তদানে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩ (বিকেল ৪টা - রাত ৮টা), E-mail : alawonbd@gmail.com

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

আপনি কি কম খরচে ওমরাহ করতে চান? তাহ'লে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন।

সাশ্রয়ী প্যাকেজ
- ১০ দিন ৬০,০০০ টাকা (ট্রানজিট বিমান)
- ১৫ দিন ৬৪, ০০০ টাকা (ট্রানজিট বিমান)

ভি. আই. পি প্যাকেজ
- ১০ দিন ৮০,০০০ টাকা (ঢাকা-জেদ্দা-মদীনা-ঢাকা; সঊদী এয়ার লাইন্স)
- ১৫ দিন ৮৫,০০০ টাকা (ঢাকা-জেদ্দা-মদীনা ঢাকা; সঊদী এয়ার লাইন্স)

সকল প্যাজেক খাবার ছাড়া। কেউ খেতে চাইলে ১০ দিনের জন্য ৫,৭০০ টাকা এবং ১৫ দিনের জন্য ৮,৫০০ টাকা প্যাকেজ মূল্যের সঙ্গে অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে। এ সুযোগ রামাযানের পূর্ব পর্যন্ত।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।